রমহংসপরিব্রাজকাচার্য্য-

শ্রীমচ্ছঙ্করভগবৎপাদ-বিরচিত-

সর্ব্ববেদান্ত-সিদ্ধান্ত-সার-সংগ্রহঃ।

মূল, অন্বয়, বাঙ্গালা প্রতিশব্দ, বঙ্গানুবাদ

এবং তাৎপর্য্য-মণ্ডিত।
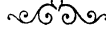
মহামহোপাধ্যায়—

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ

এবং

কাব্য-সাংখ্য-বেদান্ত-মীমাংসা-দর্শনতীর্থ-

বিদ্যারত্নোপনামক-

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার শাস্ত্রি-কর্ত্তৃক

অনূদিত ও সম্পাদিত।

সত্ত্বাধিকারী ও প্রকাশক বিবিধ-শাস্ত্রগ্রন্থ-প্রচারক

শ্রীযুক্ত অনিলচন্দ্র দত্ত।

লোটাস্ লাইব্রেরী,

২৮।১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শকাব্দ—১৭৩৫। ৭

 মূল্য ২৷৷০ আড়াই টাকা।

প্রিন্টার্‌—শ্রীযোগেশচন্দ্র অধিকারী,

মেট্‌কাফ্‌ প্রেস্‌,

৭৬নং বলরাম দে ষ্ট্রীট্‌, কলিকাতা।

ভূমিকা।

এতদিনে ভগবৎপাদ শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য-বিরচিত 'সর্ব্ববেদান্ত-সিদ্ধান্ত-সারসংগ্রহ' নামক একখানি অতি উপাদেয় গ্রন্থ বঙ্গভাষায় প্রকাশিত হইল। ইতঃপূর্ব্বে এই গ্রন্থ বঙ্গদেশে প্রচারিত হয় নাই। যাঁহারা ভগবৎপাদের অন্যান্য গ্রন্থ পাঠ করিয়া পরিতৃপ্ত হইয়াছেন, এই গ্রন্থখানি তাঁহাদের অধিকতর প্রীতি সম্পাদন করিবে, সন্দেহ নাই। কারণ, এই গ্রন্থখানিতে বেদান্তশাস্ত্রের যাবতীয় বিষয় সহজভাবে বর্ণিত হইয়াছে। যাঁহারা নিরন্তর তাপত্রয়পরীত সংসার হইতে মুক্তিলাভ করিতে চান, যাঁহারা জরা, মৃত্যু প্রভৃতির হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের একমাত্র উপনিষদের (বেদান্তের) শরণাপন্ন হওয়া উচিত; কিন্তু উপনিষৎ অতি দুর্ব্বোধ, স্বল্পধী ব্যক্তির সহজে বোধগম্য হয় না; এইজন্য ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য কৃপাপরবশ হইয়া এই গ্রন্থে সমগ্র উপনিষদের তাৎপর্য্য সংগ্রহ করিয়াছেন।

এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ডে জীবকুল ব্যাকুল হইয়া ঘটীযন্ত্রের ন্যায় অহরহঃ দেব, মানব, তির্য্যক্ প্রভৃতি বিবিধ যোনিতে পরিভ্রমণ করিতেছে। শরীর ধারণ করিলে, আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক-রূপ ত্রিবিধ তাপের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবার উপায় নাই। কৃমি কীট হইতে আরম্ভ করিয়া হিরণ্যগর্ভ পর্য্যন্ত সুখদুঃখ তরতমভাবে বিদ্যমান আছে। এই তাপত্রয়ের দ্বারা জীবনিবহ পুনঃপুনঃ তাপিত হইয়া, তাহার নিবৃত্তির জন্য নানাবিধ উপায় অন্বেষণ করিয়া থাকে; কিন্তু মোহান্ধজীব দুঃখনিবৃত্তি কিংবা সুখপ্রাপ্তির বাস্তবিক সাধন কি তাহা জানিতে না পারিয়া, স্রক্, চন্দন, বনিতা, মিষ্টান্ন প্রভৃতি বিষয় দ্বারা দুঃখনিবৃত্তি ও সুখলাভ করিবার চেষ্টা করিয়া থাকে। কিন্তু এই সমস্ত বিষয় দুঃখ নিবৃত্তি কিংবা সুখপ্রাপ্তির হেতু নহে; বরং ইহারা নানাবিধ দুঃখের নিদান হইয়া থাকে। এইজন্য পুরুষধৌরেয়গণ বিষয়সম্ভূত সুখকে অবজ্ঞা করিয়া, অখণ্ড অপরিচ্ছিন্ন সুখলাভের জন্য শাস্ত্রীয় সাধন অবলম্বন করিয়া থাকেন; কারণ, শাস্ত্রীয় সাধনই দুঃখনিবৃত্তি ও সুখপ্রাপ্তির একমাত্র উপায়। এক্ষণে দেখা যাউক, শাস্ত্র কি এবং সাধনই বা কাহাকে বলে। কারণ, ইহা জানিতে না পারিলে, কোন ব্যক্তি ইহার আশ্রয় গ্রহণ করিতে সমর্থ হয় না; এই নিমিত্ত প্রথমেই শাস্ত্রের পরিচয় দেওয়া কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচিত হইতেছে।

শাস্ত্র-স্বরূপ।

শাস্ত্র শব্দে প্রথমতঃ বেদকেই বুঝায়; বেদমূলকত্ব প্রযুক্ত মন্বাদি ধর্ম্মগ্রন্থসমূহকে শাস্ত্র নামে অভিহিত করা হয়। এই বেদ দুই ভাগে বিভক্ত; তন্মধ্যে একটিকে মন্ত্র ও অপরটিকে ব্রাহ্মণ বলে। মন্ত্রভাগকে কর্ম্মকাণ্ড ও ব্রাহ্মণভাগকে জ্ঞানকাণ্ড বলা যাইতে পারে। যদিও ব্রাহ্মণভাগে কর্ম্মকাণ্ডের বিষয় উল্লিখিত আছে, তথাপি জ্ঞান প্রধানভাবে বিবৃত হওয়ায়, তাহাকে জ্ঞানকাণ্ড বলা হইয়া থাকে। * কর্ম্মকাণ্ডে প্রথম অধিকারীর জন্য চিত্তশুদ্ধির উপায়স্বরূপ জ্যোতিষ্টোমগণ প্রভৃতি বিবিধ কর্ম্ম উপদিষ্ট হইয়াছে। জ্ঞানকাণ্ডে সংসার-পারাবার হইতে উত্তীর্ণ হইয়া জীব কিরূপে শান্তি ও সুখের পরাকাষ্ঠা লাভ করিতে পারে, তাহাই বিশদরূপে বর্ণিত হইয়াছে। যে অজ্ঞাত বিষয়ের উপদেশ প্রদান করে এবং যাহা হইতে অলৌকিক ইষ্টপ্রাপ্তি ও অনিষ্ট-পরিহারের উপায় অবগত হওয়া যায়, মনীষিগণ তাহাকে বেদ বলিয়া থাকেন। যেমন কর্ম্মকাণ্ডে অলৌকিক স্বর্গাদিরূপ ইষ্টপ্রাপ্তির উপায়—যাগাদি বিশেষরূপে অভিহিত হইয়াছে, সেইরূপ জ্ঞানকাণ্ডে অপরিচ্ছিন্ন আনন্দাত্মক ব্রহ্মরূপ মুক্তির বিষয় উপদিষ্ট হইয়াছে। যেমন মন্ত্রভাগের প্রামাণ্য অপ্রতিহত, তদ্রূপ ব্রাহ্মণভাগেরও প্রামাণ্য অস্বীকার করিবার উপায় নাই। ধর্ম্মসূত্রকার ভগবান্ আপস্তম্ব "মন্ত্রব্রাহ্মণয়োর্বেদনামধেয়ম্" এই সূত্রে মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ উভয়কেই অবিশেষে বেদ আখ্যা প্রদান করিয়াছেন।

ব্রাহ্মণভাগের বেদত্বে আপত্তি।

কোন কোন মহাত্মা মন্ত্রভাগের বেদত্ব স্বীকার করিয়া ব্রাহ্মণভাগকে বেদ বলিয়া স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন। তাঁহারা বলেন,—"ব্রাহ্মণভাগ মন্ত্রভাগের ব্যাখ্যাস্বরূপ; সুতরাং তাহা ভাষ্য টীকাদির ন্যায় পুরুষ-নির্ম্মিত; এবংবিধ ব্যাখ্যাগ্রন্থ কখনই বেদ হইতে পারে না। অপিচ, ব্রাহ্মণভাগে জনমেজয় প্রভৃতির উপাখ্যান বর্ণিত আছে, এবংবিধ অর্ব্বাকৃতন পুরুষের নাম তাহাতে বিদ্যমান থাকায়, তাহার পৌরুষেয়ত্ব এবং পরভবিকত্ব অনিবার্য্য। তৃতীয়তঃ পূর্ব্বে ঋষিগণ কর্ম্মযোগী ছিলেন, তাঁহারা অগ্নিহোত্র প্রভৃতি বিবিধ বৈদিক কর্ম্মের

---

* মন্ত্র ও ব্রাহ্মণের স্বরূপ ইহাতে সামান্যতঃ বিচার করা হইলে বিশেষ বিচার অন্য গ্রন্থে প্রদর্শিত হইবে।

অনুষ্ঠান করিয়া মুক্তিলাভ করিয়াছেন। সুতরাং একমাত্র মন্ত্রভাগই প্রমাণভূত। তাঁহারা এইরূপ নানাবিধ আপত্তি উত্থাপন করিয়া, সাধুপ্রকৃতি জনগণের হৃদয়ে সন্দেহ উপস্থাপিত করিয়া থাকেন।

আপত্তি-খণ্ডন।

এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে, এই আপত্তি নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। বেদার্থতত্ত্ববিৎ ঋষিগণের বাক্য দ্বারা বেদার্থ নিরূপণ করা হইয়া থাকে। ভগবান্ আপস্তম্ব যখন স্পষ্টভাবে মন্ত্র ও ব্রাহ্মণভাগের বেদত্ব স্বীকার করিয়াছেন, তখন তাঁহার বাক্য অপ্রমাণ বলিবার কি যুক্তি আছে?

কেবল ব্রাহ্মণভাগে মন্ত্রভাগের ব্যাখ্যা দেখিয়া যদি ব্রাহ্মণভাগকে অপরের রচিত বলিতে হয়, তাহা হইলে, ভাষ্যকারদিগের বাক্যেও নিজ নিজ বাক্যের ব্যাখ্যা দেখিয়া, ভাষ্য ও ব্যাখ্যার কর্ত্তা ভিন্ন ভিন্ন—ইহা স্বীকার করিতে হয়। আর তাহা হইলে, আচার্য্য শঙ্করকৃত ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে তদন্তর্গত ব্যাখ্যা-ভাগটি অন্যের রচিত বলা যাইতে পারে। কারণ—

"সূত্রার্থো বর্ণ্যতে যত্র পদৈঃ সূত্রানুসারিভিঃ।
স্বপদানি চ বর্ণ্যন্তে ভাষ্যং ভাষ্যবিদো বিদুঃ॥"

যাহাতে সূত্রানুসারী পদসমূহের দ্বারা সূত্রার্থ বর্ণিত হয় এবং স্বপ্রযুক্ত পদ-গুলির ব্যাখ্যা করা হয়, তাহাকেই ভাষ্যজ্ঞ পণ্ডিতগণ ভাষ্য বলিয়া থাকেন। অতএব কেবল ব্যাখ্যা থাকিলেই যে ব্যাখ্যাংশের কর্ত্তা ভিন্ন, তাহার কোন প্রমাণ নাই সুতরাং বলিতে হইবে, জ্ঞানকাণ্ড অপ্রমাণ নহে। ব্রাহ্মণভাগে জনমেজয় প্রভৃতির সংবাদ দৃষ্ট হয় বলিয়া যদি তাহাকে পৌরুষেয় ও অপ্রমাণ বলা হয়, তাহা হইলে, মন্ত্রভাগে উর্ব্বশী ও পুরুরবস্ প্রভৃতির উপাখ্যান থাকায়, তাহারও পৌরুষেয়ত্ব ও অপ্রামাণ্য হউক এবং তজ্জন্য তাহার বেদত্ব বিলুপ্ত হউক। সুতরাং মন্ত্রভাগের যদি বেদত্ব সিদ্ধ হয়, তাহা হইলে ব্রাহ্মণ ভাগের ও বেদত্ব সিদ্ধ হইবে। অতএব বলিতে হইবে,—বেদের জ্ঞানকাণ্ড অপ্রমাণ নহে।

ব্রাহ্মণভাগে তত্ত্বজ্ঞান উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহা অবিদ্যা নিবৃত্তির জন্য মনুষ্য-মাত্রেরই অভীপ্সিত। কর্ম্মকাণ্ডে উপদিষ্ট স্বর্গাদিফল অদৃষ্টদ্বারা অন্য দেহে ঘটিয়া থাকে, কিন্তু জ্ঞানের ফল মুক্তি এই দেহেই সম্ভব হইতে পারে। কর্ম্ম লোকান্তরে

ফল প্রদান করে, জ্ঞান ইহলোকে সমূলে অবিদ্যা বিনাশ করিয়া থাকে। অলৌকিক ইষ্টপ্রাপ্তি ও অনিষ্টপরিহারের বিষয় ইহাতে সমীচীনভাবে বিবৃত হওয়ায়, ইহাকে বেদ না বলিয়া কেহই থাকিতে পারে না। এই সংসাররূপ অনর্থপরম্পরার নিবৃত্তির বিষয় যাহাতে উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহা যে সফল তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। সুতরাং কর্ম্মকাণ্ডের ন্যায় জ্ঞানকাণ্ডও প্রমাণ এবং তজ্জন্য তাহার আকর বেদান্তও প্রমাণভূত।

বেদান্ত কি ?

পূর্ব্বে মন্ত্র ও ব্রাহ্মণের বেদত্ব নিরূপিত হইয়াছে; কিন্তু আমাদের প্রকৃত বেদান্তের সহিত তাহার কি সম্বন্ধ এবং তাহার অপৌরুষেয়ত্ব ও প্রাধান্য স্বীকার করিলে, প্রকৃতস্থলে কি উপকার হইবে, তাহা এক্ষণে বিচার করা হউক। বস্তুতঃ ব্রাহ্মণভাগই উপনিষৎ, তাহাকেই বেদান্ত বলা হয়; সুতরাং পূর্ব্বে ব্রাহ্মণভাগের বেদত্ব নিরূপণ করায়, উপনিষৎ—বেদান্তের বেদত্ব সিদ্ধ হইল। এখানে আপত্তি হইতে পারে,—যখন বেদশব্দদ্বারা জ্ঞানকাণ্ডের গ্রহণ হইতে পারে, তখন বেদান্ত শব্দ প্রয়োগ করিবার প্রয়োজন কি ? সুতরাং শাস্ত্রে বেদ ও বেদান্ত দুইটি বিভিন্ন শব্দ থাকায় বেদ হইতে বেদান্ত ভিন্ন বুঝিতে হইবে; কারণ, শব্দভেদ বস্তুভেদের প্রতি হেতু দেখিতে পাওয়া যায়। এরূপ আপত্তির উপর বলা যাইতে পারে,—কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড উভয়ই বেদ হইলেও, জ্ঞানকাণ্ডে অবিদ্যানিবৃত্তিরূপ মুক্তির বিষয় বিশেষরূপে বর্ণিত হওয়ায়, ইহার 'বেদান্ত' এই বিশেষ আখ্যা প্রদান করা হইয়া থাকে। বেদস্য অন্তঃ সারভাগঃ বেদান্তঃ অর্থাৎ বেদের অন্ত—চরম ভাগকে বেদান্ত বলে।—ব্রাহ্মণ-পরিব্রাজ-কন্যায় এখানে দৃষ্টান্তস্বরূপ পরিগৃহীত হইতে পারে। যেমন সন্ন্যাসী হইতে হইলে ব্রাহ্মণ ব্যতীত আর কেহই হইতে পারেন না, তথাপি সন্ন্যাস তাঁহার অসাধারণ ধর্ম্ম বলিয়া, তাঁহাকে সন্ন্যাসী বলা হয়, তদ্রূপ বেদান্ত বেদ হইলেও বেদের চরমভাগ বলিয়া তাহাকে 'বেদান্ত' নামে অভিহিত করা হয়। বেদান্ত, ব্রহ্মবিদ্যা, উপনিষৎ এবং রহস্য পর্য্যায় শব্দ; উপ ও নি পূর্ব্বক সদ্ (ষদ্) ধাতু কিপ্ প্রত্যয় করিয়া 'উপনিষৎ' পদ নিষ্পন্ন হইয়াছে; ষদ্ অর্থাৎ সদ্ ধাতুর অর্থাৎ বিদারণ (বিনাশ) গতি ও অবসাদ, অর্থাৎ যে সমীপে নিঃশেষরূপে অবিদ্যাকে নাশ করে, অথবা যে সমীপে নিঃশেষ-রূপে ব্রহ্মকে পাওয়াইয়া দেয়, তাহাকে উপনিষৎ বলা হয়। গ্রন্থদ্বারা ব্রহ্মবিদ্যা লাভ হয় বলিয়া, গ্রন্থ ও 'উপনিষৎ' নামে অভিহিত হয়; যথা,—ঈশোপনিষৎ।

এখন জিজ্ঞাসা হইতে পারে,—বেদোক্ত সাধনেই যে মুক্তি হইবে, তাহার প্রমাণ কি ? বেদের এত প্রামাণ্য কিসের জন্য ? এতদুত্তরে বলিতে পারা যায় যে—

বেদ অপৌরুষেয়।

বেদ মন্বাদি স্মৃতির ন্যায় মনুষ্যকৃত নহে। "অস্য মহতো ভূতস্য নিঃশ্বসিতমেতদ্‌-যদৃগ্‌বেদযজুর্ব্বেদসামবেদঃ" ইত্যাদি শ্রুতিদ্বারা বেদ ঈশ্বরপ্রণীত বলিয়া অবগত হওয়া যায়। এইরূপ উৎপত্তিশ্রুতি থাকায়, বেদ ঈশ্বরের ন্যায় কূটস্থ নিত্য নহে, কিন্তু এককল্পস্থায়ী ; নৈয়ায়িকের ন্যায় বেদান্তমতে শব্দের তৃতীয়ক্ষণে নাশ স্বীকার করা যায় না। সৃষ্টির প্রথমে বেদ ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হইয়া প্রলয়কালে তাঁহাতেই লয় প্রাপ্ত হয়, পুনরায় ঈশ্বর গতকল্পীয় বেদ হিরণ্যগর্ভকে উপদেশ দেন ; তিনি আবার মরীচি প্রভৃতি ঋষিগণকে উপদেশ দিয়া থাকেন ; এইরূপে পুনরায় বেদ সম্প্রদায়ক্রমে প্রচার লাভ করে। যদ্যপি বেদ ঈশ্বর হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, তথাপি বেদে ঈশ্বরের স্বতন্ত্রতা নাই ; কালিদাস প্রভৃতির গ্রন্থে যেরূপ কালিদাসাদির স্বাতন্ত্র্য আছে, বেদে ঈশ্বরের সেরূপ নাই। ঈশ্বর গত কল্পে যেরূপ আনুপূর্ব্বিক বেদ রচনা করিয়াছিলেন, এককল্পেও তদ্রূপ রচনা করিয়াছেন। যদি তাঁহার বেদে স্বাতন্ত্র্য থাকিত, তাহা হইলে তিনি যেমন আনুপূর্ব্বীর অন্যথা করিতে পারেন, সেইরূপ অর্থেরও অন্যথা করিতে পারেন। এককল্পে অগ্নিহোত্র যাগে স্বর্গ হয়, ব্রহ্মহননে নরক হয় ; ঈশ্বরের বেদে স্বতন্ত্রতা থাকিলে কল্পান্তরে তাহার বিপরীত হইতে পারে,—অর্থাৎ অগ্নিহোত্র দ্বারা নরক এবং ব্রহ্মহত্যা দ্বারা স্বর্গও হইতে পারে। তজ্জন্য মনীষিগণ বেদে ঈশ্বরের স্বতন্ত্রতা স্বীকার করেন না। ভগবান্ কুমারিলভট্টও স্বপ্রণীত শ্লোকবার্ত্তিকে স্পষ্টভাবে এই কথা বলিয়াছেন,—"যত্নতঃ প্রতিষেধ্যা নঃ পুরুষাণাং স্বতন্ত্রতা"—অর্থাৎ পুরুষগণের স্বতন্ত্রতাই আমরা যত্নসহকারে নিষেধ করিয়া থাকি। পৌরুষেয় শব্দের অর্থ—পুরুষনির্ম্মিত ; অপৌরুষেয় তাহার বিপরীত,—এরূপ অর্থ গ্রহণ করা যাইতে পারে না। কারণ বেদও ঈশ্বররূপ পুরুষনির্ম্মিত। সুতরাং এখানে পৌরুষেয় শব্দের অর্থ—পুরুষ-স্বাতন্ত্র্য ; তদ্‌রাহিত্য অপৌরুষেয়ত্ব এইরূপ পারিভাষিক লক্ষণ স্বীকার করিতে হইবে। বেদের অপৌরুষেয়ত্ব নিরূপিত হইলে, তদন্তর্গত বেদান্তের অপৌরুষেয়ত্বে আর সন্দেহ নাই।

বেদের স্বতঃপ্রামাণ্য।

বেদের অপৌরুষেয়ত্ব নিরূপিত হইলেও, বেদ স্বতঃপ্রমাণ কিংবা পরতঃপ্রমাণ এরূপ আশঙ্কা উপস্থিত হইতে পারে। তার্কিকগণ বক্তৃযাথার্থ্যজ্ঞানকেই প্রামাণ্য-

প্রয়োজক বলিয়া—পরতঃপ্রামাণ্যবাদ অঙ্গীকার করিয়া থাকেন। কিন্তু এরূপ পরতঃপ্রামাণ্যবাদ স্বীকারে অনবস্থা দোষের হস্ত হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিতে পারা যায় না ; এতদ্ভিন্ন আরও বহুল দোষ ঘটিয়া থাকে। বেদ স্বতঃপ্রমাণ কিরূপে ? এইরূপ প্রশ্ন উপস্থিত হইলে, তদুত্তরে আমরা বলিব,—যেহেতু কোনরূপ অপ্রামাণ্য হেতু নাই, অতএব বেদ স্বতঃপ্রমাণ। পুরুষপ্রণীত বাক্যে পুরুষগত ভ্রান্তি, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা প্রভৃতি দোষ ঘটিবার সম্ভাবনা ; বেদে পুরুষ-প্রবেশ না থাকায়, সেই সমস্ত দোষের আশঙ্কাই হইতে পারে না। সুতরাং 'প্রমাণ—স্বতঃ এবং অপ্রমাণ' পরতঃ—ইহা স্বীকার করিতে হইবে। এইরূপে বেদের স্বতঃপ্রামাণ্য বাদ স্থির করিয়া, বেদের তাৎপর্য্য নির্ণয় করা উচিত।

অদ্বৈতবাদ।

এক্ষণে বেদের স্বতঃপ্রামাণ্যবাদ নির্ণীত হইলে,বেদের তাৎপর্য্য কোথায়,তাহা নিরূপণ করিতে হইবে। বেদের কর্ম্মকাণ্ডের তাৎপর্য্য কর্ম্মে থাকিলেও, জ্ঞানকাণ্ডের—বেদান্তের তাৎপর্য্য অদ্বৈত ব্রহ্মে বলিতে হইবে। সমস্ত বেদান্তবাক্য অদ্বৈত ব্রহ্ম প্রতিপাদনের জন্য উদ্‌গ্রীব। অদ্বৈতবাদ কি ? এই জগতে একটি বস্তুর সত্তায় সমস্ত চলিতেছে, সমস্তই তাহাতে অধ্যস্ত ; জীব সেই অদ্বিতীয় সৎস্বরূপ ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন নহে, এইরূপ তত্ত্বকে অদ্বৈতবাদ বলা যায়। দ্বৈতবাদিগণ জীব ও ব্রহ্মের ভেদ এবং জীবগণের পরস্পর ভেদ স্বীকার করিয়া, সমস্ত পদার্থের সত্যতা নিরূপণ করিয়া থাকেন। এক্ষণে বিচার করিয়া দেখা যাউক, বেদান্তের তাৎপর্য্য দ্বৈতে কিংবা অদ্বৈতে ? অজ্ঞাতজ্ঞাপকত্বং শাস্ত্রত্বম্- অর্থাৎ যে অজ্ঞাত বিষয় জ্ঞাপন করে, তাহাকে শাস্ত্র বলে, বেদান্তও অজ্ঞাত জীব এবং ব্রহ্মের একত্ব প্রতিপাদন করিয়া শাস্ত্রনামের যোগ্য হয়। ভেদ লোকপ্রসিদ্ধ, প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ- গ্রাহ্য ; তাহাই যদি বেদান্তের তাৎপর্য্য হয়, তাহা হইলে বেদান্তের অনুবাদত্ব হেতু অপ্রামাণ্য দুর্ব্বার হইয়া উঠে। আরও এক কথা, বেদান্তে "নেহ নানাস্তি কিঞ্চন মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি" এইরূপ বাক্য দ্বারা দ্বৈতবাদের নিন্দা পরিশ্রুত হয়। সমস্ত বেদান্ত পর্য্যালোচনা করিলেও কোথাও অদ্বৈতের নিন্দা পাওয়া যায় না। ইহা দ্বারা বেদান্তের তাৎপর্য্য যে অদ্বৈতে, তাহা অতি সহজেই অবগত হওয়া যায়। "যত্র দ্বৈতমিব ভবতি তদিতরমিতরং পশ্যতি" এই শ্রুতিতেও ইব শব্দ দ্বারা দ্বৈতের মিথ্যাত্বই নিরূপিত হইয়াছে।

শ্রুতিতে যেখানে জীব ও ঈশ্বরের ভেদ বর্ণিত হইয়াছে, তাহা উপাধি-নিবন্ধন বুঝিতে হইবে। যেমন একই চন্দ্র জলভাজন-ভেদে নানা বলিয়া প্রতীয়মান হয়, বস্তুতঃ ভিন্ন নহে, একই বস্তু; সেইরূপ জীব অদ্বিতীয় ব্রহ্মস্বরূপ হইলেও অন্তঃকরণরূপ উপাধিভেদে নানা বলিয়া প্রতিভাত হয়। বাস্তবিক পক্ষে অদ্বৈততত্ত্ব কিংবা দ্বৈততত্ত্ব এরূপ সন্দেহ উপস্থিত হইলে, একতর পক্ষপাতিনী যুক্তি দ্বারা তাহা নির্ণয় করিতে হয়। অদ্বৈতও বটে দ্বৈতও বটে এরূপ বিরুদ্ধ ভাবের সমাবেশ একত্র সম্ভব নহে। সুতরাং দুইটির মধ্যে একটি সত্য, অপরটি তাহাতে আরোপিত, এইরূপ কল্পনা সাধীয়সী। এখন দেখা যাউক, একত্ব ও দ্বিত্ব এই উভয়ের মধ্যে কোন্‌টি সত্য এবং কোন্‌টি বা মিথ্যা—কল্পিত। যখন একত্ব জ্ঞান উৎপন্ন হইয়াছে, তখন দ্বৈতের চিহ্নমাত্র ছিল না, দ্বৈতজ্ঞান একত্বজ্ঞানকে অপেক্ষা করিয়া উৎপন্ন হইয়াছে। সুতরাং যেটি নিরপেক্ষ, তাহা সত্য; যেটি সাপেক্ষ সেটি মিথ্যা। এখানে একত্ব জ্ঞান কাহাকেও অপেক্ষা না করিয়া উৎপন্ন হওয়ায় তাহা সত্য, দ্বৈতজ্ঞান একত্বকে অপেক্ষা করিয়া জন্মে বলিয়া তাহা মিথ্যা। যেমন পরবর্ত্তী (শুক্তি- পভৃতি-বস্তুকে) অপেক্ষা করিয়া রজত প্রভৃতির জ্ঞান হয়, সুতরাং শুক্তিজ্ঞান সত্য, রজতজ্ঞান তাহাতে আরোপিত। যদি বল একত্বজ্ঞানে দ্বিত্বের অপেক্ষা না থাকিলেও দ্বিত্বের সম্বন্ধ বিদ্যমান আছে, তাহা হইলে অদ্বৈত শব্দের দ্বৈতাভাব, অর্থ করিলে কোনরূপ দোষ থাকে না। যদি একটি বস্তু পরমার্থ সত্য হইল, অপর সমস্ত বস্তু তাহাতে কল্পিত, ইহা প্রমাণিত হইলে, মিথ্যাভূত বন্ধন জ্ঞানের দ্বারা নিবৃত্ত হইতে পারে।

মায়াবাদ।

মায়াবাদ অদ্বৈতবাদ হইতে পৃথক্ নহে। যদি সর্ব্বোপাদানস্বরূপে একটি বস্তু সিদ্ধ হয়, তাহার শক্তিরূপে আর একটি বস্তু সিদ্ধ হইতে পারে; সেই শক্তির নাম মায়া। সেই মায়া-শক্তি মিথ্যা হইলে অদ্বৈত প্রসার লাভ করিতে পারে। অদ্বৈতবাদ বলিলে দৃশ্যমান সংসারের মায়িকত্ব বুঝায়, এবং মায়াবাদ বলিলে, তদধিষ্ঠাতৃরূপে অদ্বৈত সিদ্ধ হইতে পারে। মায়া সত্ত্বরজস্তমঃস্বরূপা, অবিদ্যা, অজ্ঞান, তমঃ প্রভৃতি ইহার পর্য্যায় শব্দ। ইহাকে সৎস্বরূপা বলা যাইতে পারে না; কারণ জ্ঞানের দ্বারা বাধিত হয়, অসৎ অর্থাৎ খ-পুষ্পরূপ বলা যাইতে পারে না; কারণ তাহা জ্ঞাননিবর্ত্ত্য হইতে পারে না, অভাব পদার্থের অন্তর্গতও বলা

যায় না; যেহেতু ভাবরূপে প্রতীয়মান হয়। সুতরাং সৎ ও অসৎ হইতে ভিন্ন অনিবার্য্য ভাবরূপ পদার্থকে মায়া বলা যায়। মায়াবাদের বৈদিকত্ব সম্বন্ধে— "মায়াস্তু প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনস্তু মহেশ্বরম্। তরত্যবিদ্যাং বিততাং হৃদি যস্মিন্নি-বেশিতে॥" "ইন্দ্রো মায়াভি পুররূপ ঈয়তে" ইত্যাদি শ্রুতিই তাহার প্রমাণ। এতদ্ভিন্ন সংহিতা ও উপনিষদের বহুস্থলে মায়া শব্দের প্রয়োগ বিদ্যমান আছে। কোন কোন আধুনিক ধর্ম্মপ্রচারক মায়াবাদ অবৈদিক বলিয়া ঘোষণা করিতেও কুণ্ঠিত হ'ন না। বস্তুতঃ তাঁহারা যে স্বীয় স্বীয় ভ্রান্তমতের পোষকতার জন্য অন্ধ হইয়া, বেদের বহুস্থলে লব্ধ মায়া শব্দকে অপার্থ করিতে বিন্দুমাত্রও সঙ্কুচিত হ'ন না। যাঁহারা "মায়াস্তু প্রকৃতিং বিদ্যাৎ" এই শ্রুতিতে মায়াশব্দকে সাংখ্য-মতের প্রকৃতি বলিয়া ঘোষণা করিয়া থাকেন, তাঁহারা অন্বয়ের দিকে বিন্দুমাত্রও লক্ষ্য রাখেন না। কেন না, "মায়াস্তু প্রকৃতিং বিদ্যাৎ"—মায়াকে প্রকৃতি বলিয়া জানিবে, এই মায়া শব্দ যদি সাংখ্যমতের প্রকৃতি হইত তাহা হইলে 'প্রকৃতিস্তু মায়াং বিদ্যাৎ' অর্থাৎ প্রকৃতিকে মায়া জানিবে এইরূপ পাঠ থাকা উচিত ছিল। কারণ এখানে মায়াং'—এই পদটি উদ্দেশ্য এবং 'প্রকৃতিং' এই পদটি বিধেয়; অর্থাৎ মায়াকে উদ্দেশ্য করিয়া তাহার প্রকৃতিত্ব (উপাদান কারণত্ব) বিহিত হইয়াছে। আর যদি প্রতিবাদীর আগ্রহাতিশয্য প্রযুক্ত মায়া শব্দকে সাংখ্যমতের প্রকৃতি বলা যায়, তাহাতেই বা ক্ষতি কি? সাংখ্য ও বেদান্ত শাস্ত্রে প্রকৃতির স্বরূপ একরূপ নিরূপিত হইয়াছে; সাংখ্যবাদিগণ প্রকৃতির স্বত-ন্ত্রতা ও সত্যতা স্বীকার করেন, বেদান্তীরা তাহাই করেন না, এইমাত্র ভেদ। ইহা দ্বারা মায়ার বৈদিকতা অতি সহজেই হৃদয়ঙ্গম হয়। শ্রুতিবাক্য উত্তমরূপে বিচার করিয়া দেখিলে, মায়াবাদের অস্তিত্ব অতি উত্তমরূপে অবগত হওয়া যায়। এক্ষণে মায়াবাদের বৈদিকতা স্থাপনের জন্য ছান্দোগ্যবাকের কিঞ্চিৎ বিচার প্রদর্শিত হইতেছে। "সদেব সৌম্য ইদমগ্র আসীৎ"—হে সৌম্য! এই জগৎ পূর্ব্বে সৎস্বরূপ ব্রহ্মই ছিল, এই বাক্যে 'ইদং' শব্দের অর্থ দ্বৈত, দ্বৈততাদাত্ম্যাপন্ন ব্রহ্ম অগ্রকালসং এইরূপ শাব্দ-বোধ হইবে। অর্থাৎ দ্বৈততাদাত্ম্যাপন্ন ব্রহ্মকে উদ্দেশ্য করিয়া অগ্রকাল সত্ত্ব বিধেয় হইতেছে। উদ্দেশ্যতাবচ্ছেদক দেশ ও কাল অবচ্ছেদে বিধেয়ের অন্বয় হইয়া থাকে,—এই ন্যায় সর্ব্ববাদিসম্মত। যেমন ধনী সুখী এস্থলে উদ্দেশ্য ধনী, উদ্দেশ্যতাবচ্ছেদক ধন, তৎকালাবচ্ছেদে সুখিত্ব প্রতীয়-মান হয়; যৎকালে ধন বিদ্যমান আছে, তৎকালে পুরুষ সুখী থাকেন। সেই-রূপ "সদেব সৌম্য ইদমগ্র আসীৎ" এইবাক্যে 'দ্বৈততাদাত্ম্যাপন্ন ব্রহ্ম' পাওয়া

াইতেছে, পরবর্ত্তী 'একমেবাদ্বিতীয়ং' এইবাক্যে দ্বৈতাভাববত্ত্ব বিহিত হইতেছে।
অর্থাৎ দুই বাক্য মিলিত হইয়া দ্বৈততাদাত্ম্যাপন্নং ব্রহ্ম দ্বৈতবত্ত্বকালাবচ্ছেদেন
দ্বৈতাভাববৎ এইরূপ শাব্দবোধ হইবে। যদি দ্বৈতবত্ত্বকালেই ব্রহ্মে দ্বৈতাভাব সিদ্ধ
হইল। তাহা হইলে অর্থাৎ ব্রহ্ম ব্যতীত সমস্ত পদার্থের মিথ্যাত্ব আসিয়া পড়িল।
যদ্দেশাবচ্ছেদে যৎকালাবচ্ছেদে যাহার সত্ত্ব তদ্দেশাবচ্ছেদে তৎকালাবচ্ছেদে
তাহার অসত্ত্বকে মিথ্যাত্ব বলা হয়। অর্থাৎ 'একমেবাদ্বিতীয়ং' 'নেহ নানাঽস্তি
কিঞ্চন''নাত্র কাচন ভিদাস্তি'—ইত্যাদি শ্রুতি যৎকালে ব্রহ্মে দ্বৈতের প্রতিভানের
কথা বলিতেছে, তৎকালে তাহাতেই তাহার মিথ্যাত্ব বলিতেছে। এই মিথ্যা
দ্রব্যই মায়া। শ্রুতিবাক্য এইরূপে বিচার করিলে প্রত্যেক বাক্য হইতে মায়ার
অস্তিত্ব পাওয়া যাইবে। কিন্তু যাহাদের বিচার শক্তি নাই, যাহারা শুকবৎ ২।১টি
শ্রুতিবাক্য উচ্চারণ করিয়া থাকে, তাহাদের সহিত এইরূপ শ্রুতি-সমন্বয় প্রদর্শন
করা বিড়ম্বনামাত্র। এতদ্ভিন্ন "মায়ামাত্রন্তু কৃৎস্নেনাভিব্যক্তস্বরূপত্বাৎ" এই
ব্যাসসূত্রে, "দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া" এই গীতাবাক্যে এবং
"মহামায়া-প্রভাবেণ সংসারস্থিতিকারিণঃ" এবংবিধ পুরাণবাক্য দ্বারাও মায়ার
অস্তিত্ব অবগত হওয়া যায়। "অহমজ্ঞঃ"—ইত্যাদি অনুভবও মায়ার অস্তিত্বে
প্রকৃষ্ট প্রমাণ।—এই মায়ার স্বরূপ বিদিত হইলে অদ্বৈতবাদ পরিস্ফুট হইয়া
পড়ে।

অদ্বৈতবাদের শ্রেষ্ঠত্ব।

পৃথিবীতে যত প্রকার ধর্ম্মমত প্রচারিত হইয়াছে, তন্মধ্যে অদ্বৈতবাদের
স্থান সর্ব্বোচ্চে। সকল মতই অদ্বৈতবাদের সুশীতল ছায়ায় সমাশ্রিত; সকলই
অদ্বৈতবাদের সেবায় নিরত। এমন শান্ত, পবিত্র ও উদারভাব আর কোথায়ও
নাই। "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলান্ শান্ত উপাসীত"—এইরূপ শ্রুতিবাক্য
দ্বারা যখন একমাত্র ব্রহ্মসত্তাই অবগত হওয়া যায়, যখন ব্রহ্মব্যতীত অন্য পদার্থের
মিথ্যাত্ব জানা যায়, তখন কে কাহার উপর রাগদ্বেষ করিবে; সকলেই শান্তভাবে
ভগবদুপাসনা করিবে। যেখানে ভেদ, তথায় পরস্পর বিরোধ এবং উচ্চ নীচ
ভাব পরিলক্ষিত হয়। যদি দ্বৈতবাদিগণের দ্বৈতই পরমার্থ-তত্ত্ব হয় এবং
চরমে নিজ হইতে অত্যন্ত ভিন্ন পরমেশ্বরের দাসত্ব করাই মোক্ষ হয়, তবে আর
বন্ধন কাহাকে বলে? যতদিন পরাধীনতা থাকিবে, যতদিন দাসত্ব থাকিবে,
ততদিন সুখ শান্তি কোথায়? সুতরাং সেই মুক্তি বন্ধনের নামান্তর মাত্র।

ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য অনাদিকাল হইতে আগত সনাতন বৈদিক অদ্বৈতবাদকে মণ্ডন করিয়াছেন। উপক্রম ও উপসংহারের একত্ব প্রভৃতি ষড়্বিধ তাৎপর্য্য লিঙ্গদ্বারা শ্রুত্যর্থ নিরূপণ করিতে হয়, সেইরূপে শ্রুতির অর্থ করিলে সকল বাক্যের অদ্বৈতে তাৎপর্য্য অতি সহজেই জ্ঞাত হওয়া যায়। দুই একটি দ্বৈত-প্রতিভাসক শ্রুতিকে দেখিয়া সমস্ত শ্রুতির দ্বৈতে তাৎপর্য্য নির্ণয় করা হঠকারিত ভিন্ন আর কিছুই নহে। দ্বৈতবাদিগণ বেদের অধিক সাহায্য না পাইয়া অবশেষে পুরাণের দ্বারস্থ হইয়াছেন; কিন্তু কেহই তাঁহাদের অনুকূলতা আচরণ করেন নাই। যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ, অধ্যাত্মরামায়ণ, মহাভারত এবং অন্যান্য শাস্ত্রীয় গ্রন্থে বহুল-পরিমাণে অদ্বৈতবাদ পাওয়া যায়। তবে যাঁহারা দ্বৈতকে সত্য বিবেচনা করিয়া তদনুসারে অন্যকে উপদেশ দেন, তাঁহাদিগকে আমরা দোষ প্রদান করি না; কারণ—অদ্বৈত অতি গহন; অকস্মাৎ লোকের বুদ্ধিগম্য হয় না; সেই সমস্ত প্রথম অধিকারীর পক্ষে দ্বৈতমত শ্রেয়ঃ। যেমন বালক নির্ম্মল নভোমণ্ডলে তলমলিনতাদির কল্পনা করিয়া থাকে, তদ্রূপ ভেদবাদিগণ সেই অদ্বৈত পরব্রহ্ম হইতে জীব ও প্রপঞ্চের সত্য ভেদ কল্পনা করিয়া থাকে; কিন্তু সেই সমস্ত লোক যদি দ্বৈতপক্ষ গ্রহণ করিয়া, কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, তাহা হইলে এক সময়ে অদ্বৈতের মাহাত্ম্য বুঝিতে সমর্থ হইবে; যাঁহারা অদ্বৈতবাদকে অলীক বলিতে কুণ্ঠিত হন না, তাঁহারা যদি বৈশেষিক, সাংখ্য প্রভৃতি সূত্র পর্য্যালোচনা করেন, তাহা হইলে জানিতে পারিবেন যে, বহুকাল হইতে অদ্বৈত-বাদ চলিয়া আসিতেছে। যখন সেই সমস্ত সূত্রে পূর্ব্বপক্ষরূপে অদ্বৈতবাদ খণ্ডিত হইয়াছে, তখন ইহা বহুকাল হইতে আগত, তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু অন্যান্য কোন বাদী যখন অদ্বৈতবাদী নহেন, তখন পরিশেষ-প্রাপ্ত এক মতে ব্যাসদেবকেই অদ্বৈতবাদী বলিতে হইবে। ভগবান্ গৌড়পাদ সেই মতের পরিপোষক, ভগবৎপাদ শঙ্করাচার্য্য তাহার বহুল প্রচার করিয়াছেন মাত্র। এই অদ্বৈতজ্ঞানই তত্ত্বজ্ঞান, ইহা মোক্ষলাভের একমাত্র সাধন।

মুক্তির সাধন কি ?

পূর্ব্বে শাস্ত্র ও শাস্ত্রীয় সাধনের বিষয় উপক্রান্ত করিয়া শাস্ত্রস্বরূপ নিরূপিত হইয়াছে; এক্ষণে অবসরক্রমে সাধনেরবিষয় বর্ণিত হইতেছে। তত্ত্বজ্ঞানই অবিদ্যা-নিবৃত্তির—মুক্তির একমাত্র সাধন; কারণ জ্ঞানই অজ্ঞানের নিবর্ত্তক। লোকেও শুক্তিতে রজতভ্রান্তি, রজ্জুতে সর্পভ্রান্তি, শুক্তি ও রজ্জুর তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা নিবৃত্ত

হইয়া থাকে। যাহার সহিত যাহার বিরোধ পরিদৃষ্ট হয়, সেই তাহার নিবর্ত্তক দেখা যায়, যেমন আলোক ও অন্ধকার। যাঁহারা কর্ম্মদ্বারা কিংবা কর্ম্মসহকৃত জ্ঞানের দ্বারা মুক্তিলাভের আশা করিয়া থাকেন, তাঁহারা একটু বিচার করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারেন, ইহা নিতান্ত অসম্ভব। কারণ কর্ম্মজন্য ফল অনিত্য; ইহলোকে কৃষ্যাদিকর্ম্মজন্য শস্যাদি ফল যেমন অনিত্য, সেইরূপ লোকান্তরে যাগাদি জন্য স্বর্গাদি ফলও অনিত্য হইয়া থাকে। এ বিষয়ে শ্রুতি স্পষ্টই বলিয়াছেন—"তদ্যথেহ কর্ম্মচিতো লোকঃ ক্ষীয়তে এবমেবামুত্র পুণ্যচিতো লোকঃ ক্ষীয়তে" ইত্যাদি। জ্ঞান ও কর্ম্মের সমুচ্চয়ও সম্ভব হইতে পারে না; কারণ, কর্ম্মে যিনি অধিকারী, তিনি জ্ঞানে অধিকারী হইতে পারেন না। আত্মার ব্রাহ্মণত্বাদি অভিমানস্থাপন না করিলে, কখনও পুরুষ ব্রাহ্মণোচিত কার্য্য করিতে সমর্থ হ'ন না; কিন্তু যিনি জ্ঞানে অধিকারী, তিনি সেই সমস্ত ধর্ম্ম আরোপিত জানিয়া, আত্মার বিশুদ্ধতা সম্পাদন করিয়া থাকেন। অপিচ, অধিকারী ও ফল ভিন্ন হওয়ায় এককালে একপুরুষে যুগপৎ জ্ঞান ও কর্ম্মের স্থিতির সম্ভব নহে। বিশেষতঃ কর্ম্ম অজ্ঞানসম্ভূত এবং অজ্ঞানের দ্বারা তাহার বৃদ্ধি হইয়া থাকে; যে যাহা হইতে জাত এবং বর্দ্ধিত, সে তাহার নিবর্ত্তক হইতে পারে না। তাই বলিয়া কর্ম্মানুষ্ঠান ব্যর্থ হয় না; কর্ম্ম চিত্তশুদ্ধি সম্পাদন-পুরঃসর জ্ঞান উৎপাদন করিয়া দেয়; সেই তত্ত্বজ্ঞান একমাত্র মুক্তির সাধন; ভগবান্ অক্ষপাদও তদীয় দর্শনে "তত্ত্বজ্ঞানান্ নিঃশ্রেয়সাধিগমঃ" এই প্রথম-সূত্রেই তত্ত্বজ্ঞানকে মোক্ষসাধন বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। ভগবান্ শ্রীশঙ্করা-চার্য্য এই তত্ত্বজ্ঞানের উপদেশ দিয়া মুক্তির পথ প্রশস্ত করিয়া দিয়াছেন।

শঙ্কর-প্রাদুর্ভাব।

কালক্রমে ভারতে সনাতন আর্য্যবর্ণাশ্রমধর্ম্মের উপর ঘোরতর কুঠারাঘাত হইল; বৌদ্ধ-জৈন-প্রমুখ নাস্তিকবৃন্দ সনাতন বেদের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করিয়া নবীন মত প্রচার করিতে লাগিল। পৃথিবীর প্রায় এক চতুর্থভাগ লোক সেই ধর্ম্মে দীক্ষিত হইল। এমন কি অনেক নৃপতি সেই ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া বলপূর্ব্বক প্রজাদিগকে সেই ধর্ম্মদীক্ষা প্রদান করিলেন; তদানীং বর্ণাশ্রমধর্ম্ম বিধ্বস্ত, বেদবিহিত কর্ম্মানুষ্ঠান বিলুপ্ত এবং সদাচার তিরোহিত হইতে লাগিল। কেবল ব্রাহ্মণগণ সনাতন বর্ণাশ্রমধর্ম্মের রক্ষার জন্য লোকালয় পরিত্যাগপূর্ব্বক পুলিনে, গহন বিপিনে, পর্ব্বতকন্দরে অবস্থান করিতে লাগিলেন। কেহই তাহাদের

প্রবলবেগের সম্মুখে দাঁড়াইতে সমর্থ হইলেন না। তখন আর ভগবান্ স্থির থাকিতে পারিলেন না; তাঁহার হৃদয়ে অধর্ম্মের ঘোরতর প্রতিঘাত হইতে লাগিল। তিনি যে—"যদা যদাহি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত! অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম॥ পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্। ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥" এই প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, তখন তাহা স্মৃতিপথে সমারূঢ় হইল। অবিলম্বে দাক্ষিণাত্য কেরলদেশ নিজ জন্মদ্বারা অলঙ্কৃত করিলেন। ঘোর অমানিশার মধ্যে যেন উষার ক্ষীণালোক দেখা দিল। শুক্লপক্ষীয় শশধরের ন্যায় বালক দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। বদনমণ্ডলে যেন মূর্ত্তিমতী প্রতিভা লীলা করিতে লাগিল; অল্পকাল মধ্যেই বালক বেদাদিবিদ্যায় পারদর্শী হইলেন। কিন্তু তাঁহার সংসারের প্রতি সাতিশয় বৈরাগ্য জন্মিল; তিনি সর্ব্বদাই সংসারের অনিত্যতা দর্শন করিতে লাগিলেন। অবশেষে সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণই তাঁহার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হইল। কিন্তু তিনি দেখিলেন,—তাঁহার বিধবা জননী সন্ন্যাসের পরিপন্থিনী। তখন তিনি এক উপায় অবলম্বন করিয়া জননীর অনুমতি লইয়া সর্ব্বোত্তম সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন। যদ্যপি "যদহরেব বিরজ্যেৎ তদহরেব প্রব্রজেৎ" এই শ্রুতিদ্বারা তীব্রবৈরাগ্যশালী পুরুষ কাহারও অপেক্ষা না করিয়া তৎক্ষণাৎ সন্ন্যাসগ্রহণ করিবেন, যদি চ ভগবৎপাদ ইহা অবগত ছিলেন, তথাপি তিনি লোকশিক্ষার জন্য মাতার আদেশ প্রতিপালন করিয়াই সন্ন্যাসগ্রহণ করিলেন। জগতে পিতামাতার ন্যায় গুরু আর কেহ নাই, ইহা জগদ্বাসীদিগকে শিক্ষা দিবার জন্যই তিনি এইরূপ রীতি অবলম্বন করিয়াছিলেন।

অনন্তর ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য গোবিন্দপাদের নিকট শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়া গুরুলব্ধ বিদ্যার প্রকর্ষ প্রদর্শন করিলেন এবং গুরুর পূজা ও সেবা করিয়া সকলকে তাহা শিক্ষা দিলেন। তাহার পর তিনি ৺কাশীধামে অবস্থান করিয়া শিষ্যদিগকে বেদান্তের উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। এইরূপে তিনি উপনিষদ্‌ভাষ্য, ব্রহ্মসূত্রভাষ্য ও গীতাভাষ্য এবং নানাবিধ গ্রন্থ রচনা করিয়া বেদান্তের মুখ্য তাৎপর্য্য জনগণসমীপে প্রকটিত করিয়াছেন। যে সনাতন বর্ণাশ্রমধর্ম্ম একদা বৌদ্ধবিপ্লবে মলিনভাব ধারণ করিয়াছিল, এমন কি সনাতন আর্য্যধর্ম্মের নাম লুপ্তপ্রায় হইয়াছিল, এ হেন দুঃসময়ে ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য আবির্ভূত হইয়া কুমারিকা হইতে হিমাদ্রি পর্য্যন্ত সমগ্র ভূখণ্ড বর্ণাশ্রমধর্ম্মের দুন্দুভিনাদে মুখরিত করিলেন। ভারতের চারিপ্রান্তে দুর্গস্বরূপ চারিটি মঠ সংস্থাপন পূর্ব্বক স্বয়ং

শৃঙ্গেরীমঠে অবস্থানপূর্ব্বক প্রধান প্রধান শিষ্যগণকে অন্য মঠে স্থাপন করিলেন। যেথানে বৌদ্ধগণ বুদ্ধমন্দির নির্ম্মাণ করিয়া বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন, ভগবৎপাদ সেইস্থানে বিষ্ণুমন্দির কিংবা শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া বর্ণাশ্রমধর্ম্মের স্তম্ভরোপণ করিলেন এবং ঘোরতর তর্কযুক্তি ও শাস্ত্রবলে নাস্তিকদিগের দর্পচূর্ণ করিলেন।

যে মহাত্মা এইরূপ ভীষণ সময়ে প্রাদুর্ভূত হইয়া দুর্দ্দশাগ্রস্ত সুবিমল আর্য্যধর্ম্ম-শশাঙ্ককে বৌদ্ধজৈনরাহুর করালবদন হইতে মুক্ত করিয়াছেন, যিনি শ্রুতির যথার্থ তাৎপর্য্য প্রকাশিত করিয়া লোকের মুক্তিমার্গ প্রশস্ত করিয়া দিয়াছেন, যিনি গুরুশিষ্যভাব, পঞ্চদেবতার উপাসনা প্রভৃতির পুনরায় প্রচার করিয়াছেন, সেই মহাত্মা কোন্ ব্যক্তির না পূজ্য? কিন্তু কোন কোন আধুনিক গ্রন্থকার বা তদনুসারী ব্যক্তিগণ সেই ভগবৎপাদের উপর নানাবিধ দোষ অর্পণ করিয়া থাকে; এমন কি ভগবৎপাদের উপর বিষম কটাক্ষপাত করিতেও কুণ্ঠিত হয় না। আমরা সেই সমস্ত লোকের সাহস দেখিয়া বিস্মিত হই। অবশ্য মহাজনের সহিত বিরোধও বাঞ্ছনীয়; কিন্তু যাহারা প্রকৃত তত্ত্বের অপলাপ করিয়া নিজের প্রতি,ার জন্য কষ্টকল্পনা দ্বারা শাস্ত্রের অন্যরূপ ব্যাখ্যা দ্বারা সাধুপ্রকৃতি জনগণের হৃদয়ে বিবিধ সন্দেহ উপস্থাপিত করে এবং লোককে প্রকৃতমার্গ হইতে অসৎপথে চালিত করে, তাহারা যে সমাজদ্রোহী ও ধর্ম্মদ্রোহী, তাহাতে কিছুমাত্রও সন্দেহ নাই। কেবল তর্কযুক্তিকে আশ্রয় করিয়া বস্তু নিরূপণ করা যায় না; আজ যে তার্কিক তর্কবলে একটি পদার্থ স্থির করিলেন এবং তাহাই অভ্রান্ত বলিয়া ঘোষণা করিলেন, আর কিছুদিন পরে তদপেক্ষা অপর বলবান্ তার্কিক তাহার খণ্ডন করিলেন। এইরূপে কেবল তর্কবলে কোন পদার্থ নির্ণীত হয় না, বরং অনবস্থা চলিয়া যায়। তজ্জন্য ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য গভীর গবেষণা দ্বারা স্থির করিলেন,—তর্কের যথন একত্র অবস্থিতি নাই, তথন তাহাকেই একমাত্র প্রমাণ না বলিয়া, যাহা অপৌরুষেয়, অভ্রান্ত, যাহাতে ভ্রান্তি, প্রমাদ প্রভৃতি পুরুষদোষ লেশমাত্রও স্পর্শ করে নাই, এবংবিধ আপ্তবাক্যকে প্রকৃষ্ট প্রমাণ বলা যাইতে পারে। বিশেষতঃ অলৌকিক বিষয়ে প্রত্যক্ষ ও অনুমানের প্রসার নাই, একমাত্র আপ্তবাক্য তথায় সফলতা লাভ করে। সেই আপ্তবাক্য—বেদ। বেদানুসারী বলিয়া ঋষিগণের বাক্যকে আপ্তবাক্য বলা হইয়া থাকে। এই অলৌকিক তত্ত্ব একমাত্র বেদ দ্বারা অধিগত হওয়া যায়, তর্ক তাহার সহায়তা করে মাত্র। প্রমাণ,—আগম

—বেদবেদান্ত; তর্ক তাহার ইতিকর্ত্তব্যতাস্থানীয়। অবলম্বনীয় প্রমাণের অভাব হইলে, তর্ক কোথায় আশ্রয় লাভ করিবে? এইজন্যই তিনি অপৌরুষেয় বেদের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন এবং সেই বেদের যথার্থ তাৎপর্য্য নির্ণয় করিয়া, মানবহৃদয়ের অজ্ঞান দূর করিয়া দিয়াছেন। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য যেমন বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণের জন্য ভাষ্যাদি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন, সেইরূপ স্বল্পধী ব্যক্তি যাহাতে অল্পপ্রয়াসে সমগ্র বেদান্তের অভিপ্রায় বুঝিতে পারে, তজ্জন্য তিনি সরলভাবে অনেক গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, তন্মধ্যে এই গ্রন্থখানি বিশেষ রূপে উল্লেখযোগ্য।

এই গ্রন্থখানি শঙ্কর-কৃত।

এই "সর্ব্ববেদান্তসিদ্ধান্তসারসংগ্রহ"-নামক গ্রন্থখানি শ্রীশঙ্করাচার্য্যকৃত গ্রন্থসমূহের মধ্যে অন্যতম উপাদেয় গ্রন্থ। এই গ্রন্থে ভগবৎপাদ বেদান্তের প্রায় যাবতীয় সিদ্ধান্ত সংক্ষিপ্ত অথচ সরলভাবে বিবৃত করিয়াছেন। জিজ্ঞাসু সরলবিশ্বাসী মানব কেবল এই একখানি গ্রন্থের সাহায্যে বেদান্তের অনেক বিষয় অবগত হইতে সমর্থ হইবেন। ইহাতে বিষয়গুলি অতি পরিপাটীরূপে যথাক্রমে উপন্যস্ত হইয়াছে। মঙ্গলাচরণের পর সাধন-চতুষ্টয়ের বিষয় উল্লেখিত হইয়াছে, কামের স্বরূপ বর্ণন পূর্ব্বক যমের সহিত তাহার তুলনা করিয়া, যমের অপেক্ষা কামের ভীষণতা প্রদর্শিত হইয়াছে। অনন্তর সঙ্কল্পত্যাগই যে কামবিজয়ের একমাত্র উপায়, তাহা বিশেষরূপে নিরূপিত হইয়াছে। লোকে ধনের উপর অত্যন্ত অনুরক্ত হইয়া তাহাকেই সারভূত বস্তু বিবেচনা করে; এই গ্রন্থে ভগবৎপাদ সেই ধনে বৈরাগ্যোৎপাদনের জন্য তাহার দোষ উদ্ঘাটিত করিয়াছেন। তত্রত্য একটি শ্লোক এখানে উদ্ধৃত হইল—

> রাজ্ঞো ভয়ং চৌরভয়ং প্রমাদাদ্
> ভয়ং তথা জ্ঞাতিভয়ঞ্চ বস্তুতঃ।
> ধনং ভয়গ্রস্তমনর্থমূলং
> যতঃ সতাং তন্ন সুখায় কল্পতে॥

তাহার পর বৈরাগ্যের ফল বর্ণন পূর্ব্বক শম দম প্রভৃতির স্বরূপ বর্ণন করিয়াছেন, সাধন চতুষ্টয়ের অন্তর্গত উপরতি-শব্দবাচ্য সন্ন্যাস তাহার অন্যতম; ইহাতে সন্ন্যাসের স্বরূপ উত্তমরূপে প্রতিপাদিত হইয়াছে এই সমস্ত সাধন নির্ণয় করিয়া বস্তুতঃ ব্রহ্ম ব্যতীত সমস্ত পদার্থ মিথ্যা,—রজ্জুতে সর্পের ন্যায় অধ্যস্ত,—

বাস্তবিক পক্ষে তাহাদের আর পৃথক্ সত্তা নাই, ইহা নিরূপিত হইয়াছে। প্রত্যক্ষ প্রমাণের সহিত শ্রুতির বিরোধ ঘটিলে, শ্রুতিই বলবতী ইহা প্রদর্শিত হইয়াছে। তাহার পর আত্মা ও অনাত্মার অবিবেকই ভ্রান্তির কারণ ; অজ্ঞানের মূলকারণত্ব এবং অজ্ঞানের অস্তিত্বে শ্রুতি, যুক্তি ও অনুভব প্রভৃতি কারণ, তাহা নিরূপিত হইয়াছে। জীব, ঈশ্বর ও ব্রহ্মের স্বরূপ নির্ণয় করিয়া পরব্রহ্মে অধ্যস্ত ভূতসমূহ, ইন্দ্রিয়বর্গ, লিঙ্গশরীর, অন্তঃকরণ ও পঞ্চকোশ প্রভৃতির স্বরূপ সম্যক্‌রূপে বিবেচিত হইয়াছে। আত্মজ্ঞানই মুক্তির কারণ ইহা প্রদর্শন পূর্ব্বক বাদিগণের অভিমত আত্মস্বরূপ দেখাইয়া যুক্তি ও শ্রুতি দ্বারা তাহা খণ্ডিত হইয়াছে। অনন্তর আত্মার আনন্দস্বরূপতা, আত্মভিন্ন পদার্থের সুখরূপতানিরাস এবং আত্মার অদ্বিতীয়ত্ব নিরূপণ করিয়াছেন। তাহার পর 'তত্ত্বমসি'—বাক্যে তৎ ও ত্বং পদার্থের নিরূপণ করিয়া লক্ষ্যার্থ নিরূপণ করিয়াছেন এবং অখণ্ডার্থে বেদান্তের তাৎপর্য্য প্রদর্শন করিয়া অখণ্ডার্থ কি তাহা দেখাইয়াছেন। অনন্তর অধিকারি-নিরূপণ, শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন ও সমাধির স্বরূপ নিরূপণ করিয়া অষ্টাঙ্গযোগের স্বরূপ বর্ণনা করিয়াছেন এবং পরিশেষে জ্ঞানের মুক্তি-হেতুত্ব প্রদর্শন করিয়া জ্ঞানের অবস্থা প্রদর্শন করিয়াছেন। এই-রূপে অতি সংক্ষেপে অতি সরল ভাষায় সমস্ত বিষয় গুরুশিষ্য-সংবাদচ্ছলে অতি উত্তমরূপে প্রতিপাদিত হইয়াছে। ইহার রচনার পারিপাট্য এবং লেখার কৌশল দেখিলে চমৎকৃত হইতে হয়। শ্লোকগুলি সহজ কাব্যের ন্যায় অতি মধুর। এই সুন্দর গ্রন্থখানি আয়ত্ত করিয়া রাখিলে বেদান্তের প্রায় সমস্ত বিষয়ের বর্ণনা করিবার সামর্থ্য জন্মে।

কিন্তু কেহ কেহ এই উপাদেয় গ্রন্থখানিকে শঙ্কর-প্রণীত বলিতে প্রস্তুত নহেন। তাঁহারা বলেন,—এই গ্রন্থে যেরূপ শ্লোক দেখা যায়, তাহা আধুনিক বলিয়া বোধ হয়। অপিচ যে সমস্ত সিদ্ধান্ত তৎকালে স্ফুটভাবে প্রকাশিত হয় নাই, তাহা ইহাতে বিশদভাবে বর্ণিত আছে। যদি শঙ্করাচার্য্য স্বয়ংই এই সমস্ত সিদ্ধান্ত ব্যক্ত করিয়া দিয়া থাকিবেন, তবে তাহা লইয়া পরবর্ত্তী আচার্য্যগণের বিপ্রতিপত্তি উপস্থিত হইবেই বা কেন? এতদ্ভিন্ন এ গ্রন্থখানির রচনা শঙ্করাচার্য্য কৃত অন্যান্য গ্রন্থের রচনা হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। তাঁহারা এবংবিধ যুক্তিবলে এই গ্রন্থখানি শঙ্কর-প্রণীত বলিতে সম্মত নহেন। ইহার উত্তরে আমরা বলি,—এ পুস্তকখানিতে যেরূপ সুন্দরভাবে বেদান্তের বিষয়গুলি সন্নি-বেশিত হইয়াছে এবং সরলভাবে সুন্দর শ্লোকে লিখিত হইয়াছে, তাহাতে এই

গ্রন্থখানি একজন বিশিষ্ট অভিজ্ঞব্যক্তির রচিত বলিয়া বোধ হয়। বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া দেখিলে জানিতে পারা যায় যে, শঙ্করের অন্যান্য গ্রন্থের সহিত ইহার অনেকাংশে সাদৃশ্য আছে। শঙ্করের সমস্ত গ্রন্থের ভাষা অতি পরিপাটী এবং কাব্যের রচনা অপেক্ষা মধুর; তাই বলিয়া আধুনিক বলা চলে না। পরবর্ত্তী আচার্য্যগণ শঙ্করের এক একটি বাক্য উদ্ধৃত করিয়া ইহাই শঙ্করের মত বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন, এই কারণে যে তৎকালে এই গ্রন্থ ছিল না, ইহা বলার কি যুক্তি আছে? অপিচ শৃঙ্গেরী মঠ ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের প্রধান মঠ; তথায় তিনি অবস্থান করত এই সমস্ত গ্রন্থ শিষ্যদিগকে পড়াইতেন, অবিচ্ছিন্নভাবে সম্প্রদায় পরম্পরায় যে গ্রন্থ চলিয়া আসিতেছে, তাহা উপেক্ষা করিয়া যাহা কিছু প্রতিপাদন করিবার কি কারণ বিদ্যমান আছে? ভূতপূর্ব্ব শৃঙ্গেরী মঠের শঙ্করস্বামী একজন পরমযোগী ও গভীর পণ্ডিত ছিলেন, বিষয়বাসনা তাঁহার হৃদয়ে বিন্দুমাত্রও ছিল না। যাঁহারা সেই মহাত্মাকে একবার দর্শন করিয়াছেন, তাঁহারা বুঝিয়াছেন যেন শঙ্কর পুনরায় ভূমিতলে অবতীর্ণ হইয়াছেন। সেই মহাত্মার তত্ত্বাবধানে শৃঙ্গেরী মঠ হইতে যে শঙ্করগ্রন্থ সমূহ প্রকাশিত হইয়াছে তন্মধ্যে এই গ্রন্থখানিও সন্নিবেশিত হইয়াছে; যদি এইগ্রন্থ শঙ্করপ্রণীত না হইত, তাহা হইলে পরমযোগী জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ সুধীপ্রবর শৃঙ্গেরীমঠ-স্বামী অপরের পুস্তক শঙ্করপ্রণীত গ্রন্থনিচয়ের মধ্যে সন্নিবেশিত কেন করিবেন? এই গ্রন্থখানি শঙ্করের না হইলেও কি তাঁহার গৌরবের কিছুমাত্র হানি হইত? অপিচ, অপর কোন ব্যক্তি এইরূপ একখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ রচনা করিয়া স্বীয় নাম গোপন পূর্ব্বক অপরের নামে প্রকাশ করিবেন বা কেন? তিনিই একমাত্র এই গ্রন্থখানি রচনা করিয়া সুধীসমাজে সুপরিচিত হইতে পারিতেন। এতদিন বঙ্গদেশে এ গ্রন্থখানির প্রচার ছিল না; কেহই এগ্রন্থবিষয়ে সংবাদ রাখেন না; যাঁহারা কেবল প্রচার না দেখিয়াই—এই গ্রন্থ শঙ্করের নহে, ইহা বলিয়া থাকেন, বস্তুতঃ তাঁহাদের অনুকূলে যুক্তি নাই। ভগবৎপাদকৃত গ্রন্থসমূহ পাঠ করিলে জানিতে পারা যায় যে,- যাঁহারা বিচার-সমর্থ এবং সুবুদ্ধি তাঁহাদের পক্ষে উপনিষদ-ভাষ্য, ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্য ও গীতাভাষ্য বিশেষ উপযোগী, কিন্তু যাঁহারা সেই সমস্ত গ্রন্থ অধ্যয়ন করিতে অসমর্থ, তাঁহাদের পক্ষে "সর্ব্ববেদান্তসিদ্ধান্তসার-সংগ্রহ" প্রভৃতি গ্রন্থ বিশেষ কার্য্যকারী হইবে, এই অভিপ্রায়ে তিনি দ্বিবিধ গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। যাঁহারা শক্তিশালী পুরুষ, তাঁহারা লোকহিতের জন্য নানাবিধ রচনা করিতে পারেন তাই বলিয়া এগ্রন্থ অপরপ্রণীত ইহা বলায় স্বকীয় অসামর্থ্যেরই পরিচয়

দেওয়া হয়। এ সমস্ত দৃঢ় প্রমাণ থাকিতে কেহ যদি ইহা শঙ্করকৃত বলিতে আপত্তি করেন, তাহা হইলে আমরা তাঁহাদের আগ্রহের জন্য 'তথাস্তু' বলিতে প্রস্তুত আছি। এ গ্রন্থের রচয়িতা যিনি হউন না কেন, ইহাতে বেদান্তের বিষয় যেরূপ সুন্দর ও সরল ভাবে বিবৃত আছে, তাহাতে পাঠকগণ অবশ্য "নমু বক্তৃ-বিশেষ-নিঃস্পৃহা গুণগৃহ্যা বচনে বিপশ্চিতঃ" এই নীতির অনুসরণ করিয়া ইহার সমাদর করিবেন ; সন্দেহ নাই।

পুস্তকের আদর্শ।

আমরা এই পুস্তকের অনুবাদে দুইখানি মুদ্রিত পুস্তকের সাহায্য লাভ করিয়াছি। তন্মধ্যে একখানি শ্রীরঙ্গম্ বাণীবিলাস প্রেস্ হইতে মুদ্রিত, অপর খানি মহীশূর ওরিএন্টাল্ লাইব্রেরি হইতে প্রকাশিত। আমরা উল্লিখিত উভয় পুস্তকেরই সাহায্য পাইয়াছি ; তথাপি প্রথমোক্ত পুস্তকখানির বিশেষরূপ অনুসরণ করিয়াছি। কারণ উক্ত পুস্তক খানি শৃঙ্গেরী মঠের স্বামীজী মহারাজের তত্ত্বাবধানে প্রকাশিত হইয়াছে। তথাপি অনেক শ্লোক মূল হস্তলিখিত পুস্তক হইতে যথাযথভাবে উদ্ধৃত হইয়াছে বলিয়া বোধহয় না ; কারণ অনেক শ্লোকের অর্থে কষ্ট কল্পনা করিতে হইয়াছে। উভয় পুস্তকের পাঠ দেখিয়া যতদূর সম্ভব, সমীচীন পাঠ সংযোজিত হইয়াছে।

অনুবাদকের পরিচয়।

কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের প্রধান ধর্ম্মশাস্ত্রাধ্যাপক পরম শ্রদ্ধেয় পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ মহাশয় প্রথমে এই পুস্তকের অনুবাদের ভার গ্রহণ করেন ; কিয়দংশের অনুবাদ করিয়া তিনি পীড়িত হ'ন ; পরে তাঁহারই ইচ্ছানুসারে লোটাস্লাইব্রেরীর স্বত্বাধিকারী ও অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বাবু অনিলচন্দ্র দত্ত মহাশয় আমারই উপর এই কার্য্যের ভার অর্পণ করেন। যদিও আংশিক ভাবেগ্রন্থানুবাদে আমার বিন্দুমাত্রও প্রবৃত্তি ছিল না, তথাপি অনিলবাবুর কার্য্য বলিয়া এ ভার গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলাম। তর্কভূষণ মহাশয় লব্ধপ্রতিষ্ঠ পণ্ডিত ; যদিও তাঁহার অনুবাদের সহিত আমার অনুবাদের সামঞ্জস্য থাকিতে পারে না, তথাপি মাদৃশ ক্ষুদ্র ব্যক্তির এই নবীন উৎসাহের প্রতি পাঠকগণের কিঞ্চিন্মাত্র দৃষ্টিপাত হইলে, এই দীন লেখক পাঠকবর্গের হস্তে আরও অনেক গ্রন্থ অর্পণ করিতে সমর্থ হইবে। এই গ্রন্থে সর্ব্বসমেত ১০০৬টী শ্লোক আছে ;

তন্মধ্যে ২৭২টি শ্লোকের অনুবাদক তর্কভূষণ মহাশয় ; অবশিষ্ট শ্লোকের অনুবাদ আমাকেই করিতে হইয়াছে। আক্ষরিক অনুবাদ করিতে গিয়া অনেক স্থলে ভাষার পারিপাট্য রক্ষিত হয় নাই। অনেক পারিভাষিক শব্দের প্রতিশব্দ দিবার চেষ্টা করা হইয়াছে ; কিন্তু সকলস্থলে অর্থ পরিস্ফুট না হইতেও পারে। আমার এই প্রথম অনুবাদে ত্রুটি থাকিবারই বিশেষ সম্ভাবনা ; পাঠকবর্গ নিরপেক্ষ ভাবে বিচার করিয়া, ইহার দোষগুণ আমাকে জানাইলে কৃতার্থ হইব।

প্রকাশকের পরিচয়।

লোটাস্ লাইব্রেরীর স্বত্বাধিকারী ও অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বাবু অনিলচন্দ্র দত্ত মহাশয় বিশেষ পরিশ্রমের সহিত এই সমস্ত শাস্ত্রীয় গ্রন্থের প্রচারে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। তাঁহার এইরূপ উদ্যম যে সাতিশয় প্রশংসার বিষয়, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। যে সমস্ত গ্রন্থ বঙ্গভাষায় এইরূপ ভাবে প্রকাশিত হয় নাই, অনিল বাবু সেই সমস্ত গ্রন্থ সাধারণের সুখপাঠ্য করিয়া দিতেছেন। ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি, এবং কায়মনোবাক্যে আশীর্ব্বাদ করি, শ্রীযুক্ত অনিলবাবু দীর্ঘজীবন লাভ করিয়া দেশের ও সমাজের অশেষবিধ কল্যাণ সাধন করুন ইতি।

কলিকাতা

নিবেদক —
শ্রীঅক্ষয়কুমার শর্ম্মা,

বিষয়-সূচী।

সর্ব্ববেদান্ত-সিদ্ধান্ত-সার-সংগ্রহঃ।

মঙ্গলাচরণম্—

অখণ্ডানন্দ-সন্দোহো * বন্দনাদ্ যস্য জায়তে।
গোবিন্দং তমহং বন্দে চিদানন্দতনুং গুরুম্ ॥ ১

অন্বয়। যস্য (যাঁহার) বন্দনাৎ (উপাসনা দ্বারা) অখণ্ডানন্দসম্বোধঃ (অপরিচ্ছিন্ন সুখের সাক্ষাৎকার) জায়তে (হইয়া থাকে) চিদানন্দতনুং (চৈতন্য ও আনন্দের মূর্ত্তিস্বরূপ) তং (সেই) গোবিন্দং (গোবিন্দনামক) গুরুং (গুরুকে) অহং (আমি) বন্দে (বন্দনা করিতেছি)॥ ১

অনুবাদ। যাঁহার উপাসনা করিলে অবিনশ্বর সুখের অনুভব হয়, চৈতন্য ও আনন্দের বিগ্রহস্বরূপ সেই গোবিন্দ-নামক গুরুকে আমি বন্দনা করিতেছি॥ ১

অখণ্ডং সচ্চিদানন্দমবাঙ্‌মনসগোচরম্।
আত্মানমখিলাধারমাশ্রয়ে২ভীষ্টসিদ্ধয়ে॥ ২

অন্বয়। অখণ্ডং (অবিনাশী) সচ্চিদানন্দং (সৎ চিৎ ও আনন্দস্বরূপ) অবাঙ্মনসগোচরং (বাক্য ও মনের অতীত) অখিলাধারং (বিশ্বের আশ্রয়) আত্মানং (আত্মাকে) অভীষ্টসিদ্ধয়ে (অভীষ্টসিদ্ধির জন্য) আশ্রয়ে (আমি আশ্রয় করিতেছি)॥ ২

অনুবাদ। যাঁহার বিনাশ নাই, যিনি পরমার্থসৎ, যিনি জ্ঞান-স্বরূপ ও আনন্দ এবং যিনি চরাচর প্রপঞ্চের আশ্রয়, সেই ব্রহ্মকে আমি আশ্রয় করিতেছি, সেই ব্রহ্ম বাক্য এবং মনের অগোচর॥ ২

* অখণ্ডানন্দ-সংবোধঃ ইতি বা পাঠঃ।

যদালম্বো দরং হন্তি সতাং প্রত্যূহসম্ভবম্।
তদালম্বে দয়ালম্বং লম্বোদর-পদাম্বুজম্॥ ৩

অন্বয়। যদালম্বঃ (যাহার অবলম্বন) সতাং (সজ্জনগণের) প্রত্যূহসম্ভবং (বিঘ্ন হইতে সমুৎপন্ন) দরং (ভয়কে) হন্তি (হনন করিয়া থাকে) তৎ (সেই) দয়ালম্বং (করুণার আধার) লম্বোদর-পদাম্বুজং (গণেশের চরণ-পদ্মকে) আলম্বে (আমি অবলম্বন করিতেছি)॥ ৩

অনুবাদ। যাঁহাকে অবলম্বন করিলে, সজ্জনগণের বিঘ্ন হইতে সমুৎপন্ন ভয়ের নিবৃত্তি হয়, করুণার আধার সেই গণেশ-পাদপদ্মকে আমি অবলম্বন করিতেছি॥ ৩

অর্থতোঽপ্যদ্বয়ানন্দমতীত-দ্বৈত-লক্ষণম্।
আত্মারামমহং বন্দে শ্রীগুরুং শিব-বিগ্রহম্॥ ৪

অন্বয়। অর্থতঃ (বাস্তব পক্ষে) অপি (ও) অদ্বয়ানন্দং (দ্বৈতবর্জ্জিত আনন্দ-স্বরূপ) অতীত-দ্বৈত-লক্ষণম্ (অবিদ্যাবিনির্ম্মুক্ত) আত্মারামং (একমাত্র আত্মাতেই অনুরক্ত) শিববিগ্রহং (সাক্ষাৎ শিবস্বরূপ) শ্রীগুরুং (শ্রীগুরুদেবকে) অহং (আমি) বন্দে (বন্দনা করিতেছি)॥ ৪

অনুবাদ। নামেও যিনি অদ্বয়ানন্দ অথচ অর্থতঃও যিনি দ্বৈতভাব-বর্জ্জিত, আনন্দময় অবিদ্যা হইতে বিনির্ম্মুক্ত সাক্ষাৎ শিবমূর্ত্তিধারী আত্মমাত্রানুরক্ত সেই শ্রীগুরুদেবকে আমি বন্দনা করিতেছি॥ ৪

মন্তব্য। এই শ্লোকে 'অতীত-দ্বৈত-লক্ষণ' এই পদটি বহুব্রীহিসমাস-নিষ্পন্ন, যাঁহার দ্বৈত-লক্ষণ অতীত হইয়াছে—তাঁহাকেই অতীতদ্বৈতলক্ষণ কহা যায়। দ্বৈতলক্ষণ এই শব্দটির অর্থ, অজ্ঞান বা অবিদ্যা, দ্বৈত অর্থাৎ এই পরিদৃশ্যমান প্রপঞ্চ যাঁহার লক্ষণ অর্থাৎ অনুমাপক হেতু, এই প্রকার ব্যুৎপত্তি দ্বারা দ্বৈতলক্ষণ এই পদটি সিদ্ধ হইয়াছে বলিয়াই দ্বৈতলক্ষণ শব্দটির অর্থ এই স্থলে অবিদ্যা বা অজ্ঞান হইতেছে। কার্য্য দেখিয়াই লোকে কারণের অনুমান করিয়া থাকে। ইহা লোক-প্রসিদ্ধ; অদ্বৈতবাদীর মতে এই বিশ্বপ্রপঞ্চ অবিদ্যারই কার্য্য; এই কারণে দ্বৈতরূপ কার্য্যের দ্বারা তাহার কারণ যে অজ্ঞান, তাহার অনুমান করা যাইতে পারে। এই শ্লোকটি পাঠ করিলে এরূপ শঙ্কা হইতে পারে যে, আচার্য্য

শঙ্করের অদ্বয়ানন্দ-নামক আর একজন গুরু ছিলেন ; কারণ, প্রথম শ্লোকে তিনি গোবিন্দ-নামক গুরুকে নমস্কার করিয়া আবার যখন 'অদ্বয়ানন্দ শ্রীগুরুকে বন্দনা করিতেছি' বলিয়া এই চতুর্থ শ্লোকের দ্বারা গুরু বন্দনা করিতেছেন, ইহা দ্বারা ইহাই সম্ভবপর হয় যে, আচার্য্য শঙ্করের গোবিন্দ এবং অদ্বয়ানন্দ নামে দুইজন অদ্বৈতবিদ্যার উপদেষ্টা গুরু ছিলেন—নহিলে ভিন্ন ভিন্ন নাম দিয়া—দুইটি শ্লোকে তিনি দুইবার গুরুবন্দনা করিবেন কেন?—আমার বিবেচনায় কিন্তু এই প্রকার সিদ্ধান্ত করা সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না—কারণ, অত্যন্ত ভক্তিবশতঃ মঙ্গলাচরণের উপক্রমে এবং উপসংহারে দুইবার একই গুরুকে বন্দনা করিয়া, শঙ্কর কোন প্রকার শাস্ত্রবিরুদ্ধ কার্য্য করিয়াছেন, ইহা বলিতে পারা যায় না। তাহার পর অদ্বয়ানন্দ এই পদটি আচার্য্যের গুরু গোবিন্দের উপাধি এই প্রকার ধরিয়া লইলেও গোল চুকিয়া যায়। নিরুপাধিক নাম দ্বারা গুরুকে স্মরণ করিয়া,পূর্ব্ব শ্লোকে গুরু বন্দনা করা হইয়াছে; ইহাতে গুরুর প্রতি ঈষৎ অসম্মান সূচিত হইতে পারে—ইহা ভাবিয়া তাহারই প্রতিবিধান করিবার জন্য গুরুর প্রসিদ্ধ উপাধির উল্লেখপূর্ব্বক এই চতুর্থ শ্লোকে বন্দনা করিয়া আচার্য্য শঙ্কর উপযুক্ত কার্য্যই করিয়াছেন, এই প্রকার ভাব বর্ণন করিলে কোন ক্ষতিই দেখিতে পাওয়া যায় না। কেহ কেহ বলেন,—শ্রীগুরু এই শব্দটির দ্বারা গুরুর গুরুই অভিহিত হইয়া থাকেন, তাঁহাদের মতে আচার্য্য শঙ্কর প্রথম শ্লোকে নিজ গুরুর বন্দনা করিয়া, এই চতুর্থ শ্লোকের দ্বারা গুরুর গুরুর অর্থাৎ পরমগুরুর বন্দনা করিতেছেন। শ্রীগুরু বলিলে পরম গুরুকে বুঝা যায় এই প্রকার কোন দৃঢ়তর প্রমাণ না থাকায়, আমরা এই মতের সমর্থন করিতে পারি না।

বেদান্ত-শাস্ত্র-সিদ্ধান্ত-সারসংগ্রহ উচ্যতে।
প্রেক্ষাবতাং মুমুক্ষূণাং সুখবোধোপপত্তয়ে॥ ৫

অন্বয়। প্রেক্ষাবতাং মুমুক্ষূণাং (বিবেকসম্পন্ন মোক্ষার্থিগণের) সুখ-বোধোপপত্তয়ে (অনায়াসে জ্ঞানলাভের জন্য) বেদান্তশাস্ত্র-সিদ্ধান্ত-সারসংগ্রহঃ (বেদান্ত-শাস্ত্রের সারভূত সিদ্ধান্তসমূহ) উচ্যতে (বলা হইতেছে)॥ ৫

অনুবাদ। সদসদ্‌বিবেকশালী মোক্ষার্থী যতিগণের—অনায়াসে বোধলাভের জন্য আমি বেদান্তশাস্ত্রের সারস্বরূপ সিদ্ধান্তসমূহ বলিতেছি॥ ৫

অনুবন্ধ-চতুষ্টয়ম্।

অস্য শাস্ত্রানুসারিত্বাৎ অনুবন্ধ-চতুষ্টয়ম্।
যদেব মূলং শাস্ত্রস্য নির্দ্দিষ্টং তদিহোচ্যতে ॥ ৬

অন্বয়। যদেব (যাহাই) শাস্ত্রস্য (শাস্ত্রের) মূলং (প্রধান) অনুবন্ধচতুষ্টয়ং (চারিটি আরম্ভহেতু) নির্দ্দিষ্টম্ (উক্ত হইয়াছে) অস্য (এইগ্রন্থের) শাস্ত্রানুসারিত্বাৎ (শাস্ত্রের অনুসারেই রচিত হওয়া প্রযুক্ত) তৎ (সেই চারিটি অনুবন্ধই) ইহ (এই গ্রন্থে) উচ্যতে (কথিত হইতেছে) ॥ ৬

অনুবাদ। বেদান্তশাস্ত্রের আরম্ভহেতু বলিয়া যে চারিটি বস্তু নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, এই গ্রন্থও বেদান্তশাস্ত্রের অনুসারে বিরচিত হইয়াছে বলিয়া এই গ্রন্থেও সেই চারিটি আরম্ভহেতুই বলা যাইতেছে ॥ ৬

মন্তব্য। কোন একটি শাস্ত্রের আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে ঐ শাস্ত্রের দ্বারা কি প্রয়োজন সিদ্ধ হয়? কাহার জন্য ঐ শাস্ত্র রচিত হইয়াছে? শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয় কি? এবং ঐ বিষয় প্রয়োজন এবং শাস্ত্রের মধ্যে পরস্পর সম্বন্ধ কি প্রকার?—এই চারিটি বিষয়ের উল্লেখ না করিলে শ্রোতার ঐ শাস্ত্র পাঠ করিতে প্রবৃত্তি জন্মে না; এই কারণে সকল শাস্ত্রারম্ভের পূর্ব্বেই এই চারিটি বিষয়ের উল্লেখ করা একান্ত আবশ্যক; এই চারিটি বিষয়কেই—অনুবন্ধ বলা যায়। এই শ্লোকটির দ্বারা—সেই অনুবন্ধ চারিটি কি,তাহারই নির্ণয় করিবার জন্য সূচনা করা হইতেছে। শ্লোকটির তাৎপর্য্য এই যে—এই গ্রন্থের অনুবন্ধ-চতুষ্টয় মূলভূত বেদান্ত-শাস্ত্রের অনুবন্ধ-চতুষ্টয় হইতে ভিন্ন নহে; কারণ বেদান্তশাস্ত্রের অনুসারেই এই গ্রন্থখানি রচিত হইতেছে; সুতরাং মূল বেদান্তশাস্ত্রের যাহা অনুবন্ধ-চতুষ্টয়, তাহাই এই গ্রন্থে প্রদর্শিত হইতেছে—তাহা প্রদর্শিত হইলে, আর এই গ্রন্থের জন্য উপযোগী স্বতন্ত্র অনুবন্ধ-চতুষ্টয় দেখাইবার কোন আবশ্যকতা নাই ॥

অধিকারী চ বিষয়ঃ সম্বন্ধশ্চ প্রয়োজনম্।
শাস্ত্রারম্ভফলং প্রাহুঃ অনুবন্ধ-চতুষ্টয়ম্ ॥ ৭

অন্বয়। অধিকারী—(শাস্ত্রোক্ত ফলের কামনা যাহার আছে সেই ব্যক্তি) বিষয়ঃ (প্রতিপাদ্য বস্তু) সম্বন্ধঃ (শাস্ত্র, প্রয়োজন এবং বিষয়ের পরস্পর সম্বন্ধ)

প্রয়োজনং চ (এবং ফল) (ইতি) শাস্ত্রারম্ভফলং (শাস্ত্রারম্ভের হেতু) অনুবন্ধ-চতুষ্টয়ং (চারিটি অনুবন্ধ) প্রাহুঃ (শাস্ত্রকারগণ নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন) ॥ ৭

অনুবাদ। অধিকারী অর্থাৎ শাস্ত্রোক্ত ফলকামী, শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বস্তু, অধিকারী, প্রতিপাদ্য বস্তু এবং প্রয়োজন—এই কয়টির মধ্যে পরস্পর সম্বন্ধ এবং প্রয়োজন, এই চারিটি অনুবন্ধ—যাহার জ্ঞান শাস্ত্রারম্ভের হেতু, তাহাকেই অনুবন্ধ কহা যায় ॥ ৭

চতুর্ভিঃ সাধনৈঃ সম্যক্ সম্পন্নো যুক্তিদক্ষিণঃ।
মেধাবী পুরুষো বিদ্বান্ অধিকার্য্যত্র সম্মতঃ ॥ ৮

অন্বয়। চতুর্ভিঃ সাধনৈঃ সম্যক্ সম্পন্নঃ (বক্ষ্যমাণ চারিপ্রকার সাধনের দ্বারা সম্পন্ন) যুক্তিদক্ষিণঃ (যুক্তি-পরতন্ত্র) মেধাবী (ধারণাসমর্থ) বিদ্বান্ (অধীত-বেদাদিশাস্ত্র) পুরুষঃ (মানব) অত্র (এই বেদান্তশাস্ত্রে) অধিকারী (অধিকার-যুক্ত) সম্মতঃ (বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকেন) ॥ ৮

অনুবাদ। কথিত চারি প্রকার সাধনসম্পত্তি যাঁহার হইয়াছে, যিনি যুক্তির অনুকূল, যিনি ধারণাসমর্থ এবং যাঁহার বেদাদিশাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি হইয়াছে, এই প্রকার মনুষ্যই এই বেদান্তশাস্ত্রে অধিকারী বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকেন ॥ ৮

বিষয়ঃ শুদ্ধচৈতন্যং জীবব্রহ্মৈক্যলক্ষণম্।
যত্রৈব দৃশ্যতে সর্ব্ববেদান্তানাং সমন্বয়ঃ ॥ ৯

অন্বয়। যত্র (যাহাতে) সর্ব্ববেদান্তানাং (উপনিষৎসমূহের) সমন্বয়ঃ (তাৎপর্য্য) দৃশ্যতে (পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে) [তৎ] জীবব্রহ্মৈক্যলক্ষণং (জীব ও ব্রহ্মের ঐক্যস্বরূপ সেই) শুদ্ধচৈতন্যং (পরব্রহ্ম) বিষয়ঃ (এই বেদান্তশাস্ত্রের প্রতিপাদ্য) ॥ ৯

অনুবাদ। সকল উপনিষদেরই যাহা তাৎপর্য্যার্থ বলিয়া পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে, সেই জীব ও ব্রহ্মের ঐক্যরূপ শুদ্ধ চৈতন্যই এই শাস্ত্রের বিষয় অর্থাৎ প্রতিপাদ্য ॥ ৯

এতদৈক্যপ্রমেয়স্য প্রমাণস্যাঽপি চ শ্রুতেঃ।
সম্বন্ধঃ কথ্যতে সদ্ভিঃ বোধ্যবোধকলক্ষণঃ॥ ১০

অন্বয়। এতদৈক্যপ্রমেয়স্য—(এই জীব ও ব্রহ্মের ঐক্যরূপ প্রমেয়ের) শ্রুতেঃ চ (এবং শ্রুতিরূপ) প্রমাণস্য (প্রমাণের) বোধ্যবোধকলক্ষণঃ (বোধ্য-বোধকস্বরূপ) সম্বন্ধঃ (পরস্পর সম্বন্ধই) সদ্ভিঃ (সজ্জনগণ-কর্ত্তৃক) সম্বন্ধঃ (সম্বন্ধ বলিয়া) কথ্যতে (কথিত হইয়া থাকে)॥ ১০

অনুবাদ। এই জীব ও ব্রহ্মে ঐক্যরূপ যে প্রমেয়, তাহার এবং শ্রুতিস্বরূপ প্রমাণের মধ্যে বোধ্য-বোধকরূপ সম্বন্ধই—পণ্ডিতগণ-কর্ত্তৃক সম্বন্ধ বলিয়া কথিত হইয়া থাকে॥১০

ব্রহ্মাত্মৈকত্ববিজ্ঞানং সন্তঃ প্রাহুঃ প্রয়োজনম্।
যেন নিঃশেষসংসারবন্ধাৎ সদ্যঃ প্রমুচ্যতে॥ ১১

অন্বয়। সন্তঃ (সজ্জনগণ) ব্রহ্মাত্মৈকত্ববিজ্ঞানং (জীব ও ব্রহ্মের অভেদ বিজ্ঞানকে) প্রয়োজনং (বেদান্তশাস্ত্রের ফল) প্রাহুঃ (বলিয়া থাকেন); যেন (যে ব্রহ্ম ও জীবের অভেদ-জ্ঞানের দ্বারা) নিঃশেষ-সংসারবন্ধাৎ (সমগ্র সংসাব বন্ধন হইতে) সদ্যঃ (তৎক্ষণাৎ) প্রমুচ্যতে [জীব] (মুক্তি লাভ করিয়া থাকে)॥ ১১

অনুবাদ। যাহার দ্বারা (জীব) সকল প্রকার সংসার-বন্ধন হইতে সদ্যঃ মুক্তিলাভ করিয়া থাকে, সেই জীব ওব্রহ্মের অভেদ-জ্ঞানকেই সজ্জনগণ বেদান্তশাস্ত্রের প্রয়োজন বলিয়া নির্দ্দেশ করেন॥১১

প্রয়োজনং সম্প্রবৃত্তেঃ কারণং ফললক্ষণম্।
প্রয়োজনমনুদ্দিশ্য ন মন্দোঽপি প্রবর্ত্ততে॥ ১২

অন্বয়। ফললক্ষণং (ফলস্বরূপ) প্রয়োজনং (প্রয়োজন) সম্প্রবৃত্তেঃ (সম্যক্ প্রবৃত্তির) কারণং (হেতু) [হইয়া থাকে]; মন্দঃ অপি (অল্পবুদ্ধি ব্যক্তিও) প্রয়োজনং (ফলকে) অনুদ্দিশ্য (লক্ষ্য না করিয়া) ন প্রবর্ত্ততে (প্রবৃত্ত হয় না)॥ ১২

অনুবাদ। ফলস্বরূপ প্রয়োজনই (লোকের) প্রবৃত্তির প্রতি কারণ (হইয়া থাকে); [কারণ সচরাচর লোকে দেখিতে পাওয়া যায় যে] অল্পবুদ্ধি ব্যক্তিও প্রয়োজন না দেখিতে পাইলে [কোন কার্য্যে] প্রবৃত্ত হয় না॥১২

সাধন-চতুষ্টয়ম্।

সাধন-চতুষ্টয়-সম্পত্তিঃ যস্যাঽস্তি ধীমতঃ পুংসঃ।
তস্যৈবৈতৎফলসিদ্ধিঃ নাঽন্যস্য কিঞ্চিদূনস্য ॥ ১৩

অন্বয়। যস্য (যে) ধীমতঃ (ধীমান্) পুংসঃ (পুরুষের) সাধনচতুষ্টয়-সম্পত্তিঃ (চারিটি সাধনের সম্পাদন) অস্তি (আছে), তস্য (তাহার) এব (ই) এতৎ-ফলসিদ্ধিঃ (এই ফলের সিদ্ধি) [হইয়া থাকে] ; কিঞ্চিদূনস্য অন্যস্য (এই সাধন-সম্পত্তির কোন অংশে ন্যূনতা যাহার আছে এইরূপ অন্য কোন ব্যক্তির) ন (নহে) [এই ফল লাভ হয় না] ॥ ১৩

অনুবাদ। যিনি বুদ্ধিমান্ এবং এই সাধন-চতুষ্টয়-সম্পন্ন, সেই পুরুষেরই এই ফল (অর্থাৎ জীব-ব্রহ্মের অভেদ-জ্ঞান) লাভ হয় ; যাহার কিন্তু সাধন-চতুষ্টয়ের মধ্যে কোন একটিও অসম্পূর্ণ থাকে, তাহার এই ফললাভ হয় না ॥ ১৩

চত্বারি সাধনান্যত্র বদন্তি পরমর্ষয়ঃ।
মুক্তির্যেষাং তু সদ্ভাবে নাভাবে সিধ্যতি ধ্রুবম্ ॥ ১৪

অন্বয়। পরমর্ষয়ঃ (ঋষিশ্রেষ্ঠগণ) অত্র (এই ফললাভের প্রতি) চত্বারি (চারিটি) সাধনানি (সাধন অর্থাৎ উপায়) বদন্তি (নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন) ; যেষাং (যে চারিটি সাধনের) সদ্ভাবে (সদ্ভাব হইলে) মুক্তিঃ (মোক্ষ) সিধ্যতি (সিদ্ধ হয়), অভাবে (সদ্ভাব না হইলে) ন (হয় না) ॥ ১৪

অনুবাদ। মহর্ষিগণ এই (তত্ত্বজ্ঞানরূপ ফললাভের) চারিটি সাধন নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন—এই চারিটি সাধনের সদ্ভাব হইলে মুক্তি লাভ হয়, এই চারিটি সাধনের সদ্ভাব না হইলে মুক্তি সিদ্ধ হয় না ॥১৪

আদ্যং নিত্যানিত্যবস্তু-বিবেকঃ সাধনং মতম্।
ইহামুত্রার্থ-ফলভোগবিরাগো দ্বিতীয়কম্ ॥ ১৫

অন্বয়। নিত্যানিত্যবস্তুবিবেকঃ (নিত্য এবং অনিত্য বস্তুর পরস্পর বৈলক্ষণ্য জ্ঞান) আদ্যং (প্রথম) সাধনং (উপায়) [বলিয়া] মতং (অভিমত) ;

ইহ (এই সংসারে) অমুত্র (পরলোকে) ফলভোগবিরাগঃ (ফল ভোগের প্রতি বিরক্তি) দ্বিতীয়কং (দ্বিতীয়) [সাধনং মতমিতি শেষঃ—সাধন বলিয়া বিবেচিত হয়] ॥ ১৫

অনুবাদ। নিত্য এবং অনিত্য বস্তুর মধ্যে যে পরস্পর বৈলক্ষণ্য আছে, তাহার জ্ঞানই প্রথম সাধন বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। এই জগতে এবং স্বর্গাদি লোকে যত প্রকার ভোগ্য বস্তু আছে, সেই সকলেরই উপর বিরক্তিই দ্বিতীয় সাধন বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে ॥১৫

শমাদিষট্‌কসম্পত্তিঃ তৃতীয়ং সাধনং মতম্।
তুরীয়ং তু মুমুক্ষুত্বং সাধনং শাস্ত্রসম্মতম্ ॥ ১৬

অন্বয়। শমাদিষট্‌কসম্পত্তিঃ (শম প্রভৃতি ছয়টির সদ্‌ভাব) তৃতীয়ং (তৃতীয়) সাধনং উপায়) মতং (বিবেচিত হয়); মুমুক্ষুত্বং তু (মোক্ষলাভের জন্য ইচ্ছাই) শাস্ত্রসম্মতং (শাস্ত্রস্বীকৃত) তুরীয়ং (চতুর্থ) সাধনং (উপায়) শাস্ত্রসম্মতং (শাস্ত্রে কথিত হয়) ॥ ১৬

অনুবাদ। শম প্রভৃতি (বক্ষ্যমাণ) ছয়টির সদ্ভাবই তৃতীয় সাধন বলিয়া বিবেচিত হয়। মুক্তিলাভের জন্য ইচ্ছাই চতুর্থ উপায় বলিয়া শাস্ত্রে অভিহিত হইয়া থাকে ॥ ১৬

নিত্যানিত্য-বস্তুবিবেকঃ।

ব্রহ্মৈব নিত্যমন্যৎ তু হ্যনিত্যমিতি বেদনম্।
সোঽয়ং নিত্যানিত্যবস্তুবিবেক ইতি কথ্যতে ॥ ১৭

অন্বয়। ব্রহ্ম (পরমাত্মা) এব (ই) নিত্যং (অবিনাশী) অন্যৎ (ব্রহ্মব্যতিরিক্ত) তু হি (প্রসিদ্ধ বস্তু মাত্রই) অনিত্যং (বিনাশী) ইতি (এইপ্রকার) বেদনং (যে জ্ঞান) অয়ং (ইহা) সঃ (সেই) নিত্যানিত্যবস্তুবিবেকঃ (নিত্য ও অনিত্য বস্তুর বৈলক্ষণ্য-জ্ঞান) ইতি (এইরূপ) কথ্যতে (কথিত হইয়া থাকে) ॥ ১৭

অনুবাদ। পরমাত্মাই একমাত্র অবিনাশী—পরমাত্ম-ব্যতিরিক্ত বলিয়া প্রসিদ্ধ আর সকল বস্তুই বিনাশী—এই প্রকার যে জ্ঞান, তাহাই শাস্ত্রে নিত্যানিত্য-বস্তুবিবেক বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে॥ ১৭

মৃদাদি-কারণং নিত্যং ত্রিষু লোকেষু দর্শনাৎ।
ঘটাদ্যনিত্যং তৎকার্য্যং যতস্তন্নাশমীক্ষতে॥ ১৮ *

অন্বয়। ত্রিষু (তিন) লোকেষু (লোকে) দর্শনাৎ (দেখিতে পাওয়া যায় যে,) মৃদাদি (মৃত্তিকা প্রভৃতি) কারণং (উপাদান) নিত্যং (কার্য্যদ্রব্য হইতে অধিককালস্থায়ি হইয়া থাকে) তৎকার্য্যং (সেই মৃত্তিকা প্রভৃতির কার্য্য) ঘটাদি (কলসপ্রভৃতি দ্রব্য) অনিত্যং (অপেক্ষাকৃত অল্পকালস্থায়ী) যতঃ (যেহেতু) তন্নাশং (ঐ সকল ঘট প্রভৃতি কার্য্যদ্রব্যের নাশ) ঈক্ষতে (লোকে দেখিয়া থাকে)॥ ১৮

অনুবাদ। ত্রিলোকের মধ্যে সর্ব্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায় যে, মৃত্তিকা প্রভৃতি কার্য্যের উপাদানদ্রব্যগুলি—সেই সেই কার্য্য অপেক্ষা নিত্য অর্থাৎ অধিককালস্থায়ি। কিন্তু, ঘটাদি কার্য্যদ্রব্যগুলি মৃত্তিকাদি কারণ অপেক্ষা অনিত্য ; যেহেতু লোকে (মৃত্তিকাপ্রভৃতির বর্ত্তমানতা-দশাতেই) ঘটাদি কার্য্যদ্রব্যের ধ্বংস দেখিতে পায়॥ ১৮

তথৈবৈতজ্জগৎ সর্ব্বমনিত্যং ব্রহ্মকার্য্যতঃ।
তৎকারণং পরং ব্রহ্ম ভবেন্নিত্যং মৃদাদিবৎ॥ ১৯

অন্বয়। তথৈব (সেই প্রকার) এতৎ সর্ব্বং জগৎ (এই সমগ্র জগৎ) ব্রহ্ম-কার্য্যতঃ (ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন বলিয়া) অনিত্য (বিনাশি); তৎকারণং (সেই জগতের কারণ) পরং ব্রহ্ম (নিরুপাধিক ব্রহ্ম) নিত্যং (অবিনাশি) ভবেৎ (হইয়া থাকে) মৃদাদিবৎ (যেমন মৃত্তিকা প্রভৃতি)॥১৯

অনুবাদ। ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া এই সমগ্র বিশ্ব অনিত্য, আর এই জগতের কারণ সেই পরব্রহ্ম (ঘটাদি কার্য্য অপেক্ষা তদীয় কারণ মৃদাদি যেরূপ নিত্য সেইরূপ) পরমার্থতঃ নিত্য॥ ১৯

* যতস্তন্নাশ ঈক্ষ্যতে—ইতি বা পাঠঃ।

তাৎপর্য্য। এই শ্লোকে ব্রহ্ম যে নিত্য এই বিষয়ে মৃদাদি বস্তুকে দৃষ্টান্ত করা হইয়াছে, ইহা দ্বারা কেহ কেহ এইপ্রকার শঙ্কা করিতে পারেন যে, বেদান্ত-সিদ্ধান্তে একমাত্র ব্রহ্মই নিত্য। তাহাই যদি স্থির হয়, তবে মৃৎপ্রভৃতিকে নিত্য বলিয়া দৃষ্টান্তরূপে যে নির্দ্দেশ করা হইতেছে, তাহা কিপ্রকারে সঙ্গত হইতে পারে? বাস্তবিক আচার্য্য শঙ্করের এইপ্রকার অভিপ্রায় নহে। কার্য্য হইতে কারণ অপেক্ষাকৃত অধিককাল স্থায়ি; সুতরাং কার্য্যাপেক্ষা কারণ নিত্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়। আচার্য্য শঙ্কর ইহাই প্রতিপাদন করিতে চাহেন যে, যেমন ঘট মাটীর কার্য্য, এইজন্য মাটী ঘট অপেক্ষা নিত্য; এইরূপ যিনি সর্ব্বজগতের কারণ, তিনি সর্ব্বজগৎ অপেক্ষা নিত্য। ফলতঃ দাঁড়াইল এই যে, মৃদাদি বস্তু যেরূপ আপেক্ষিক নিত্য, ব্রহ্মের পক্ষে সেরূপ আপেক্ষিক নিত্যতা স্বীকার করিবার কোন কারণ নাই। কারণ, ব্রহ্ম উৎপত্তিশূন্য ও নিরবয়ব; সেই কারণে তাঁহার কোনকালেই বিনাশ হইবে এইপ্রকার সম্ভাবনা করিতে পারা যায় না। কিন্তু মৃদাদি কারণ ঘটাদি কার্য্য দ্রব্য অপেক্ষা অধিককাল স্থায়ি হইলেও, তাহা যে হেতু উৎপত্তিমৎ এবং সাবয়ব, এই কারণে তাহার বিনাশও অবশ্যম্ভাবী। এইজন্য তাহা নিজ কার্য্য হইতে অধিক কাল স্থায়ি হইলেও তাহাকে কখনই অবিনাশি বলা যায় না। কিন্তু এইরূপে ব্রহ্মকে সকল কার্য্যাপেক্ষা অধিক কাল স্থায়ি স্বীকার করিলেও, মৃদাদি বস্তুর ন্যায় তাঁহার কোনকালে বিনাশ হইবার সম্ভাবনা করা যায় না। কারণ, বিনাশি দ্রব্যের যাহা ধর্ম্ম অর্থাৎ সাবয়বত্ব এবং উৎপত্তিমত্ত্ব, তাহা ব্রহ্মে বিদ্যমান নাই; এই কারণে ব্রহ্ম পরমার্থতঃ নিত্য॥ ১৯

সর্গং বক্ত্যস্য তস্মাদ্বা এতস্মাদিত্যপি শ্রুতিঃ।
সকাশাদ্ব্রহ্মণস্তস্মাৎ অনিত্যত্বে ন সংশয়ঃ॥ ২০

অন্বয়। তস্মাৎ (সেই) এতস্মাৎ বা (এই ব্রহ্ম হইতেই) ইতি (এই প্রকার) শ্রুতিঃ (বেদ) অপি (ও) অস্য (এই জগতের) ব্রহ্মণঃ (ব্রহ্মের) সকাশাৎ (সকাশ হইতে) সর্গং (সৃষ্টি) বক্তি (নির্দ্দেশ করিতেছে) তস্মাৎ (সেই কারণে) অনিত্যত্বে (এই জগতের অনিত্যত্ব বিষয়ে) সংশয়ঃ (সন্দেহ) ন (হইতে পারে না)॥ ২০

অনুবাদ। এই সেই ব্রহ্ম হইতে (আকাশ প্রভৃতি উৎপন্ন হইয়াছে) ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য স্পষ্টই নির্দ্দেশ করিতেছে যে, এই প্রপঞ্চ

ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। সেই কারণে জগতের অনিত্যত্ব বিষয়ে সন্দেহ হইতে পারে না ॥ ২০

সর্ব্বস্যানিত্যত্বে সাবয়বত্বেন সর্ব্বতঃ সিদ্ধে।
বৈকুণ্ঠাদিষু নিত্যত্বমতির্ভ্রম এব মূঢ়বুদ্ধীনাম্ ॥ ২১

অন্বয়। সাবয়বত্বেন (অবয়বের সহিত বিদ্যমান বলিয়া) সর্ব্বস্য (সকল বস্তুরই) অনিত্যত্বে (বিনাশিত্ব) সর্ব্বতঃ (সর্ব্বপ্রকারে) সিদ্ধে (প্রতিপন্ন হইলে) বৈকুণ্ঠাদিষু (বৈকুণ্ঠাদি লোকসমূহে) নিত্যত্বমতিঃ (ইহারা অবিনাশী এই প্রকার জ্ঞান) মূঢ়বুদ্ধীনাং (মূঢ়মতি মানবগণের) ভ্রম এব (ভ্রান্তি মাত্র) ॥ ২১

অনুবাদ। সাবয়বত্ব-নিবন্ধন (অর্থাৎ অবয়ব আছে বলিয়া) সকল প্রপঞ্চেরই (এইরূপে) অনিত্যত্ব প্রতিপন্ন হইলে, বৈকুণ্ঠাদি লোকসমূহে যে নিত্যত্ব বোধ, তাহা মূঢ়বুদ্ধি জনগণের ভ্রান্তি মাত্র ॥ ২১

অনিত্যত্বং চ নিত্যত্বমেবং যৎ শ্রুতিযুক্তিভিঃ।
বিবেচনং নিত্যানিত্যবিবেক ইতি কথ্যতে ॥ ২২

অন্বয়। এবং (সেই প্রকার) অনিত্যত্বং (বিনাশিত্ব) চ (এবং) নিত্যত্বং (অবিনাশিত্ব) [ভবতি ইতি শেষঃ হইয়া থাকে]; শ্রুতিযুক্তিভিঃ (বেদ ও তদনুসারী তর্কের সাহায্যে) ইতি যৎ (এই প্রকার যে) বিবেচনং (বিচার) [তাহাই] নিত্যানিত্যবিবেকঃ (নিত্য ও অনিত্যের স্বরূপ-জ্ঞান) কথ্যতে (কথিত হইয়া থাকে) ॥ ২২

অনুবাদ। এইরূপে নিত্যত্ব ও অনিত্যত্ব [সম্বন্ধে] বেদ ও তদনুযায়ী তর্কের সাহায্যে যে বিচার, তাহাই নিত্যানিত্য বিবেক বলিয়া কথিত হইয়া থাকে ॥ ২২

বিরক্তিঃ।

ঐহিকামুষ্মিকার্থেষু হ্যনিত্যত্বেন নিশ্চয়াৎ।
নৈস্পৃহ্যং তুচ্ছবুদ্ধির্যৎ * তদ্বৈরাগ্যমিতীর্য্যতে ॥ ২৩

অন্বয়। ঐহিকামুষ্মিকার্থেষু (এই লোকের এবং পরলোকের ভোগ্যবস্তুসমূহে)

* তুচ্ছবুদ্ধ্যা যৎ ইতি বা পাঠঃ।

অনিত্যত্বেন (অনিত্য এই ভাবে) নিশ্চয়াৎ (নিশ্চয় হওয়া প্রযুক্ত) যৎ নৈস্পৃহ্যং (যে নিস্পৃহতা অর্থাৎ) তুচ্ছবুদ্ধিঃ (অকিঞ্চিৎকরত্ববোধ) তৎ (তাহাই) বৈরাগ্যং (বিরক্তি) ইতি (এই বলিয়া) ঈর্য্যতে (কথিত হইয়া থাকে) ॥ ২৩

অনুবাদ। ঐহিক এবং পারলৌকিক সকল ভোগ্য বস্তুতেই অনিত্যস্বরূপে নিশ্চয় হওয়া প্রযুক্ত যে নিস্পৃহতা বা তুচ্ছবুদ্ধি (উদিত হয়) তাহাই বৈরাগ্য বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে ॥ ২৩

নিত্যানিত্যপদার্থবিবেকাৎ পুরুষস্য জায়তে সম্যঃ।
স্রক্চন্দনবনিতাদৌ সর্ব্বত্রাঽনিত্যবস্তুনি বিরক্তিঃ ॥ ২৪

অন্বয়। নিত্যানিত্যপদার্থবিবেকাৎ (নিত্য ও অনিত্য বস্তুর যথার্থরূপে জ্ঞান হওয়া নিবন্ধন) স্রক্চন্দনবনিতাদৌ (পুষ্পমাল্য, চন্দন ও বনিতা প্রভৃতি) সর্ব্বত্র (সকল) অনিত্যবস্তুনি (বিনশ্বর পদার্থের উপর) পুরুষস্য (পুরুষের) বিরক্তিঃ (বৈরাগ্য) জায়তে (উৎপন্ন হইয়া থাকে) ॥ ২৪

অনুবাদ। নিত্য ও অনিত্য বস্তুর স্বরূপ কি তদ্‌বিষয়ে যথার্থ জ্ঞানের উদয় হওয়া নিবন্ধন পুরুষের পুষ্পমাল্য, চন্দন ও বনিতা প্রভৃতি যাবতীয় অনিত্য বস্তুতেই বৈরাগ্য উদিত হইয়া থাকে ॥ ২৪

কাকস্য বিষ্ঠাবদসহ্যবুদ্ধি-
র্ভোগ্যেষু সা তীব্রবিরক্তিরিষ্যতে।
বিরক্তিতীব্রত্বনিদানমাহু-
র্ভোগ্যেষু দোষেক্ষণমেব সন্তঃ ॥ ২৫

অন্বয়। ভোগ্যেষু (ভোগ্যবস্তুনিবহে) কাকস্য (কাকের) বিষ্ঠাবৎ (বিষ্ঠার ন্যায়) অসহ্যবুদ্ধিঃ (যে অসহনীয়ত্ব-বোধ) সা (তাহাই) তীব্রবিরক্তিঃ (উৎকট বৈরাগ্য) ইষ্যতে (বলিয়া স্বীকৃত হয়) ; সন্তঃ (সজ্জনগণ) ভোগ্যেষু (ভোগ্যবস্তু-সমূহে) দোষেক্ষণমেব (দোষদর্শনকেই) বিরক্তিতীব্রত্বনিদানং (তীব্র বৈরাগ্যের মূল কারণ) আহুঃ (বলিয়া থাকেন) ॥ ২৫

অনুবাদ। ভোগ্যবস্তুনিবহে কাকের বিষ্ঠার ন্যায় যে অসহনীয়তা বোধ, তাহাকেই সাধুগণ তীব্র বৈরাগ্যের মূল কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন ॥ ২৫

প্রদৃশ্যতে বস্তুনি যত্র দোষঃ
ন তত্র পুংসোঽস্তি পুনঃ প্রবৃত্তিঃ।
অন্তর্মহারোগবতীং বিজানন্
কো নাম বেশ্যামপি রূপিণীং ব্রজেৎ ॥ ২৬

অন্বয়। যত্র (যে) বস্তুনি (বস্তুতে) দোষঃ (দুঃখকরত্ব প্রভৃতি দোষ) প্রদৃশ্যতে (দৃষ্ট হয়), তত্র (তাহাতে) পুংসঃ (পুরুষের) পুনঃ (পুনর্ব্বার) প্রবৃত্তিঃ (অনুরাগ) ন অস্তি (হয় না)। অন্তর্মহারোগবতীং (দেহমধ্যে ইহার মহারোগ আছে এই প্রকার) বিজানন্ (জানিয়া) কো নাম (কোন্ ব্যক্তি) রূপিণীম্ (রূপবতী) অপি (হইলেও) বেশ্যাং ব্রজেৎ (ঐ বেশ্যার সহিত সমাগত হয় ?) ॥ ২৬

অনুবাদ। যে বস্তুতে দোষ আছে বলিয়া বুঝিতে পারা যায়, তাহাতে লোকের আর প্রবৃত্তি হয় না। ইহার অভ্যন্তরে মহারোগ আছে ইহা জানিতে পারিলে, কোন্ ব্যক্তি রূপবতী বেশ্যার সহিত সমাগত হয় ? ॥ ২৬

অত্রাপি চান্যত্র চ বিদ্যমান-
পদার্থসংমর্শনমেব কার্য্যম্।
যথাপ্রকারার্থগুণাভিমর্শনং
সন্দর্শয়ত্যেব তদীয়-দোষম্ ॥ ২৭

অন্বয়। অত্র (এই পৃথিবীতে) অপি (এবং) অন্যত্র চ (পরলোকেও) বিদ্যমান-পদার্থসংমর্শনং (বিদ্যমান বস্তুনিবহের কি স্বভাব তাহার বিচার) কার্য্যং (করা উচিত)। যথাপ্রকারার্থগুণাভিমর্শনং (যথাযথভাবে বস্তুর ধর্ম্মসমূহের বিচার) তদীয় দোষং (সেই বস্তুর দোষকে) সন্দর্শয়তি এব (নিশ্চয়ই দেখাইয়া দেয়) ॥ ২৭

অনুবাদ। এই লোকেই হউক আর পরলোকেই হউক, যত প্রকার ভোগ্য বস্তু আছে, তাহাদের কি স্বভাব (অর্থাৎ তাহারা অনিত্য এবং পরিণামে দুঃখের হেতু হয় কি না) তাহারই বিবেচনা করা উচিত। এইভাবে ভোগ্যবস্তুনিবহের স্বরূপ বিচার শেষে তদীয়

দোষ (অর্থাৎ অনিত্যত্ব এবং পরিণামে দুঃখহেতুত্ব) প্রদর্শন করিয়া দিয়া থাকে ॥ ২৭

কুক্ষৌ স্বমাতুর্মলমূত্রমধ্যে
স্থিতিং তদা বিট্‌ক্রিমিদংশনঞ্চ।
তদীয়-কৌক্ষেয়কবহ্নিদাহং
বিচার্য্য কো বা বিরতিং ন যাতি ॥ ২৮

অন্বয়। স্বমাতুঃ (নিজ জননীর) কুক্ষৌ (উদরে) মলমূত্রমধ্যে (মল ও মূত্রের মধ্যে) স্থিতিং (অবস্থান) তদা (সেই অবস্থানকালে) বিট্‌ক্রিমি দংশনং (বিষ্ঠাজাত ক্রিমিগণের দংশন) তদীয়-কৌক্ষেয়ক-বহ্নিদাহং (এবং জননীর উদরমধ্যস্থিত অগ্নির তাপ দ্বারা দাহ) বিচার্য্য (বিচার করিয়া) কো বা (কোন্ ব্যক্তিই বা) বিরতিং (বৈরাগ্যকে) ন যাতি ? (প্রাপ্ত হয় না ?) ॥ ২৮

অনুবাদ। নিজ জননীর উদরে বিষ্ঠা ও মূত্রের মধ্যে অবস্থান ও সেই অবস্থানকালে বিষ্ঠাজাত ক্রিমি দ্বারা দংশন এবং জননীর জঠরমধ্যস্থিত বহ্নির তাপ দ্বারা দাহ প্রভৃতির বিচার করিয়া কোন্ ব্যক্তি (এই সংসারের উপর) বিরক্তিকে না প্রাপ্ত হয় ? ॥ ২৮

স্বকীয়-বিণ্মূত্র-নিমজ্জনং যৎ *
চোত্তানগত্যা শয়নং তদা যৎ।
বালগ্রহাদ্যাহতিভাক্‌চ শৈশবং
বিচার্য্য কো বা বিরতিং ন যাতি ॥ ২৯

অন্বয়। তদা (সেই সময়ে) যৎ (যে) স্বকীয়বিণ্মূত্রনিমজ্জনং (নিজের বিষ্ঠা এবং মূত্রের মধ্যে নিমগ্ন হইয়া থাকা) যৎ (যে) উত্তানগত্যা (উর্দ্ধদিকে পাদ করিয়া) (নিম্নমুখে) শয়নং (অবস্থান) চ (এবং) বালগ্রহাদ্যাহতিভাক্ (বালকগণের পীড়াদায়ক গ্রহগণের আক্রমণযুক্ত) শৈশবং (বাল্যকালকে) বিচার্য্য (বিচার করিয়া) কো বা (কোন্ ব্যক্তিই বা) বিরতিং (বৈরাগ্যকে) ন যাতি (প্রাপ্ত হয় না ?) ॥ ২৯

অনুবাদ। সেইকালে (অর্থাৎ জননীর জঠরমধ্যে বাসকালে)

---

* বিসর্জ্জনং তৎ ইতি বা পাঠঃ।

নিজেরই বিষ্ঠা এবং মূত্রের মধ্যে নিমগ্ন হইয়া যে অবস্থান, জননীর জঠরমধ্যে ঊর্দ্ধভাগে পাদন্যাসপূর্ব্বক নিম্নে মুখ করিয়া যে অবস্থিতি, এবং (জন্মের পর) বালকগণের পীড়াপ্রদ বিবিধ গ্রহগণের উপদ্রব-সঙ্কুল যে শৈশব, তাহা চিন্তা করিয়া কোন্ ব্যক্তি বৈরাগ্যকে প্রাপ্ত হয় না? ॥ ২৯

স্বীয়ৈঃ পরৈস্তাড়নমজ্ঞভাবম্
অত্যন্তচাপল্যমসৎক্রিয়াঞ্চ।
কুমারভাবে প্রতিষিদ্ধবৃত্তিং
বিচার্য্য কো বা বিরতিং ন যাতি ॥ ৩০

অন্বয়। কুমারভাবে (কৌমারাবস্থাতে) স্বীয়ৈঃ (স্বজনকর্ত্তৃক) পরৈঃ (এবং অনাত্মীয় জনকর্ত্তৃক) তাড়নম্ (প্রহার প্রভৃতি) অজ্ঞভাবম্ (মূর্খতা) অত্যন্তচাপল্যম্ (অতিশয় চপলতা) অসৎক্রিয়াং (অনুচিত কার্য্য) প্রতিষিদ্ধ-বৃত্তিং চ (এবং নানাপ্রকার প্রতিষিদ্ধসেবা) বিচার্য্য (চিন্তা করিয়া) কো বা (কোন্ ব্যক্তিই বা) বিরতিং (বৈরাগ্যকে) ন যাতি (প্রাপ্ত হয় না) ॥ ৩০

অনুবাদ। (তাহার পর) কৌমারাবস্থাতে আত্মীয় এবং অনাত্মীয় জনকর্ত্তৃক তাড়না, মূর্খতা, অতিশয় চাঞ্চল্য, অনুচিত কার্য্য ও নানাপ্রকার প্রতিষিদ্ধ সেবা (প্রভৃতির বিষয়) চিন্তা করিয়া কোন্ ব্যক্তি বৈরাগ্যকে প্রাপ্ত হয় না? ॥ ৩০

মদোদ্ধতিং মান্যতিরস্কৃতিং চ
কামাতুরত্বং সময়াতিলঙ্ঘনম্।
তাং তাং যুবত্যোদিতদুষ্টচেষ্টাং
বিচার্য্য কো বা বিরতিং ন যাতি ॥ ৩১

অন্বয়। মদোদ্ধতিং (যৌবনমদে ঔদ্ধত্য) মান্যতিরস্কৃতিং (মাননীয় জনকে তিরস্কার) কামাতুরত্বং (কামব্যাকুলতা) সময়াতিলঙ্ঘনং (মর্য্যাদার অতিক্রম) তাং তাং (সেই সেই) যুবত্যা (যুবতির সহিত) উদিত-দুষ্টচেষ্টাং (নব নব ভাবে আবির্ভূত দুষ্ট চেষ্টা) বিচার্য্য (চিন্তা করিয়া) কো বা (কোন্ ব্যক্তিই বা) বিরতিং (বৈরাগ্যকে) ন যাতি (প্রাপ্ত হয় না?) ॥ ৩১

অনুবাদ। যৌবন-মদে ঔদ্ধত্য, মান্যজনকে তিরস্কার করা, কামাতুরতা, মর্য্যাদা লঙ্ঘন,এবং যুবতীর সহিত সমাগমকালে সেই সেই নূতন নূতন আবিভূর্ত কুৎসিত চেষ্টা চিন্তা করিয়া কোন্ ব্যক্তি বৈরাগ্যকে প্রাপ্ত না হয়? ॥ ৩১

বিরূপতাং সর্ব্বজনাদবজ্ঞাং
সর্ব্বত্র দৈন্যং নিজবুদ্ধিহৈন্যম্।
বৃদ্ধত্ব-সম্ভাবিত-দুর্দ্দশাং তাং
বিচার্য্য কো বা বিরতিং ন যাতি ॥ ৩২

অন্বয়। বিরূপতাং (জরাজনিত কদাকারতা) সর্ব্বজনাৎ (সকল লোকের কাছে) অবজ্ঞাং (অবমান) সর্ব্বত্র (সকল স্থলে) দৈন্যং (অবসন্নতা) নিজবুদ্ধি-হৈন্যং (নিজবুদ্ধির হীনতা) তাং (সেই) বৃদ্ধত্ব-সম্ভাবিতদুর্দ্দশাং (বৃদ্ধত্বনিবন্ধন সম্ভাবিত দুরবস্থাকে) বিচার্য্য (চিন্তা করিয়া) কো বা (কোন্ ব্যক্তিই বা) বিরতিং (বৈরাগ্যকে) ন যাতি (প্রাপ্ত হয় না?) ॥ ৩২

অনুবাদ। বিকৃত আকার, সকল লোকের নিকটে অবজ্ঞা, সকল স্থানেই দীনতা, নিজবুদ্ধির হ্রাস এবং সর্ব্বজনপ্রসিদ্ধ বার্দ্ধক্যবশে সম্ভাবিত দুরবস্থার বিষয় চিন্তা করিয়া কোন্ ব্যক্তি না বৈরাগ্য প্রাপ্ত হয়? ॥ ৩২

পিত্তজ্বরার্শঃক্ষয়গুল্মশূল-
শ্লেষ্মাদি-রোগোদিত-তীব্রদুঃখম্।
দুর্গন্ধমস্বাস্থ্যমনূনচিন্তাং
বিচার্য্য কো বা বিরতিং ন যাতি ॥ ৩৩

অন্বয়। পিত্তজ্বরার্শঃক্ষয়গুল্মশূল-শ্লেষ্মাদি-রোগোদিত-তীব্রদুঃখং (পিত্তজ্বর, অর্শঃ, ক্ষয়, গুল্ম, শূল ও শ্লেষ্মা প্রভৃতি রোগ হইতে উৎপন্ন ভীষণ দুঃখ) দুর্গন্ধম্ (শরীরের দুর্গন্ধ), অস্বাস্থ্যং (সর্ব্বদা স্বাস্থ্যের অভাব) অনূনচিন্তাং (এবং নিরন্তর চিন্তা) বিচার্য্য (বিচার করিয়া) কো বা (কেই বা) বিরতিং (বৈরাগ্যকে) ন যাতি (প্রাপ্ত হয় না?) ॥ ৩৩

অনুবাদ। (বৃদ্ধাবস্থায়) পিত্তজ্বর, ক্ষয়, গুল্ম, শূল ও শ্লেষ্ম-প্রভৃতি রোগ হইতে সমুৎপন্ন উৎকট দুঃখ [শরীরে] দুর্গন্ধ, [সর্ব্বদা] স্বাস্থ্যের অভাব, এবং অপার চিন্তা [এই সকল বিষয়] বিচার করিয়া কোন্ ব্যক্তি বৈরাগ্যকে প্রাপ্ত হয় না? ॥ ৩৩

যমাবলোকোদিত-ভীতি-কম্প-
মর্ম্মব্যথোচ্ছ্বাসগতীশ্চ বেদনাম্।
প্রাণপ্রয়াণে পরিদৃশ্যমানাং
বিচার্য্য কো বা বিরতিং ন যাতি ॥ ৩৪

অন্বয়। যমাবলোকোদিত-ভীতি-কম্প-মর্ম্মব্যথোচ্ছ্বাসগতীঃ (যম দর্শনে যে ভয় হয়, সেই ভয় হইতে উৎপন্ন কম্প মর্ম্মব্যথা এবং উৎকট শ্বাসের ক্রিয়া) প্রাণপ্রয়াণে (প্রাণবিয়োগকালে) পরিদৃশ্যমানাং (সর্ব্বস্থানেই দৃশ্যমান) বেদনাং (যন্ত্রণা) বিচার্য্য (বিচার করিয়া) কো বা (কোন্ ব্যক্তিই বা) বিরতিং (বৈরাগ্যকে) ন যাতি (প্রাপ্ত হয় না?) ॥ ৩৪

অনুবাদ। মৃত্যুসময়ে যমকে দেখিতে পাইয়া যে ভয় হয়, সেই ভয় হইতে উৎপন্ন কম্প, মর্ম্মপীড়া, ক্লেশজনক উর্দ্ধশ্বাসের গতি, এবং পরিদৃশ্যমান যন্ত্রণার বিষয় বিচার করিয়া কোন্ ব্যক্তিই বা বৈরাগ্যকে প্রাপ্ত হয় না? ॥ ৩৪

অঙ্গারনদ্যাং তপনে চ কুম্ভী-
পাকেঽপি বীচ্যামসিপত্রকাননে।
দূতৈর্যমস্য ক্রিয়মাণবাধাং
বিচার্য্য কো বা বিরতিং ন যাতি ॥ ৩৫

অন্বয়। অঙ্গারনদ্যাং (তপ্ত অঙ্গারময় নদীতে) তপনে (তপন নামক নরকে) কুম্ভীপাকে (কুম্ভীপাক নরকে) বীচ্যাং (বীচীনামক নরকে) অসিপত্রকাননে (এবং অসিপত্রকানন নরকে) যমস্য (যমের) দূতৈঃ (দূতগণকর্ত্তৃক) ক্রিয়মাণবাধাং (উৎপাদিত হইয়া থাকে যাহা, সেই ক্লেশ)

বিচার্য্য (বিচার করিয়া) কো বা (কোন্ ব্যক্তিই বা) বিরতিং (বৈরাগ্যকে) ন যাতি (প্রাপ্ত হয় না ?) ॥ ৩৫

অনুবাদ। অঙ্গার-নদী, তপন, কুম্ভীপাক, বীচী এবং অসি-পত্রকানন নামে প্রসিদ্ধ নরকসমূহে যমদূতগণ [দেহপাতের পর পাপিগণকে] যে ক্লেশ প্রদান করিয়া থাকে, তাহা বিচার করিয়া কোন্ ব্যক্তি বৈরাগ্যকে প্রাপ্ত না হয় ? ॥ ৩৫

পুণ্যক্ষয়ে পুণ্যকৃতো নভঃস্থৈ
নিপাত্যমানান্ শিথিলীকৃতাঙ্গান্।
নক্ষত্ররূপেণ দিবশ্চ্যুতাংস্তান্
বিচার্য্য কো বা বিরতিং ন যাতি ॥ ৩৬

অন্বয়। পুণ্যক্ষয়ে (স্বর্গভোগের হেতু পুণ্যের ক্ষয় হইলে) নভঃস্থৈঃ (আকাশস্থিত [অধিকারী] পুরুষগণ কর্ত্তৃক) নিপাত্যমানান্ (অধোদেশে নিঃক্ষিপ্ত) শিথিলীকৃতাঙ্গান্ (বিবশ-দেহ) নক্ষত্ররূপেণ (নক্ষত্রের রূপে) দিবঃ (আকাশ হইতে) চ্যুতান্ (নিপতিত) পুণ্যকৃতঃ (পুণ্যকারী ব্যক্তি-গণকে) বিচার্য্য (বিচার করিয়া) কো বা (কোন্ ব্যক্তিই বা) বিরতিং (বৈরাগ্যকে) ন যাতি (প্রাপ্ত হয় না ?) ॥ ৩৬

অনুবাদ। [স্বর্গভোগের অনুকূল] পুণ্যের [ভোগাবসানে] ক্ষয় হইলে, আকাশস্থিত পুরুষগণকর্ত্তৃক [অধোদেশে বলপূর্ব্বক] প্রক্ষিপ্ত, বিকলাঙ্গ এবং নক্ষত্ররূপে আকাশ হইতে চ্যুত পুণ্যকার্য্যকারী জীবগণেরও [অবস্থা] বিচার করিয়া কোন্ ব্যক্তিই বা বৈরাগ্যকে প্রাপ্ত না হয় ? ॥ ৩৬

বায়্বর্কবহ্নীন্দ্রমুখান্ সুরেন্দ্রান্
ঈশোগ্রভীত্যা গ্রথিতান্তরঙ্গান্।
বিপক্ষলোকৈঃ পরিদূয়মানান্
বিচার্য্য কো বা বিরতিং ন যাতি ॥ ৩৭

অন্বয়। ঈশোগ্রভীত্যা গ্রথিতান্তরঙ্গান্ (পরমেশ্বর হইতে উগ্রভয় দ্বারা

যাঁহাদের অন্তঃকরণ পরিপূরিত) বিপক্ষলোকৈঃ (শত্রুগণকর্ত্তৃক) পরিদূয়মানান্ (পরিভূত) বায়্বর্কবহ্নীন্দ্রমুখান্ (বায়ু সূর্য্য বহ্নি ও ইন্দ্রপ্রমুখ) সুরেন্দ্রান্ (দেবশ্রেষ্ঠগণকে) বিচার্য্য (বিচার করিয়া) কো বা (কোন্ ব্যক্তিই বা) বিরতিং (বৈরাগ্যকে) ন যাতি (প্রাপ্ত হয় না?)॥ ৩৭

অনুবাদ। পরমেশ্বর হইতে উগ্রভয়ে [সর্ব্বদা] পরিপূরিতচিত্ত [এবং অসুর প্রভৃতি] শত্রুগণের দ্বারা [প্রায়ই] পরিভূত বায়ু, সূর্য্য, অগ্নি ও ইন্দ্র প্রভৃতি দেবশ্রেষ্ঠগণের (ও) [অবস্থা] বিচার করিয়া কোন্ ব্যক্তিই বা বৈরাগ্যকে প্রাপ্ত হয় না?॥ ৩৭

শ্রুত্যা নিরুক্তং সুখতারতম্যং
কীটান্তমারভ্য মহামহেশম্।*
ঔপাধিকং তত্তু ন বাস্তবং চেৎ
আলোচ্য কো বা বিরতিং ন যাতি॥ ৩৮

অন্বয়। মহামহেশং (পরমেশ্বর হইতে) আরভ্য (আরম্ভ করিয়া) কীটান্ত (কীট পর্য্যন্ত) সুখতারতম্যং (সুখের তারতম্য) শ্রুত্যা (বেদের দ্বারা) নিরুক্তং (নির্দ্ধারিত) তৎ তু (সেই সুখও) ঔপাধিকং (অজ্ঞানরূপ উপাধি নিবন্ধন) বাস্তবং (পারমার্থিক) ন তু (কিন্তু নহে) আলোচ্য (বিচার করিয়া) কো বা (কোন্ ব্যক্তিই বা) বিরতিং (বৈরাগ্যকে) ন যাতি (প্রাপ্ত হয় না?)॥৩৮

অনুবাদ। পরমেশ্বর হইতে আরম্ভ করিয়া কীট পর্য্যন্ত সুখের তারতম্য শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে; সেই সুখও (অজ্ঞানকল্পিত দেহাদি) উপাধিরই ধর্ম্ম, উহা (আত্মার) পারমার্থিক ধর্ম্ম নহে, ইহা বিচার করিয়া কোন্ ব্যক্তিই বা বৈরাগ্যকে প্রাপ্ত না হয়?॥ ৩৮

সালোক্য-সামীপ্য-সরূপতাদি-
ভেদস্তু সৎকর্ম্মবিশেষসিদ্ধঃ।
ন কর্ম্মসিদ্ধস্য তু নিত্যতেতি
বিচার্য্য কো বা বিরতিং ন যাতি॥ ৩৯

---

* ব্রহ্মান্তমারভ্য মহীমহেশম্—ইতি বা পাঠঃ।

অন্বয়। সালোক্য-সামীপ্য-সরূপতাদি-ভেদঃ (সালোক্য অর্থাৎ ইষ্টদেবতার সহিত এক লোকে অবস্থান, সামীপ্য অর্থাৎ অভীষ্ট দেবতার নিকটে অবস্থিতি, এবং সারূপ্য অর্থাৎ ইষ্টদেবতার ন্যায় মূর্ত্তি ধারণ করা প্রভৃতি মুক্তির যত প্রকার ভেদ তাহা) সৎকর্ম্মবিশেষসিদ্ধঃ (উৎকৃষ্ট কর্ম্ম বিশেষ হইতেই উৎপন্ন হয়) কর্ম্মসিদ্ধস্য (যাহা কর্ম্মদ্বারা সিদ্ধ তাহার) নিত্যতা (অবিনাশিত্ব) ন (হইতে পারে না) বিচার্য্য (ইহা বিচার করিয়া) কো বা (কোন্ ব্যক্তিই বা) বিরতিং (বৈরাগ্যকে) ন যাতি (প্রাপ্ত হয় না ?) ॥ ৩৯

অনুবাদ। ইষ্টদেবতার সহিত একলোকে অবস্থান, ইষ্ট-দেবতার নিকটে থাকা এবং ইষ্টদেবতার সদৃশ মূর্ত্তিলাভ করা প্রভৃতি যে কয়প্রকার গৌণমুক্তি আছে, তাহা সকলই সৎকর্ম্ম-বিশেষেরই ফল। যাহা কর্ম্মের ফল, তাহা কখনই নিত্য হইতে পারে না ; ইহা বিচার করিয়া কোন্ ব্যক্তিই বা (গৌণমুক্তির প্রতিও) বৈরাগ্যকে প্রাপ্ত হয় না ? ॥ ৩৯

যত্রাস্তি লোকে গতি-তারতম্যং
উচ্চাবচত্বান্বিতমত্র তৎকৃতম্।
যথেহ তদ্বৎ খলু দুঃখমস্তী-
ত্যালোচ্য কো বা বিরতিং ন যাতি ॥ ৪০

অন্বয়। লোকে (সংসারে) যত্র (যে বস্তুতে) উচ্চাবচত্বান্বিতং (উৎকর্ষ ও অপকর্ষযুক্ত) গতিতারতম্যং (ফলের ন্যূনাধিকভাব) অস্তি (বিদ্যমান আছে) তৎ (সেই বস্তু) কৃতং (কার্য্য অর্থাৎ বিনাশ-স্বভাব) অস্তি (হইয়া থাকে) ; ইহ (এই লোকে) যথা (যেমন) (তৎ) দুঃখং (সেই বস্তু পরিণামে দুঃখকরও) [হইয়া থাকে] ; তদ্বৎ (সেইরূপই) অন্যত্রাপি লোকে (অন্য লোকেও) অস্তি (হইয়া থাকে) ; ইতি (ইহা) আলোচ্য (বিচার করিয়া) কো বা (কোন্ ব্যক্তিই বা) বিরতিং (বৈরাগ্যকে) ন যাতি (প্রাপ্ত হয় না ?) ॥ ৪০

অনুবাদ। সংসারে যে স্থানে উৎকর্ষ ও অপকর্ষযুক্ত গতি-তারতম্য অর্থাৎ ফলের ন্যূনাধিক ভাব বিদ্যমান আছে, সেই স্থানই কৃত অর্থাৎ

কর্ম্ম দ্বারা নিষ্পাদিত এবং পরিণামে দুঃখের হেতু হয়—এই নিয়ম যেমন এই পৃথিবীতে পরিদৃষ্ট হয় সেইরূপ লোকান্তরেও পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে, এই প্রকার চিন্তা করিয়া কোন্ ব্যক্তিই বা বৈরাগ্যকে প্রাপ্ত না হয়? ॥ ৪০

কো নাম লোকে পুরুষো বিবেকী
বিনশ্বরে তুচ্ছসুখে গৃহাদৌ।
কুর্য্যাদ্রতিং নিত্যমবেক্ষমাণো
বৃথৈব মোহান্ম্রিয়মাণজন্তূন্ ॥ ৪১

অন্বয়। লোকে (এই পৃথিবীতে) কো নাম (কোন্) বিবেকী (বিবেক-সম্পন্ন) পুরুষঃ (মনুষ্য) বিনশ্বরে (বিনাশস্বভাব) তুচ্ছসুখে (অল্পমাত্র সুখের হেতু) গৃহাদৌ (গৃহ প্রভৃতিতে) ম্রিয়মাণান্ (মরণশীল) জন্তূন্ (প্রাণিগণকে) নিত্যং (সর্ব্বদা) অবেক্ষমাণঃ (বিলোকন করিয়াও) রতিং (অনুরাগ) মোহাৎ (মোহবশতঃ) কুর্য্যাৎ (করিয়া থাকে?) ॥ ৪১

অনুবাদ। এই সংসারে প্রতিদিন প্রাণিগণ মরিতেছে, ইহা দেখিয়াও, কোন্ বিবেকশালী পুরুষ যৎসামান্য সুখের হেতু অথচ বিনশ্বর গৃহ প্রভৃতি ভোগ্য বস্তুতে মোহবশতঃ আসক্ত হইয়া থাকে? ॥ ৪১

সুখং কিমস্ত্যত্র বিচার্য্যমাণে
গৃহেঽপি বা যোষিতি বা পদার্থে।
মায়াতমোঽন্ধীকৃতচক্ষুষো যে
তএব মুহ্যন্তি বিবেকশূন্যাঃ ॥ ৪২

অন্বয়। বিচার্য্যমাণে (বিচার করিয়া দেখিলে) অত্র (এই সংসারে) গৃহে (ঘর বাড়ী প্রভৃতিতে) অপি বা (অথবা) যোষিতি (স্ত্রীস্বরূপ) পদার্থে (বস্তুতে) কিং (কি) সুখং (সুখ) অস্তি (আছে?) যে (যাহারা) মায়াতমোঽন্ধীকৃতচক্ষুষঃ (মায়া অর্থাৎ অবিদ্যারূপ অন্ধকারে লুপ্তদৃষ্টি) তে (তাহারা) এব (ই) বিবেকশূন্যাঃ (সদসদ্‌বোধহীন হইয়া) মুহ্যন্তি (মোহ প্রাপ্ত হইয়া থাকে) ॥ ৪২

অনুবাদ। বিচার করিয়া দেখিলে, এই সংসারে, গৃহ কিংবা স্ত্রী প্রভৃতি ভোগ্য বস্তুতে কি সুখ লাভ হয়? মায়াময় অন্ধকারে যাহাদের চক্ষু অন্ধ হইয়াছে, সেই সকল বিবেকশূন্য ব্যক্তিই (এই সকল বিষয়ে) মোহ প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ৪২

অবিচারিতরমণীয়ং সর্ব্বমুদুম্বর-ফলোপমং ভোগ্যম্।
অজ্ঞানামুপভোগ্যং ন তু তজ্জ্ঞানাম্·········॥ ৪৩ *

অন্বয়। অবিচারিতরমণীয়ং (যে পর্য্যন্ত বিচার করিয়া দেখা না যায়, সেই পর্য্যন্ত রমণীয়) উদুম্বরফলোপমং (ডুমুরের ফলের ন্যায়) ভোগ্যং (উপভোগের বিষয় বস্তু) অজ্ঞানাং (বিবেকশূন্য ব্যক্তিগণেরই) উপভোগ্যং (উপভোগের যোগ্য হইয়া থাকে) জ্ঞানাং (বিবেকশালী ব্যক্তিগণের) তৎ (তাহা) ন তু (উপভোগের যোগ্য নহে) ॥ ৪৩

অনুবাদ। [জগতের] সকল প্রকার ভোগ্য বস্তুই যে পর্য্যন্ত বিচারিত না হয়, সে পর্য্যন্তই রমণীয় [বলিয়া প্রতীত হইয়া থাকে]; শেষে উদুম্বর ফলের ন্যায় [আস্বাদে বিরস হইয়া থাকে]; যাহারা অজ্ঞ, তাহাদের নিকটেই ঐসকল বস্তু উপভোগ্য হইয়া থাকে; কিন্তু যাহারা জ্ঞানী, তাহাদের নিকট ঐ সকল বস্তু উপভোগ্য হইতে পারে না ॥ ৪৩

গতেঽপি তোয়ে সুষিরং কুলীরো
হাতুং হ্যশক্তো ম্রিয়তে বিমোহাৎ।
যথা তথা গেহসুখানুষক্তঃ
বিনাশমায়াতি নরো ভ্রমেণ ॥ ৪৪

অন্বয়। তোয়ে (জল) গতে (চলিয়া গেলে) অপি (ও) সুষিরং (গর্ত্তকে) হাতুং (পরিত্যাগ করিতে) অশক্তঃ (অসমর্থ হইয়া) কুলীর (কর্কট) বিমোহাৎ (মোহবশতঃ) ম্রিয়তে (মরিয়া যায়) যথা (যেমন) তথা (সেইরূপেই) গেহসুখানুষক্তঃ (গৃহসুখে আসক্ত) নরঃ (মনুষ্য) ভ্রমেণ (মোহবশতঃ) বিনাশং (মৃত্যুকে) আয়াতি (প্রাপ্ত হইয়া থাকে) ॥ ৪৪

---

* যোষিতি বা পদার্থে—ইতি ক্বচিদধিকঃ।

অনুবাদ। [বাহিরের] জল চলিয়া যাইলেও, কর্কট মোহ-বশতঃ গর্ত্ত ছাড়িতে অসমর্থ হয় বলিয়া, পরিণামে যেমন মৃত্যু প্রাপ্ত হয়; সেইরূপ গৃহ প্রভৃতির সুখে আসক্তচিত্ত মানব মোহবশতঃ মৃত্যুই প্রাপ্ত হইয়া থাকে॥ ৪৪

কোশক্রিমিস্তন্তুভিরাত্মদেহম্
আবেষ্ট্য চাবেষ্ট্য চ গুপ্তিমিচ্ছন্।
স্বয়ং বিনির্গন্তুমশক্ত এব সন্
ততস্তদন্তে ম্রিয়তে চ লগ্নঃ॥ ৪৫

অন্বয়। গুপ্তিম্ (রক্ষাকে) ইচ্ছন্ (ইচ্ছা করিয়া) কোশক্রিমিঃ (গুটি-পোকা) তন্তুভিঃ (নিজদেহনির্ম্মিত সূত্রসমূহের দ্বারা) আবেষ্ট্য আবেষ্ট্য চ (আপনাকে বার বার আবেষ্টিত করিয়া) স্বয়ং (নিজে) বিনির্গন্তুং (বাহিরে যাইতে) অশক্তঃ (অসমর্থ) এব (ই) সন্ (হইয়া) ততঃ (তাহার পর) তদন্তে (তাহার মধ্যে) লগ্নঃ (সংলগ্ন থাকিয়াই) ম্রিয়তে (মরিয়া যায়)॥ ৪৫

অনুবাদ। আত্মরক্ষার্থ উদ্যত গুটিপোকা [নিজদেহপ্রসূত] সূত্রসমূহের দ্বারা বার বার [আপনাকে] বেষ্টন করিয়া, সেই সূত্র-নির্ম্মিত আত্মকারাগারের মধ্যে সংলগ্ন হইয়া পড়ে এবং পরিশেষে তাহার মধ্য হইতে বাহিরে যাইতে অসমর্থ হইয়া স্বয়ং মৃত্যুমুখে পতিত হয়॥ ৪৫

যথা তথা পুত্রকলত্রমিত্র-
স্নেহানুবন্ধৈর্গ্রথিতো গৃহস্থঃ।
কদাপি বা তান্ পরিমুচ্য গেহাৎ
গন্তুং ন শক্তো ম্রিয়তে মুধৈব॥ ৪৬

অন্বয়। যথা (যেমন গুটিপোকা) তথা (সেইরূপই) গৃহস্থঃ (গৃহস্বামী) পুত্রকলত্রমিত্রস্নেহানুবন্ধৈঃ (পুত্র পত্নী ও মিত্র প্রভৃতির প্রতি স্নেহরূপ বন্ধনের দ্বারা) গ্রথিতঃ (বদ্ধ হইয়া) কদাপি (কোন সময়েও) তান্ (তাহাদিগকে) পরিমুচ্য (পরিত্যাগপূর্ব্বক) গেহাৎ (গৃহ হইতে) গন্তুং (বাহিরে যাইতে)

ন শক্তঃ (সমর্থ না হইয়া) মুধৈব (অকৃতকার্য্য হইয়াই) ম্রিয়তে (মৃত্যুকে প্রাপ্ত হয়)॥ ৪৬

অনুবাদ। যেমন গুটিপোকা করিয়া থাকে, সেইরূপই গৃহস্থ ব্যক্তিও পুত্র পত্নী এবং মিত্র প্রভৃতির প্রতি যে স্নেহরূপ বন্ধন, তাহা দ্বারা বদ্ধ হইয়া, কোনকালেই সেই পুত্র পত্নী প্রভৃতিকে পরিত্যাগ-পূর্ব্বক গৃহ হইতে বাহিরে যাইতে (অর্থাৎ বিরক্তিসহকারে সন্ন্যাস অবলম্বন করিতে) সমর্থ হয় না এবং (শেষে) বৃথাই মৃত্যুবশ প্রাপ্ত হয়॥ ৪৬

কারাগৃহস্যাস্য চ কো বিশেষঃ
প্রদৃশ্যতে সাধু বিচার্য্যমাণে।
মুক্তেঃ প্রতীপত্বমিহাপি পুংসঃ
কান্তাসুখাভ্যুত্থিত-মোহপাশৈঃ॥ ৪৭

অন্বয়। সাধু (ভাল করিয়া) বিচার্য্যমাণে (বিচার করিয়া দেখিলে) অস্য (এই গৃহের) কারাগৃহস্য চ (এই কারাগৃহের) কঃ (কি) বিশেষঃ (পার্থক্য) প্রদৃশ্যতে (পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে)? ইহ (এইখানে) অপি (ও) কান্তাসুখাভ্যুত্থিত-মোহপাশৈঃ (কান্তার সমাগম-জনিত যে সুখ তাহাতে মোহরূপ রজ্জুসমূহের দ্বারা) মুক্তেঃ (মোক্ষের) প্রতীপত্বং (প্রতিকূলতা) পুংসঃ (পুরুষের) [সর্ব্বদাই হইয়া থাকে]॥ ৪৭

অনুবাদ। ভাল করিয়া বিচার করিয়া দেখিলে, এই গৃহের সহিত কারাগৃহের কি পার্থক্য পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে? [কিছুই নহে।] কারণ, এই গৃহেও কান্তার সমাগম হইতে সমুৎপন্ন সুখের মোহরূপ বন্ধনরজ্জুসমূহের দ্বারা পুরুষের মুক্তির প্রতিবন্ধ হইয়াই থাকে॥ ৪৭

গৃহস্পৃহা পাদনিবদ্ধ-শৃঙ্খলা
কান্তাসুতাশা পটুকণ্ঠপাশঃ।
শীর্ষে পতদ্‌ভূর্য্যশনির্হি সাক্ষাৎ
প্রাণান্তহেতুঃ প্রবলা ধনাশা॥ ৪৮

অন্বয়। গৃহস্পৃহা (গৃহটিকে ভোগ করিবার ইচ্ছাই) পাদনিবদ্ধশৃঙ্খলা (পাদদেশে সংলগ্ন শিকল) কান্তাসুতাশা (পত্নী ও পুত্রের আশাই) পটুকণ্ঠপাশঃ (সুদৃঢ় কণ্ঠের রজ্জু) প্রবলা (অতিশয়) ধনাশা (ধনার্জ্জনের আশাই) শীর্ষে (মাথার উপর) পতদ্ভূর্য্যাশনিঃ (পতনশীল বহু বজ্রের ন্যায়) প্রাণান্তহেতুঃ (প্রাণ-বিনাশের কারণ) [হইয়া থাকে]॥ ৪৮

অনুবাদ। গৃহভোগ করিবার আশাই [এখানে] চরণ-দেশে সংলগ্ন শিকলের সদৃশ, কান্তা ও পুত্র-বিষয়ে যে আশা, তাহাই [এখানে] সুদৃঢ় কণ্ঠপাশের সদৃশ, এবং অতিশয় ধনার্জ্জনের আশাই [এখানে] মস্তকের উপর পতনোন্মুখ বহু বজ্রের ন্যায় প্রাণবিনাশের কারণস্বরূপ বিদ্যমান রহিয়াছে। [সুতরাং কারাগৃহ হইতে এই গৃহের পার্থক্য কিছুই নাই, ইহাই তাৎপর্য্য]॥ ৪৮

কাম-দোষঃ।

আশাপাশশতেন পাশিতপদো নোত্থাতুমেব ক্ষমঃ
কামক্রোধমদাদিভিঃ প্রতিভটৈঃ সংরক্ষ্যমাণোঽনিশম্।
সংমোহাবরণেন গোপনবতঃ সংসার-কারাগৃহাৎ
নির্গন্তুং ত্রিবিধৈষণাপরবশঃ কঃ শক্নুয়াদ্রাগিষু॥ ৪৯

অন্বয়। রাগিষু (আসক্ত ব্যক্তিগণের মধ্যে) আশাপাশশতেন (আশারূপ শত রজ্জুদ্বারা) পাশিতপদঃ (বদ্ধচরণ) উত্থাতুং এব (উঠিতেই) ন ক্ষমঃ (অসমর্থ) কামক্রোধমদাদিভিঃ (কাম ক্রোধ এবং মদ প্রভৃতি) প্রতিভটৈঃ (সৈনিক-পুরুষগণ কর্ত্তৃক) অনিশং (সর্ব্বদা) সংরক্ষ্যমাণঃ (সম্যক্ প্রকারে রক্ষিত) ত্রিবিধৈষণাপরবশঃ (পুত্রৈষণা বিত্তৈষণা এবং লোকৈষণা এই ত্রিবিধ কামনার পরবশ) কঃ (কোন্ ব্যক্তি) সংমোহাবরণেন (সম্যক্ প্রকার মোহরূপ আবরণদ্বারা) গোপনবতঃ (সুরক্ষিত) সংসারকারাগৃহাৎ (সংসার-স্বরূপ কারাগৃহ হইতে) নির্গন্তুং (বাহির হইতে) শক্নুয়াৎ (সমর্থ হইতে পারে?)॥৪৯

অনুবাদ। [সংসারে] আসক্ত ব্যক্তিগণের মধ্যে কোন্ ব্যক্তি এই সংসাররূপ কারাগৃহ হইতে নির্গত হইতে সমর্থ পারে? [অর্থাৎ

কেহই নির্গত হইতে পারে না।] কারণ, এই সংসাররূপ কারাগৃহ সংমোহরূপ আবরণ [ভিত্তি] দ্বারা সুরক্ষিত, আর সেই রাগী ব্যক্তিও আশারূপ শত রজ্জু দ্বারা বদ্ধচরণ ; সুতরাং তাহার উত্থান করিবারও শক্তি নাই। তাহার উপর কাম ক্রোধ মদ প্রভৃতি শত্রুসেনাগণ তাহাকে সর্ব্বদা আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে এবং পুত্রৈষণা বিত্তৈষণা এবং লোকৈষণা-রূপ ত্রিবিধ এষণা তাহাকে সকল প্রকারে অধীন করিয়া রাখিয়াছে ॥ ৪৯

কামান্ধকারেণ নিরুদ্ধদৃষ্টি-
মুর্হ্যত্যসত্যপ্যবলাস্বরূপে।
ন হ্যন্ধদৃষ্টে রসতঃ সতো বা
সুখত্ব-দুঃখত্ব-বিচারণাস্তি ॥ ৫০

অন্বয়। কামান্ধকারেণ (কামরূপ অন্ধকারের দ্বারা) নিরুদ্ধদৃষ্টিঃ (যাহার দৃষ্টি নিরুদ্ধ হইয়াছে এইরূপ ব্যক্তি) অসতি অপি (বস্তুতঃ সৎ না হইলেও) অবলাস্বরূপে (স্ত্রীরূপ বিষয়ে) মুহ্যতি (মোহ প্রাপ্ত হয়) অন্ধদৃষ্টেঃ (যাহার দৃষ্টিশক্তি লুপ্ত হইয়াছে এইরূপ ব্যক্তির) অসতঃ (অবিদ্যমান বস্তুর) সতো বা (অথবা বিদ্যমান বস্তুর মধ্যে) সুখত্ব-দুঃখত্ব-বিচারণা (এইটি সুখের কারণ বা এইটি দুঃখের কারণ এইপ্রকার যথার্থ বিবেক) ন অস্তি (হয় না) ॥৫০

অনুবাদ। কামরূপ অন্ধকার যাহার দৃষ্টিকে নিরুদ্ধ করিয়াছে, সেই ব্যক্তিই অসৎকল্প অবলা-বিষয়ে মোহপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। যাহার দেখিবার শক্তি নাই, সেই ব্যক্তির সুখ এবং দুঃখের হেতুতা সদ্‌বস্তুতে আছে বা অসদ্‌বস্তুতে আছে এই প্রকার বিচার করিবার শক্তি নাই ॥ ৫০

শ্লেষ্মোদ্‌গারি মুখং স্রবন্মলবতী নাসাশ্রুমল্লোচনং
স্বেদস্রাবি মলাভিপূর্ণমভিতোদুর্গন্ধদুষ্টং বপুঃ।
অন্যদ্‌বক্তুমশক্যমেব মনসা মন্তুং ক্বচিন্নার্হতি
স্ত্রীরূপং কথমীদৃশং সুমনসাং পাত্রীভবেন্নেত্রয়োঃ ॥ ৫১

অন্বয়। মুখং (মুখ) শ্লেষ্মোদ্‌গারি (শ্লেষ্মা উদ্‌গিরণ করে) নাসা

(নাসিকা) স্রবন্মলবতী (কফরূপ-মল-স্রাবিণী) লোচনং (নয়ন) অশ্রুমৎ (অশ্রু-বারিযুক্ত) বপুঃ (শরীর) স্বেদস্রাবি (অনবরত স্বেদক্ষরণযুক্ত) মলাভিপূর্ণং (ভিতরে বিষ্ঠা ও মূত্র প্রভৃতি মলে পরিপূরিত) অভিতঃ (সর্ব্বাংশেই) দুর্গন্ধদুষ্টং (দুর্গন্ধরূপ দোষদ্বারা দুষ্ট) অন্যৎ (আর যাহা কিছু [অর্থাৎ স্ত্রীলোক সম্বন্ধে] তাহা) বক্তুং (বলিতে) অশক্যং (পারা যায় না) ক্বচিৎ (আবার কোন কোন দোষবিষয়ে) মন্তুং (মনে করিতে ও) ন অর্হতি (পারা যায় না) ঈদৃশং (এই প্রকার) স্ত্রীরূপং (রমণীর স্বরূপ) সুমনসাং (সুবুদ্ধি ব্যক্তিগণের) কথং (কি প্রকারে) নেত্রয়োঃ (নয়নদ্বয়ে) পাত্রীভবেৎ (দেখিবার যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে ?) ॥৫১

অনুবাদ। মুখ শ্লেষ্মা উদ্‌গিরণ করিয়া থাকে, নাসিকা মলযুক্ত, নয়ন অশ্রুযুক্ত ; শরীর সর্ব্বাংশেই স্বেদস্রাবি, অভ্যন্তরে মল পরিপূর্ণ এবং দুর্গন্ধিযুক্ত ; ইহা ছাড়া অন্যান্য যাহা কিছু দোষ আছে, তাহা মুখে বলাও যায় না এবং মনে করাও উচিত নহে; এইত হইল স্ত্রীলোকের স্বরূপ। এই স্ত্রীরূপ কি প্রকারে সুবুদ্ধি ব্যক্তিগণের নয়নদ্বয়ে দেখিবার যোগ্য বলিয়া প্রতীত হয় ? ॥ ৫১

দূরাদবেক্ষ্যাগ্নিশিখাং পতঙ্গো
রম্যত্ব-বুদ্ধ্যা বিনিপত্য নশ্যতি।
যথা তথা নষ্টদৃগেব সূক্ষ্মং
কথং নিরীক্ষেত বিমুক্তিমার্গম্ ॥ ৫২

অন্বয়। যথা (যেমন) পতঙ্গঃ (পোকামাকড়্ প্রভৃতি) দূরাৎ (দূর হইতে) অগ্নিশিখাং (আগুনের শিখাকে) রম্যত্ববুদ্ধ্যা (ইহা অতি সুন্দর এই প্রকার বুদ্ধিতে) অবেক্ষ্য (বিলোকন করিয়া) বিনিপত্য (তাহার উপর পড়িয়া) নশ্যতি (নাশ প্রাপ্ত হয়) তথা (সেইরূপ) নষ্টদৃগ্ (মূঢ়বুদ্ধি) এব (ই) সূক্ষ্মং (দুর্জ্জেয়) বিমুক্তিমার্গং (মুক্তির উপায়) কথং (কি প্রকারে) নিরীক্ষেত (বিলোকন করিবে ?) ॥৫২

অনুবাদ। যেমন পতঙ্গ দূর হইতে অগ্নিশিখাকে পরম সুন্দর বুদ্ধিতে বিলোকন পূর্ব্বক [তাহার উপর] নিপতিত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয় [এবং সে নিজের সেই অগ্নিশিখা হইতে বিমুক্তির পথ

দেখিতে পায় না] সেইরূপ মূঢ়-চেতা ব্যক্তি অতি দুর্জ্ঞেয় মুক্তির পথ
কি প্রকারে বিলোকন করিতে পাইবে ? ॥ ৫২

কামেন কান্তাং পরিগৃহ্য তদ্বৎ
জনোঽপ্যয়ং নশ্যতি নষ্টবুদ্ধিঃ। *
মাংসাস্থিমজ্জামলমূত্রপাত্রং
স্ত্রিয়ং তথা † রম্যতয়ৈব পশ্যতি ॥ ৫৩

অন্বয়। তদ্বৎ (সেই প্রকার) অয়ং (এই) জনঃ (প্রাকৃত ব্যক্তি) অপি
(ও) নষ্টবুদ্ধিঃ (মূঢ়চেতা হইয়া) কামেন (কামের বশে) কান্তাং (স্ত্রীকে
রমণীয়) পরিগৃহ্য (বিবেচনা করিয়া) নশ্যতি (বিনাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে
তথা (আরও) মাংসাস্থিমজ্জামলমূত্রপাত্রং (মাংস, অস্থি, মজ্জা, মল ও মূত্রের
আধারস্বরূপ) স্ত্রিয়ং (স্ত্রীলোককে) রম্যতয়া (রমণীয় বলিয়া) এব (ই)
পশ্যতি (দেখিয়া থাকে) ॥ ৫৩

অনুবাদ। এই প্রাকৃত (অর্থাৎ বিষয়াসক্ত) ব্যক্তিও সেইরূপ
কামের বশেই (স্ত্রীকে) কান্তা (অর্থাৎ পরম রমণীয়া) বলিয়া বোধ
করে এবং সেই জন্যই বিনাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। [আরও দ্রষ্টব্য
এই যে, ঈদৃশ ব্যক্তিই] মাংস, অস্থি, মজ্জা, মল ও মূত্রের আধার-
স্বরূপ স্ত্রীলোককে মনোহারিণী বলিয়া বিলোকন করিয়া থাকে ॥ ৫৩

কাম এব যমঃ সাক্ষাৎ কান্তা বৈতরণী নদী।
বিবেকিনাং মুমুক্ষূণাং নিলয়স্তু যমালয়ঃ ॥ ৫৪

অন্বয়। বিবেকিনাং (বিবেকসম্পন্ন) মুমুক্ষূণাং (মোক্ষার্থিব্যক্তিগণের
পক্ষে) কামঃ (কাম) এব (ই) সাক্ষাৎ (প্রত্যক্ষ) যমঃ (মৃত্যুর অধিষ্ঠাত্রী
দেবতার ন্যায়) কান্তা (স্ত্রীই) বৈতরণী (যমালয়ের দ্বারে বহনশীল বৈতরণী
নামে প্রসিদ্ধ) নদী (নদীর ন্যায়) নিলয়ঃ (গৃহ) তু (ই) যমালয়ঃ (যমগৃহের
ন্যায়) [প্রতীত হইয়া থাকে ইহাই তাৎপর্য্য] ॥ ৫৪

অনুবাদ। বিবেকসম্পন্ন মোক্ষার্থি-ব্যক্তিগণের সমক্ষে কামই

---

* নষ্টদৃষ্টিঃ ইতি বা পাঠঃ। † স্ত্রিয়ং স্বয়ম্ ইতি বা পাঠঃ।

সাক্ষাৎ যম, স্ত্রীই বৈতরণী নদী এবং নিজ গৃহই সাক্ষাৎ যমের গৃহ বলিয়া প্রতীত হইয়া থাকে ॥ ৫৪

যমালয়ে বাঽপি গৃহেঽপি নো নৃণাং
তাপত্রয়ক্লেশনিবৃত্তিরস্তি।
কিঞ্চিৎ সমালোক্য তু তদ্বিরামং
সুখাত্মনা পশ্যতি মূঢ়লোকঃ ॥ ৫৫

অন্বয়। যমালয়ে (যমের ভবনে) অপিবা (অথবা) গৃহে (নিজভবনে) নৃণাং (মনুষ্যগণের) তাপত্রয়ক্লেশনিবৃত্তিঃ (তাপত্রয়জনিত ক্লেশ হইতে বিরাম) ন অস্তি (হয় না) মূঢ়লোকঃ তু (মূঢ়বুদ্ধিলোক কিন্তু) কিঞ্চিৎ (কোন একটা বস্তুকে) সুখাত্মনা (সুখহেতুস্বরূপে) সমালোক্য (বিবেচনা করিয়া) তদ্বিরামং (সেই তাপত্রয়ের নিবৃত্তি) পশ্যতি (ভাবিয়া থাকে) ॥ ৫৫

অনুবাদ। মনুষ্যগণের কি যমালয়ে অথবা নিজগৃহে কোন স্থলেই তাপত্রয়-জনিত ক্লেশের নিবৃত্তি হইতে পারে না। কিন্তু, মূঢ়বুদ্ধি ব্যক্তি কোন একটি বস্তুকেই [সংস্কারবশে] সুখের কারণ বলিয়া বিবেচনা করে, এবং তাহা দ্বারাই উক্ত তাপত্রয়জনিত ক্লেশের নিবৃত্তি হইবে, এই প্রকার বিবেচনা করিয়া থাকে ॥ ৫৫

যমস্য কামস্য চ তারতম্যং
বিচার্য্যমাণে মহদস্তি লোকে।
হিতং করোত্যস্য যমোঽপ্রিয়ঃ সন্
কামস্ত্বনর্থং কুরুতে প্রিয়ঃ সন্ ॥ ৫৬

অন্বয়। বিচার্য্যমাণে (বিচার করিয়া দেখিলে) যমস্য (যমের) কামস্য চ (এবং কামের মধ্যে) মহৎ (অতিশয়) তারতম্যং (বৈষম্য) লোকে (লোক-মধ্যে) অস্তি (আছে); অস্য (এই পুরুষের) অপ্রিয়ঃ সন্ (অপ্রিয় হইয়াও) যমঃ (যম) হিতং (শুভ) করোতি (করিয়া থাকে) তু (কিন্তু) কামঃ (কাম) প্রিয়ঃ সন্ (প্রিয় হইয়াও) অনর্থং (অহিত) করোতি (করিয়া থাকে) ॥৫৬

অনুবাদ। বিচার করিয়া দেখিলে [বুঝিতে পারা যায় যে] যম এবং কাম এই উভয়ের মধ্যে অতিশয় বৈষম্য বিদ্যমান রহিয়াছে।

[কারণ] যম অপ্রিয় হইয়াও হিতই করিয়া থাকে, কিন্তু কাম প্রিয় হইয়াও অহিতই করিয়া থাকে ॥ ৫৬ 20,722

যমোঽসতামেব করোত্যনর্থং
সতাং তু সৌখ্যং কুরুতে হিতঃ সন্।
কামং সতামেব গতিং নিরুন্ধন্
করোত্যনর্থং হ্যসতাং নু কথা কা ॥ ৫৭

অন্বয়। যমঃ (যম) অসতাং (অসাধু জনগণের) এব (ই) অনর্থং (অনিষ্ট) করোতি (করিয়া থাকে); তু (কিন্তু) সতাং (সাধুগণের) হিতঃ সন্ (অনুকূলকারী হইয়া) সৌখ্যং (সুখ) করোতি (সম্পাদন করিয়া থাকে); তু (কিন্তু) কামঃ (কাম) সতাং (সাধুগণের) এব (ই) গতিং (সদ্‌গতিকে) নিরুন্ধন্ (রুদ্ধ করিয়া) অনর্থং (অহিত) করোতি (সম্পাদন করিয়া থাকে); অসতাং (অসাধুগণের) কা (কি) কথা [বক্তব্য ?] ॥৫৭

অনুবাদ। যম অসাধুগণেরই অনিষ্ট বিধান করিয়া থাকে, কিন্তু (যম) সাধুগণের অনুকূল হইয়া সুখেরই বিধান করিয়া থাকে। কাম কিন্তু সাধুগণেরও সদ্‌গতি রুদ্ধ করিয়া অহিতই সাধন করে। অসাধুগণের [যে অহিতাচরণ করে, সে বিষয়ে আর অধিক] কি কথা বলা যাইতে পারে ? ॥ ৫৭

বিশ্বস্য বৃদ্ধিং স্বয়মেব কাঙ্ক্ষন্
প্রবর্ত্তকং কামিজনং সসর্জ্জ।
তেনৈব লোকঃ পরিমুহ্যমানঃ
প্রবর্দ্ধতে চন্দ্রমসেব চাব্ধিঃ ॥ ৫৮

অন্বয়। [বিধাতা] স্বয়মেব (নিজেই) বিশ্বস্য (বিশ্বের) বৃদ্ধিং (বৃদ্ধিকে) কাঙ্ক্ষন্ (কামনা করিয়া) প্রবর্ত্তকং (প্রবৃত্তির হেতু) কামিজনং (কামনাযুক্ত জীবসমূহকে) সসর্জ্জ (সৃষ্টি করিয়াছেন); তেন (তাহার দ্বারা) এব (ই) পরিমুহ্যমানঃ (মোহপ্রাপ্ত হইয়া) লোকঃ (এই জীব-নিবহ) চন্দ্রমসা (চন্দ্রের দ্বারা) অব্ধিঃ (সমুদ্রের) ইব (ন্যায়) প্রবর্দ্ধতে (প্রকৃষ্টরূপে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে) ॥ ৫৮

অনুবাদ। [বিধাতা] নিজেই সংসারের বৃদ্ধি কামনা করিয়া প্রবৃত্তির হেতুস্বরূপ কামিজনকে সৃষ্টি করিয়াছেন। সেই কামের দ্বারাই মোহপ্রাপ্ত হইয়া চন্দ্রের দ্বারা সমুদ্রের ন্যায় এই জীবলোক বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে ॥ ৫৮

কামো নাম মহান্ জগদ্ভ্রময়িতা স্থিত্বাঽন্তরঙ্গে স্বয়ং
স্ত্রীপুংসাবিতরেতরাঙ্গকগুণৈর্হাসৈশ্চ ভাবৈঃ স্ফুটম্।
অন্যোন্যং পরিমোহ্য নৈজতমসা প্রেমানুবন্ধেন তৌ
বদ্ধ্বা ভ্রাময়তি প্রপঞ্চরচনাং সংবর্দ্ধয়ন্ ব্রহ্মহা ॥ ৫৯

অন্বয়। কামঃ (কন্দর্প) নাম (প্রসিদ্ধ। মহান্ (বড়) জগদ্ভ্রময়িতা (সংসারের ভ্রান্তিজনক) অন্তরঙ্গে (হৃদয়ে) পরং (প্রকৃষ্টভাবে) স্থিত্বা (অবস্থিতি করিয়া) ইতরেতরাঙ্গকগুণৈঃ (পরস্পরের অঙ্গে স্থিত লাবণ্য প্রভৃতি গুণের সাহায্যে) হাসৈঃ (হাস্যের দ্বারা) ভাবৈঃ (নানাপ্রকার মনোবিকারের দ্বারা) তৌ (সেই) স্ত্রীপুংসৌ (স্ত্রী এবং পুরুষকে) অন্যোন্যং (পরস্পর) পরিমোহ্য (অতিশয়রূপে মোহের বশীভূত করিয়া) নৈজতমসা (স্বকীয় তমোগুণের দ্বারা) প্রেমানুবন্ধেন (জনিত প্রেমরূপ বন্ধনরজ্জু দ্বারা) বদ্ধ্বা (বন্ধন করিয়া) প্রপঞ্চরচনাং (বিশ্বসৃষ্টিকে) সংবর্দ্ধয়ন্ (বাড়াইয়া) ব্রহ্মহা (পরব্রহ্মের তিরোধানকারী হইয়া) ভ্রাময়তি (ভ্রান্তি করাইতেছে) ॥ ৫৯

অনুবাদ। কামই মহান্, এই কামই জগতের ভ্রান্তিহেতু, এই কাম হৃদয়ে অবস্থিত হইয়া স্ত্রী এবং পুরুষকে পরস্পর অনুরাগরূপ রজ্জু দ্বারা বদ্ধ করিয়া থাকে ; কামজনিত মোহই সেই অনুরাগরূপ রজ্জুর উপাদান হইয়া থাকে ; এই কামের প্রভাবে স্ত্রী ও পুরুষ পরস্পরের অঙ্গের সৌন্দর্য্য প্রভৃতি গুণ দেখিতে পায়, ইহারই প্রভাবে তাহাদের পরস্পরের হাস্য এবং ভাব তাহাদের মোহের কারণ হইয়া থাকে ; এইরূপে কামই তাহাদিগকে পরিমোহিত করিয়া এবং মোহকল্পিত প্রেম-রজ্জু দ্বারা বন্ধন করিয়া প্রপঞ্চ-রচনাকে বাড়াইবার জন্য ভ্রান্তিজালের মধ্যে নিক্ষেপ করিতেছে। [এই কারণে] কামই ব্রহ্মহা (অর্থাৎ পরব্রহ্মের স্বরূপকে আবৃত করিয়া রাখিয়াছে) ॥ ৫৯

অতোঽন্তরঙ্গস্থিত-কামবেগাৎ
ভোগ্যে প্রবৃত্তিঃ স্বতএব সিদ্ধা।
সর্ব্বস্য জন্তো ধ্রু বমন্যথা চেৎ
অবোধিতার্থেষু কথং প্রবৃত্তিঃ॥ ৬০

অন্বয়। অতঃ (এই কারণে) সর্ব্বস্য (সকল) জন্তোঃ (জীবের) অন্তরঙ্গস্থিতকামবেগাৎ (হৃদয়স্থিত কামের বেগবশতঃ) ভোগ্যে (ভোগ্য বস্তুতে) প্রবৃত্তিঃ (অভিরুচি) স্বতএব (স্বভাবতই) সিদ্ধা (প্রসিদ্ধ আছে); চেৎ (যদি) অন্যথা (ইহা না হইবে) [তবে] অবোধিতার্থেষু (যাহার স্বরূপ জ্ঞাত নহে, তাদৃশ বস্তুসমূহে) প্রবৃত্তিঃ (অভিরুচি) কথং (কি প্রকারে হইয়া থাকে)॥ ৬০

অনুবাদ। এই কারণেই সকল জীবেরই হৃদয়স্থিত কামের বেগবশতঃই ভোগ্যবস্তুতে প্রবৃত্তি স্বতঃই উৎপন্ন হইয়া থকে। তাহা যদি না হইবে তবে অজ্ঞাত বস্তুব প্রতি ভোগ করিবার এই প্রকার প্রবৃত্তি (লোকের) কি প্রকারে হইতে পারে?॥ ৬০

তেনৈব সর্ব্বজন্তূনাং কামনা বলবত্তরা।
জীর্য্যত্যপি চ দেহেঽস্মিন্ কামনা নৈব জীর্য্যতি॥* ৬১

অন্বয়। তেন (সেই কামের দ্বারা) এব (ই) সর্ব্বজন্তূনাং (সকল প্রাণীর) কামনা (ভোগাভিলাষ) বলবত্তরা (অতিশয় প্রবল [ভবতীতি শেষঃ (হইয়া থাকে;]; অস্মিন্ (এই) দেহে (শরীরে) জীর্য্যতি [জীর্ণ হইলে] অপি (ও) কামনা (ভোগাভিলাষ নৈব জীর্য্যতি (জীর্ণ হয় না)॥ ৬০

অনুবাদ। সেই কামের প্রভাবেই সকল প্রাণীর কামনা অতিশয় প্রবল হইয়া থাকে। [এমন কি] এই দেহ জীর্ণ হইলেও, কামনা কিছুতেই জীর্ণ হয় না॥ ৬১

অবেক্ষ্য বিষয়ে দোষং বুদ্ধিযুক্তো বিচক্ষণঃ।
কামপাশেন যো মুক্তঃ স মুক্তেঃ পথগোচরঃ॥ † ৬২

অন্বয়। যঃ (যে) বুদ্ধিযুক্তঃ (বুদ্ধিমান্) বিচক্ষণঃ (বিবেচক ব্যক্তি)

---

* জীর্য্যতে ইতি বা পাঠঃ॥ † পথগোচবঃ ইতি বা পাঠঃ॥

বিষয়ে (ভোগ্য বস্তুতে) দোষং (দোষকে) অবেক্ষ্য (বিচার করিয়া) কাম-পাশেন (কামপাশ হইতে) মুক্তঃ (মুক্তিলাভ করিয়াছে) সঃ (সেই ব্যক্তিই) মুক্তেঃ (মুক্তির) পথগোচরঃ (পথে আরূঢ় হইয়া থাকে*) ॥ ৬২

অনুবাদ। যে বুদ্ধিমান্ এবং বিবেচক ব্যক্তি এইরূপে ভোগ্য বস্তুতে দোষ দর্শন করিয়া কাম-পাশ হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছে, সেই ব্যক্তিই মুক্তির পথে আরূঢ় হইতে পারিয়াছে ॥ ৬২

কামবিজয়োপায়ঃ।

কামস্য বিজয়োপায়ং সূক্ষ্মং বক্ষ্যাম্যহং সতাম্।
সংকল্পস্য পরিত্যাগ উপায়ঃ সুলভো মতঃ ॥ ৬৩

অন্বয়। অহং (আমি) সতাং (সজ্জনগণের) সূক্ষ্মং (দুবিজ্ঞেয়) কামস্য (কামের) বিজয়োপায়ং (জয় করিবার উপায়) বক্ষ্যামি (বলিব)। সংকল্পস্য (সংকল্পের) পরিত্যাগঃ (পরিবর্জ্জন) সুলভঃ (অনায়াসসাধ্য) উপায়ঃ (কাম বিজয়ের উপায়) মতঃ (বিবেচিত হইয়া থাকে) ॥ ৬৩

অনুবাদ। আমি সজ্জনগণের (পক্ষে) কামবিজয়ের দুর্জ্ঞেয় উপায় (কি তাহা) বলিতেছি। সংকল্পের পরিত্যাগই কামবিজয়ের অনায়াসসাধ্য উপায় বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে ॥ ৬৩

শ্রুতে দৃষ্টেঽপি বা ভোগ্যে যস্মিন্ কস্মিংশ্চ বস্তুনি।
সমীচীনত্বধীত্যাগাৎ কামো নোদেতি কর্হিচিৎ ॥ ৬৪

অন্বয়। শ্রুতে (শ্রুতিগোচরই হউক) দৃষ্টেঽপি বা (দৃষ্টিগোচরই বা হউক) যস্মিন্ (যে) কস্মিন্ (কোন) ভোগ্য (ভোগের সাধন) বস্তুনি (বস্তুতে) সমীচীনত্বধীত্যাগাৎ (ইহা সমীচীন এই প্রকার বুদ্ধি পরিহার করিলে) কর্হিচিৎ (কোন কালেই) কামঃ (কাম) ন উদেতি (উদিত হইতে পারে না) ॥ ৬৪

অনুবাদ। শ্রুতিগোচরই হউক বা দৃষ্টিগোচরই হউক, যে কোন ভোগ্য বস্তু আছে, তাহাতে ইহা সমীচীন (অর্থাৎ আমার সুখ-সাধন) এইপ্রকার বুদ্ধিকে পরিত্যাগ করিতে পারিলে, কোন সময়েই কাম উদিত হইতে পারে না ॥ ৬৪

কামস্য বীজং সঙ্কল্পঃ সঙ্কল্পাদেব জায়তে।
বীজে নষ্টেঽঙ্কুর ইব তস্মিন্ নষ্টে বিনশ্যতি ॥ ৬৫

অন্বয়। সঙ্কল্পঃ (অভিলাষ) কামস্য (কামের) বীজং (বীজ = উৎপত্তির কারণ); [অতএব] সঙ্কল্পাৎ (সঙ্কল্প হইতে) এব (ই) [কামঃ] জায়তে (জন্মে)। বীজে নষ্টে (বীজ নষ্ট হইলে) অঙ্কুরঃ ইব (অঙ্কুরবৎ) তস্মিন্ নষ্টে (তাহা = সঙ্কল্প, নষ্ট হইলে) [কামঃ] বিনশ্যতি (বিনষ্ট হইয়া যায়) ॥ ৬৫

অনুবাদ। অভিলাষ কামের বীজ [-স্বরূপ]; [অতএব] সঙ্কল্প হইতেই কাম উৎপন্ন হইয়া থাকে; বীজ নষ্ট হইলে অঙ্কুরের ন্যায়, অভিলাষ বিনষ্ট হইলে কামও বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ৬৫

ন কোঽপি সম্যক্ত্বধিয়া বিনৈব
ভোগ্যং নরঃ কাময়িতুং সমর্থঃ।
যতস্ততঃ কামজয়েচ্ছুরেতাং
সম্যক্ত্ববুদ্ধিং বিষয়ে নিহন্যাৎ ॥ ৬৬

অন্বয়। কোঽপি (কোনও) নরঃ (মনুষ্য) সম্যক্ত্বধিয়া (ইহা সম্যক্ এই প্রকার বুদ্ধির) বিনা (বিরহে) ভোগ্যং (ভোগসাধন বস্তুকে) কাময়িতুং (কামনা করিতে) সমর্থঃ (যোগ্য) ন এব (হইতেই পারে না)। যতঃ (যেহেতু এই প্রকার) ততঃ (সেই কারণে) কামজয়েচ্ছুঃ (কাম বিজয় করিতে অভিলাষী) বিষয়ে (ভোগ্য বস্তুতে) এতাং (এই) সম্যক্ত্ববুদ্ধিং (চারুতাজ্ঞান) নিহন্যাৎ (বিনষ্ট করিবে) ॥ ৬৬

অনুবাদ। যে কারণে কোন মনুষ্যই এই সম্যক্ত্ব-বোধ অর্থাৎ চারুতা জ্ঞান ব্যতিরেকে ভোগ্য বিষয়কে কামনা করিতে সমর্থ নহে; সেই কারণে, যে ব্যক্তি কামকে জয় করিতে ইচ্ছা করে, সে ভোগ্য বিষয়ে এই চারুতা-বুদ্ধিকে বিনষ্ট করিবে ॥ ৬৬

ভোগ্যে নরঃ কামজয়েচ্ছুরেতাং
সুখত্ববুদ্ধিং বিষয়ে নিহন্যাৎ।
যাবৎ সুখত্বভ্রমধীঃ পদার্থে
তাবন্ন জেতুং প্রভবেদ্ধি কামম্ ॥ ৬৭

অন্বয়। কামজয়েচ্ছুঃ (কামকে জয় করিতে অভিলাষী) নরঃ (মনুষ্য) বিষয়ে (ভোগ্য বস্তুতে) এতাং (এই) সুখত্ববুদ্ধিং (ইহা সুখের হেতু এইপ্রকার বুদ্ধিকে) নিহন্যাৎ (অবশ্যই বিনষ্ট করিবে), হি (যেহেতু) যাবৎ (যেকাল পর্য্যন্ত) পদার্থে (ভোগ্য বস্তুতে) সুখত্বভ্রমধীঃ (ইহা সুখের হেতু এইরূপ ভ্রান্তি-জ্ঞান) তাবৎ (সেই কাল পর্য্যন্ত) কামম্ (কামকে) জেতুং (জয় করিতে) ন প্রভবেৎ (কেহই সমর্থ হয় না) ॥ ৬৭

অনুবাদ। কামকে জয় করিতে যাহার অভিলাষ আছে, সেই ব্যক্তি ভোগ্য বস্তুতে এই সুখকরত্ব-জ্ঞানকে পরিহার করিবে। কারণ, যে পর্য্যন্ত ভোগ্য বস্তুতে এইরূপ সুখহেতুত্ব-জ্ঞানরূপ ভ্রান্তি বিদ্যমান থাকিবে, সেই পর্য্যন্ত কেহই কামকে জয় করিতে সমর্থ হয় না ॥ ৬৭

সংকল্পানুদয়ে হেতুর্যথাভূতার্থদর্শনম্।
অনর্থচিন্তনং চাভ্যাং নাহবকাশোহস্য বিদ্যতে ॥ ৬৮

অন্বয়। যথাভূতার্থ-দর্শনং (যে বস্তুর যাহা প্রকৃত স্বরূপ, তাহারই বোধ) অনর্থচিন্তনং চ (এবং তাহা দ্বারা যে অনর্থ হইতে পারে তাহার চিন্তা, এই দুইটিই) সংকল্পানুদয়ে (সংকল্পের অনুদয়ের প্রতি) হেতুঃ (কারণ); আভ্যাং (এই দুইটির দ্বারাই) অস্য (এই কামের) অবকাশঃ (অবসর) ন বিদ্যতে (থাকে না) ॥ ৬৮

অনুবাদ। বস্তুর যাহা প্রকৃত স্বভাব, তাহার বোধ এবং ঐ বস্তু হইতে যে প্রকার অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা, তাহারও বোধ—এই দ্বিবিধ জ্ঞানই সংকল্পের অনুদয়ের প্রতি কারণ [হইয়া থাকে]; এই দুইপ্রকার বোধ দ্বারা কামের অবসর বিলুপ্ত হইয়া থাকে (অর্থাৎ এই দুইপ্রকার বোধ হৃদয়ে জাগরূক থাকিলে, কামের উদয় হইবার কোন সম্ভাবনা থাকে না) ॥ ৬৮

রত্নে যদি শিলাবুদ্ধির্জায়তে বা ভয়ং ততঃ।
সমীচীনত্বধীর্নৈতি নোপাদেয়ত্বধীরপি ॥ ৬৯

অন্বয়। রত্নে (কোন রত্নে) যদি (যদি) শিলাবুদ্ধিঃ (ইহা প্রস্তর মাত্র এই প্রকার বুদ্ধি) জায়তে (উৎপন্ন হয়), ততঃ (তাহা হইতে) ভয়ং বা (ভয়ও) জায়তে যদি (যদি উৎপন্ন হয়), সমীচীনত্বধীঃ (তাহা হইলে ইহা সমীচীন এই

প্রকার বুদ্ধি) উপাদেয়ত্বধীঃ অপি (অথবা ইহাকে উপাদান করিতে হইবে এই প্রকার বুদ্ধিঃ) ন এতি (কখনও মনে উদিত হয় না) ॥ ৬৯

অনুবাদ। কোন রত্নে যদি ইহা প্রস্তর মাত্র এইপ্রকার জ্ঞান হয়, অথবা ঐ রত্ন হইতে যদি কোন [অনিষ্ট-সম্ভাবনা প্রযুক্ত] ভয় হয়, তাহা হইলে, তাহাতে কাহারও ইহা সমীচীন এবং ইহা উপাদেয় এইপ্রকার বুদ্ধি উৎপন্ন হয় না ॥ ৬৯

যথার্থদর্শনং বস্তুন্যনর্থস্যাপি চিন্তনম্।
সংকল্পস্যাৰ্ত্তপি কামস্য তদ্‌বধোপায় ইষ্যতে ॥ ৭০

অন্বয়। তৎ (সেই কারণে) বস্তুনি (ভোগ্য বস্তুতে) যথার্থ দর্শনং (তাহার যাহা প্রকৃত স্বরূপ তাহার জ্ঞান) অনর্থস্য চিন্তনং চ (এবং তাহা হইতে যে অনর্থ ঘটিতে পারে তাহার চিন্তা) সংকল্পস্য (সংকল্পের) কামস্য অপি চ (এবং কামেরও) বধোপায়ঃ (বিধ্বংস করিবার হেতু বলিয়া) ইষ্যতে (অভিমত হইয়া থাকে) ॥ ৭০

অনুবাদ। সেই কারণে ভোগ্য বস্তুবিষয়ে যথার্থ দৃষ্টি (অর্থাৎ ঐ ভোগ্য বস্তুর যাহা প্রকৃত স্বভাব তাহার অবধারণ) এবং ঐ ভোগ্য বস্তু হইতে যে অনর্থপাত হইতে পারে,তাহার চিন্তা এই দুইটিই সংকল্প এবং কামকে বিধ্বস্ত করিবার হেতু বলিয়া অভিমত হইয়া থাকে ॥ ৭০

ধনদোষঃ।

ধনং ভয়নিবন্ধনং সততদুঃখসংবর্দ্ধনং
প্রচণ্ডতর-কর্দ্দনং স্ফুটিত-বন্ধুসংবর্দ্ধনম্।
বিশিষ্টগুণবাধনং কৃপণধীসমারাধনং
ন মুক্তিগতিসাধনং ভবতি নাঽপি হৃচ্ছোধনম্ ॥৭১

অন্বয়। ধনং (অর্থ) ভয়নিবন্ধনং (ভীতির হেতু) [সুতরাং] সততদুঃখ-সংবর্দ্ধনং (সর্ব্বদা দুঃখকে বাড়াইয়া থাকে) স্ফুটিত-বন্ধুসংবর্দ্ধনং (বন্ধুবিচ্ছেদকে বাড়াইয়া থাকে) প্রচণ্ডতরকর্দ্দনং (ইহা অতি ভয়ঙ্কর বিড়ম্বনার হেতু) বিশিষ্ট-

গুণবাধনং (উৎকৃষ্ট গুণসমূহের বাধাকর) কৃপণধীসমারাধনং (একমাত্র কৃপণেরই অভিরুচিজনক) মুক্তিগতিসাধনং (মুক্তিপ্রাপ্তির উপায়) ন ভবতি (হইতে পারে না), হৃচ্ছোধনং (চিত্তশুদ্ধিরও হেতু) ন অপি [ভবতি ইতি শেষঃ = হইতে পারে না] ॥ ৭১

অনুবাদ। ধন ভয়ের হেতু এবং সতত দুঃখবৃদ্ধির কারণ হয়। ইহা অতি ভয়ঙ্কর বিড়ম্বনারই হেতু হয়। ইহা বন্ধুবিচ্ছেদের বৃদ্ধিকর, ইহা উৎকৃষ্ট গুণ সকলকে বিলুপ্ত করে, কেবল কৃপণগণের মতিই ইহাতে আকৃষ্ট হইয়া থাকে। এই ধন মুক্তিলাভের কারণ হয় না এবং ইহা চিত্তশুদ্ধিরও কারণ হইতে পারে না ॥ ৭১

রাজ্ঞোভয়ং চৌরভয়ং প্রমাদাৎ
ভয়ং তথা জ্ঞাতিভয়ং চ বস্তুতঃ।
ধনং ভয়গ্রস্তমনর্থমূলং
যতঃ সতাং তন্ন সুখায় কল্প্যতে ॥ * ৭২

অন্বয়। রাজ্ঞঃ (নৃপতি হইতে) ভয়ং (ভয়) চৌরভয়ং (চোর হইতে ভয়) প্রমাদাৎ (অসাবধানতা হইতে) ভয়ং (ভয়) তথা (সেই প্রকার) জ্ঞাতি-ভয়ং (জ্ঞাতি হইতে ভয়) বস্তুতঃ (যথার্থ কথা এই যে) যতঃ (যেহেতু) ধনং (অর্থ) ভয়গ্রস্ত (ভয়সমূহ দ্বারা গ্রস্ত) অনর্থমূলং (এবং দুঃখের কারণ); তৎ (এজন্য) সুখায় (সুখের হেতু বলিয়া) ন কল্প্যতে (কল্পিত হইতে পারে না) ॥ ৭২

অনুবাদ। (ধন থাকিলে) নৃপতি হইতে ভয়, চোর হইতে ভয়, অসাবধানতা হইতে ভয় এবং জ্ঞাতিজন হইতেও ভয় হইয়া থাকে। বাস্তবপক্ষে যেহেতু ধন এইরূপে (নানাপ্রকার) ভয়েরই হেতু এবং অনর্থের হেতু হইয়া থাকে, এইজন্য (বিবেকসম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষে) ইহা (কখনই) সুখের হেতু বলিয়া বিবেচিত হয় না ॥ ৭২

অর্জ্জনে রক্ষণে দানে ব্যয়ে বাঽপিচ বস্তুতঃ।
দুঃখমেব সদা নৃণাং ন ধনং সুখসাধনম্ ॥ ৭৩

অন্বয়। নৃণাং (মনুষ্যগণের) অর্জ্জনে (ধনের অর্জ্জনে) রক্ষণে (রক্ষায়)

* নৈব সুখায় কল্পতে ইতি বা পাঠঃ।

দানে (দানে), ব্যয়েঽপিবা (কিংবা ব্যয়েও) সদা (সকল সময়েই) দুঃখং (দুঃখের কারণ) এব (ই) ; ধনং (এইরূপ ধন) সুখসাধনং (সুখের সাধন) ন ভবতীতি-শেষঃ (হইতে পারে না) ॥ ৭৩

অনুবাদ। (ধনের অর্জ্জনে) রক্ষণে দানে এবং ব্যয়ে ধন মনুষ্য-গণের সর্ব্বদাই দুঃখেরই কারণ হইয়া থাকে ; এই কারণে, ইহা সুখের সাধন হয় না ॥ ৭৩

সতামপি পদার্থস্য লাভাল্লোভঃ প্রবর্ত্ততে।
বিবেকো লুপ্যতে লোভাৎ তস্মিন্ লুপ্তে বিনশ্যতি ॥৭৪

অন্বয়। সতাং (সাধুগণের) অপি (ও) পদার্থস্য (ধনের) লাভাৎ (লাভ হইতে) লোভঃ (লোভ) প্রবর্ত্ততে (উদিত হয়)। লোভাৎ (লোভ হইতে) বিবেকঃ (সদসদ্‌বিচারবুদ্ধি) লুপ্যতে (লুপ্ত হইয়া থাকে), তস্মিন্ (সেই বিবেক) লুপ্তে (বিনষ্ট হইলে) বিনশ্যতি (লোক বিনাশ প্রাপ্ত হয়) ॥ ৭৪

অনুবাদ। ধনলাভ হইলে (ক্রমে) সাধুগণেরও লোভের উদয় হইয়া থাকে। লোভ হইলে, ইহা সৎ উহা অসৎ এইপ্রকার বুঝিবার শক্তিরূপ যে বিবেক, তাহাও লুপ্ত হয় ; বিবেক লুপ্ত হইলে মনুষ্য বিনাশকে প্রাপ্ত হয় ॥ ৭৪

দহত্যলাভে নিঃস্বত্বং লাভে লোভো দহত্যমুম্।
তস্মাৎ সন্তাপকং বিত্তং কস্য সৌখ্যং প্রযচ্ছতি ॥ ৭৫

অন্বয়। অলাভে (ধনলাভ না হইলে) নিঃস্বত্বং (দরিদ্রব্যক্তিকে) দহতি (তাপিত করিয়া থাকে), লাভে (লাভ হইলে) অমুং (সেই ব্যক্তিকেই) লোভঃ (লোভ) দহতি (তাপিত করে) ; তস্মাৎ (সেই কারণে) সন্তাপকং (সন্তাপজনক) বিত্তং (ধন) কস্য (কোন্ ব্যক্তির) সৌখ্যং (সুখকে) প্রযচ্ছতি (দান করিয়া থাকে ?) ॥ ৭৫

অনুবাদ। যদি লব্ধ না হয়, তাহা হইলে ধন দরিদ্র ব্যক্তিকে তাপযুক্ত করিয়া থাকে। আবার ধনলাভ হইলে, লোভ (উদিত হইয়া) হৃদয়ের সন্তাপকর হইয়া থাকে। এই কারণে (সর্ব্বপ্রকারেই) (হৃদয়ের) তাপজনক ধন (এই সংসারে) কাহার সুখ প্রদান-করে ? (অর্থাৎ কাহারও সুখের হেতু হয় না) ॥ ৭৫

ভোগেন মত্ততা জন্তো র্দানেন পুনরুদ্ভবঃ ।
বৃথৈবোভয়থা বিত্তং নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ॥ ৭৬

অন্বয়। ভোগেন (ধনভোগের দ্বারা) জন্তোঃ (জীবের) মত্ততা (প্রমাদ) [ভবতি ইতি শেষঃ = হইয়া থাকে], দানেন (দানের দ্বারা) পুনরুদ্ভবঃ (দানজনিত পুণ্যের প্রভাবে সুখভোগ করিবার জন্য—আবার জন্মলাভ) [ভবতীতিশেষঃ = হইয়া থাকে]; উভয়থা (উভয় প্রকারেই) বিত্তং (ধন) বৃথা (নিরর্থক) এব (ই); অন্যথা (ধনের এই দুই প্রকার ছাড়া অন্য কোন) গতিঃ (গতি) ন অস্তি এব (বিদ্যমান নাই) ॥ ৭৬

অনুবাদ। ধনের ভোগে জীবের মত্ততা উপস্থিত হয়, (সৎ বা অসৎ কার্য্যে) দান করিলে (তজ্জনিত পুণ্য বা পাপের প্রভাবে সুখ বা দুঃখ ভোগ করিবার জন্য) পুনর্ব্বার জন্মলাভ করিতে হয়। উভয় প্রকারেই ধন বৃথাই হয় ; এই দুইটি প্রকার ছাড়া ধনের অন্য কোন গতিও নাই ॥ ৭৬

ধনেন মদবৃদ্ধিঃ স্যান্মদেন স্মৃতিনাশনম্ ।
স্মৃতিনাশাদ্ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি ॥ ৭৭

অন্বয়। ধনেন (ধনের দ্বারা) মদবৃদ্ধিঃ (অভিমানের বৃদ্ধি) স্যাৎ (হইয়া থাকে), মদেন (অভিমানের দ্বারা) স্মৃতিনাশনং (স্মৃতির বিলোপ হয়), স্মৃতি-নাশাৎ (স্মৃতির বিলোপ হইলে) বুদ্ধিনাশঃ (বুদ্ধির নাশ হয়), বুদ্ধিনাশাৎ (বুদ্ধির নাশ হইলে) প্রণশ্যতি (লোকে বিনাশপ্রাপ্ত হইয়া থাকে) ॥ ৭৭

অনুবাদ। ধন হইলে (লোকের) অভিমান বাড়িয়া থাকে ; অভিমান অতিশয় বাড়িলে, উহা স্মৃতিকে বিলুপ্ত করিয়া দেয়। স্মৃতির বিলোপ হইলে বুদ্ধিনাশ হয় এবং বুদ্ধিনাশ হইলে লোক বিনাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ৭৭

সুখয়তি ধনমেবেত্যন্তরাশা-পিশাচ্যা
দৃঢ়তরমুপগূঢ়ো মূঢ়লোকো জড়াত্মা ।
নিবসতি তদুপান্তে সন্ততং প্রেক্ষমাণো
ব্রজতি তদপি পশ্চাৎ প্রাণমেতস্য হৃত্বা ॥ ৭৮

অন্বয়। ধনং (ধন) সুখয়তি (সুখ প্রদান করে) এব (ই) ইতি (এই প্রকার) অন্তরাশা-পিশাচ্যা (মনের মধ্যে স্থিত আশারূপধারিণী পিশাচী কর্ত্তৃক) দৃঢ়তরং (অতি দৃঢ়ভাবে) উপগূঢ়ঃ (আলিঙ্গিত হইয়া) জড়াত্মা (জড়ভাবাপন্ন) মূঢ়লোকঃ (মোহগ্রস্ত ব্যক্তি) তদুপান্তে (ধনের কাছে) সন্ততং (সর্ব্বদা) প্রেক্ষ-মাণঃ (দেখিতে দেখিতে) নিবসতি (বাস করে) ; পশ্চাৎ (শেষে কিন্তু) তৎ (সেই ধনই) এতস্য (এই মূঢ়ব্যক্তির) প্রাণং (প্রাণকে) হৃত্বা (হরণ করিয়া) ব্রজতি (চলিয়া যায়) ॥ ৭৮

অনুবাদ। ধন আমাকে সুখপ্রদান করিবেই—এইপ্রকার হৃদয়-স্থিত যে আশা তাহা পিশাচী স্বরূপে মূঢ় ব্যক্তিকে গাঢ়রূপে আলিঙ্গন করিয়া থাকে ; তাহারই বশে জড়াত্মা হইয়া মনুষ্য ধনের দিকে চাহিয়া সর্ব্বদাই ধনের নিকট বাস করিয়া থাকে। শেষে কিন্তু, সেই ধনই তাহার প্রাণবিনাশের হেতু হয় এবং তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যায় ॥ ৭৮

সম্পন্নোঽন্ধবদেব কিঞ্চিদপরং নো বীক্ষতে চক্ষুষা
সদ্ভির্বর্জ্জিতমার্গ এব চরতি প্রোৎসাহিতো বালিশৈঃ।
তস্মিন্নেব মুহুঃ স্খলন্ প্রতিপদং গত্বান্ধকূপে পত-
ত্যস্যান্ধত্ব-নিবর্ত্তকৌষধমিদং দারিদ্র্যমেবাঞ্জনম্ ॥৭৯

অন্বয়। সম্পন্নঃ (ধনী) অন্ধবৎ (অন্ধের ন্যায়) অপরং (অন্য) কিঞ্চিৎ (কোন বস্তুই) চক্ষুষা (নয়ন দ্বারা) নো বীক্ষতে এব (দেখিতেই পায় না), সদ্ভিঃ (সাধুগণ কর্ত্তৃক) বর্জ্জিতমার্গে (পরিত্যক্ত পথে) এব (ই) বালিশৈঃ (মূর্খগণ কর্ত্তৃক) প্রোৎসাহিতঃ (প্রকৃষ্টরূপে উৎসাহিত হইয়া) চরতি (বিচরণ করিয়া থাকে)। তস্মিন্ (সেই পথে) এব (ই) প্রতিপদং (প্রত্যেক পদেতেই) মুহুঃ (বারবার) স্খলন্ (স্খলিত হইয়া) গত্বা (যাইয়া) অন্ধকূপে (অন্ধকূপ-সদৃশ মহাবিপদে) পততি (পতিত হইয়া থাকে), তস্য (সেই ব্যক্তির) অন্ধত্বনিবর্ত্তকং (এইপ্রকার অন্ধত্বকে নিবারণ করিতে সমর্থ) ইদং (এই) দারিদ্র্যং (দরিদ্রতা) অঞ্জনং (অঞ্জন) এব (ই) ঔষধং (ঔষধস্বরূপ) [ভবতি ইতি শেষঃ = হইয়া থাকে] ॥ ৭৯

অনুবাদ। সম্পত্তিশালী মনুষ্য অন্ধের ন্যায় (ধন ছাড়া) অপর

কোন বস্তুই নেত্র দ্বারা দেখিতে পায় না। সে মূর্খজনের বাক্যের দ্বারা উৎসাহিত হইয়া, সাধুজন-বিগর্হিত পথে বিচরণ করিয়া থাকে। সেই পথে প্রতিপদক্ষেপেই বারংবার স্খলিত হইয়া যাইতে যাইতে সে অবশেষে অন্ধকূপসদৃশ মহাবিপদে পতিত হইয়া থাকে। দারিদ্র্য-রূপ অঞ্জনই তাহার এই ধনমদান্ধতা-রূপ রোগ-নিবৃত্তির একমাত্র ঔষধ॥ ৭৯

লোভঃ ক্রোধশ্চ দম্ভশ্চ মদো মৎসর এব চ।
বর্দ্ধতে বিত্ত-সম্প্রাপ্ত্যা কথং তচ্চিত্তশোধনম্॥ ৮০

অন্বয়। বিত্তসম্প্রাপ্ত্যা (প্রচুর ধন হইলে) লোভঃ ক্রোধশ্চ দম্ভশ্চ মদঃ (লোভ, ক্রোধ, দম্ভ, মদ) মৎসরঃ এব চ (এবং পরের গুণ দেখিয়া তাহার উপর বিদ্বেষ) বর্দ্ধতে (বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়), তৎ (সেই ধন) কথং (কি প্রকারে) চিত্তশোধনং (চিত্তশুদ্ধির কারণ)। [ভবতীতি শেষঃ=হয়?]॥ ৮০

অনুবাদ। ধনের সম্যক প্রকারে লাভের দ্বারা লোভ, ক্রোধ, দম্ভ, মদ এবং মৎসর বাড়িয়া থাকে। সেই ধন কি প্রকারে অন্তঃকরণের বিশুদ্ধতা সম্পাদন করিবে?॥ ৮০

অলাভাদ্দ্বিগুণং দুঃখং বিত্তস্য ব্যয়সম্ভবে।
ততোঽপি দ্বিগুণং * দুঃখং দুর্ব্যয়ে বিদুষামপি॥৮১

অন্বয়। বিত্তস্য (ধনের) ব্যয়সম্ভবে (ব্যয়ের সম্ভাবনা হইলে) অলাভাৎ (অপ্রাপ্তি হইতে) দ্বিগুণং (যে দুঃখ হইতে পারে, তাহা অপেক্ষা দুইগুণ অধিক) দুঃখং (দুঃখ) [ভবতি=হইয়া থাকে], দুর্ব্যয়ে (অন্যায়রূপে ব্যয় হইলে) বিদুষামপি (অভিজ্ঞব্যক্তিগণেরও) ততোঽপি (তাহা হইতেও) দ্বিগুণং (দুইগুণ অধিক) দুঃখং (দুঃখ) [ভবতি=হইয়া থাকে]॥ ৮১

অনুবাদ। ধনব্যয়ের সম্ভাবনা হইলে, অপ্রাপ্তিনিবন্ধন দুঃখ হইতে দুইগুণ অধিক দুঃখ হইয়া থাকে। অন্যায়রূপে ব্যয় হইলে অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণেরও তাহা হইতেও দুইগুণ অধিক দুঃখ হইয়া থাকে॥ ৮১

---

* ততোঽপি ত্রিগুণং দুঃখম্ ইতি বা পাঠঃ।

নিত্যাহিতেন বিত্তেন ভয়চিন্তানপায়িনা।
চিত্তস্বাস্থ্যং কুতো জন্তোঃ গৃহস্থেনাঽহিনা যথা ॥ ৮২

অন্বয়। ভয়চিন্তানপায়িনা (ভয় ও চিন্তার সহিত সর্ব্বদা সম্বদ্ধ) নিত্যাহিতেন (সুতরাং সর্ব্বদাই অহিতকর) বিত্তেন (বিত্তের দ্বারা) জন্তোঃ (প্রাণীর) যথা (যেমন) গৃহস্থিতেন (গৃহেতে অবস্থিত) অহিনা (সর্পের দ্বারা) চিত্তস্বাস্থ্যং (চিত্তের স্বাস্থ্য) কুতঃ (কি প্রকারে হইবে?) ॥ ৮২।

অনুবাদ। গৃহে সর্প থাকিলে যেমন [গৃহস্থের চিত্ত-স্বাস্থ্য হয় না], সেইরূপ ভয় ও চিন্তার সহিত সর্ব্বদা সম্বদ্ধ সুতরাং সতত অনিষ্টকর ধন থাকিলে, জীবের সুস্থচিত্ততা কিরূপে হইতে পারে? ॥ ৮২

কান্তারে বিজনে পুরে * জনপদে সেতৌ নিরীতৌ চ বা
চৌরৈর্বাপি তথেতরৈর্নরবরৈর্যুক্তো বিযুক্তোঽপি বা।
নিঃস্বঃ স্বস্থতয়া সুখেন বসতি হ্যাদ্রীয়মাণো জনৈঃ
ক্লিশ্নাত্যেব ধনী সদাকুলমতির্ভীতশ্চ পুত্রাদপি ॥ ৮৩

অন্বয়। বিজনে (জনহীন) কান্তারে (বনে) পুরে (নগরে) জনপদে (দেশে) সেতৌ (সেতুতে) নিরীতৌ চ বা (কিংবা নিরুপদ্রব স্থানে—যে কোন স্থানেই হোক না কেন) চৌরৈঃ ((চৌরগণ কর্ত্তৃক) তথা (সেইরূপ) ইতরৈঃ (হীনপ্রকৃতি ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক) নরবরৈঃ (অথবা মনুষ্যশ্রেষ্ঠগণ কর্ত্তৃক) যুক্তঃ (মিলিত) বিযুক্তঃ অপি বা (কিংবা বিরহিত হইয়া) নিঃস্বঃ (নির্ধন ব্যক্তি) সুখেন (অনায়াসে) বসতি (বাস করিয়া থাকে); জনৈঃ (সকল লোকই) আদ্রীয়মাণঃ (তাহাকে আদর করিয়া থাকে); ধনী (ধনবান্) সদা (সর্ব্বদা আকুলমতিঃ (ব্যাকুলচিত্ত) পুত্রাদপি (পুত্র হইতেও) ভীতঃ (ভয়যুক্ত হইয়া ক্লিশ্নাতি (ক্লেশ পাইয়া থাকে) ॥ ৮৩

অনুবাদ। নির্জ্জনবনে বা জনপদে কিংবা নগরে অথবা সেতুতে কিংবা সর্ব্বপ্রকার দুর্ভিক্ষাদি-ভয়-হীন স্থানে যেখানেই নিঃস্ব ব্যক্তি বাস করে, সেখানে চৌর বা ইতরজন কিংবা নৃপতি প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির সহিত মিলিত হউক বা না হউক, সে বিনা ক্লেশেই বাস করিয়া থাকে

---

* বনে ইতি বা পাঠঃ।

এবং সকল লোকেই তাহাকে আদর করিয়া থাকে ; কিন্তু ধনী সর্ব্বদাই ব্যাকুলচিত্ত (এমন কি) পুত্র হইতেও ভয়যুক্ত হইয়া—সর্ব্বদাই ক্লেশ ভোগ করিয়া থাকে ॥ ৮৩

তস্মাদনর্থস্য নিদানমর্থঃ
পুমর্থসিদ্ধি র্ন ভবত্যনেন।
ততো বনান্তে নিবসন্তি সন্তঃ
সন্ন্যস্য সর্ব্বং প্রতিকূলমর্থম্ ॥ ৮৪

অন্বয়। তস্মাৎ (সেই কারণে) অর্থঃ (ধন) অনর্থস্য (অনর্থের) নিদানং মূল কারণ), অনেন (এই অর্থের দ্বারা) পুমর্থসিদ্ধিঃ (পুরুষার্থের সিদ্ধি) ন ভবতি (হইতে পারে না) ; ততঃ (সেই কারণে) সন্তঃ (সাধুগণ) প্রতিকূলং মোক্ষমার্গের বিরোধী) সর্ব্বং (সকল) অর্থং (ধনকে) সন্ন্যস্য (পরিত্যাগ করিয়া) বনান্তে (বনমধ্যে) নিবসন্তি (বাস করিয়া থাকেন) ॥ ৮৪

অনুবাদ। সেই হেতু অর্থ অনর্থের নিদান, এই অর্থের দ্বারা পুরুষার্থের (অর্থাৎ মোক্ষের) সিদ্ধি হইতে পারে না। সেই জন্যই মোক্ষমার্গের প্রতিকূল বলিয়া সকল প্রকার অর্থ ত্যাগ করিয়া সাধুগণ অরণ্যমধ্যে বাস করিয়া থাকেন ॥ ৮৪

বিরক্তি-ফলোপসংহারঃ।

শ্রদ্ধাভক্তিমতীং সতীং গুণবতীং পুত্রান্ শ্রুতান্ সম্মতান্
অক্ষয্যং বসু ধন্যভোগবিভবৈঃ শ্রীসুন্দরং মন্দিরম্।
সর্ব্বং নশ্বরমিত্যবেত্য কবয়ঃ শ্রুত্যুক্তিভির্যুক্তিভিঃ
সংন্যস্যন্ত্যপরে তু তৎ সুখমিতি ভ্রাম্যন্তি দুঃখার্ণবে ॥৮৫

অন্বয়। শ্রদ্ধাভক্তিমতীং (শ্রদ্ধাভক্তিসম্পন্না) গুণবতীং (গুণবতী) সতীং সাধ্বী পত্নী) শ্রুতান্ (সুপণ্ডিত) সম্মতান্ (অনুগত) পুত্রান্ (পুত্রগণ) অক্ষয্যং:

(ক্ষয় হইবার নহে এইরূপ) বসু (ধন) ধন্যভোগবিভবৈঃ (পুণ্যের দ্বারা লব্ধ নানাবিধ ভোগসাধন-বিভব-সমূহের দ্বারা) শ্রীসুন্দরং (পরম-শোভা-মনোহর) মন্দিরং (ভবন) সর্ব্বং (এই প্রকার সকল বস্তুই) নশ্বরং (বিনাশশীল) ইতি (ইহা) শ্রুত্যুক্তিভিঃ (শ্রুতির বচনসমূহের দ্বারা) যুক্তিভিঃ (এবং যুক্তিসমূহের দ্বারা) অবেত্য (বুঝিয়া) কবয়ঃ (তত্ত্বদর্শী ব্যক্তিগণ) সংন্যস্যন্তি (সংন্যাস অবলম্বন করিয়া থাকেন), অপরে তু (কিন্তু প্রাকৃত ব্যক্তিগণ) তৎ (সেই সকল বস্তুকেই) সুখম্ (সুখের হেতু) ইতি [এই প্রকার অবেত্য = নিশ্চয় করিয়া] দুঃখার্ণবে (দুঃখঃ-সমুদ্রে) ভ্রাম্যন্তি (ভ্রমণ করিয়া থাকে) ॥ ৮৫

অনুবাদ। শ্রদ্ধা-ভক্তি-সম্পন্না গুণবতী পতিব্রতা পত্নী, অনুগত এবং পণ্ডিত পুত্রগণ, প্রচুর ধন, ও পুণ্যবলে লব্ধ নানাবিধ ভোগজনক-বিলাস সামগ্রীতে পূর্ণ পরম সুন্দর ভবন, এই সকল বস্তুই বিনশ্বর, ইহা শ্রুতিবাক্য এবং যুক্তিসমূহের সাহায্যে বুঝিতে পারিয়া, তত্ত্বদর্শী ব্যক্তিগণ সংন্যাসাশ্রম অবলম্বন করিয়া থাকেন; কিন্তু মোহান্ধ ব্যক্তিগণ এই সকল বস্তুকেই (একমাত্র) সুখের সাধন বিবেচনা করিয়া, দুঃখ-সমুদ্রে পতিত হইয়া ঘুরিতে থাকে ॥ ৮৫

সুখমিতি মলরাশৌ যে রমন্তেঽত্র গেহে
ক্রিময় ইব কলত্র-ক্ষেত্র-পুত্রানুষক্ত্যা।
সুরপদ ইব তেষাং নৈব মোক্ষপ্রসঙ্গ-
স্ত্বপি তু নিরয়গর্ভাবাস-দুঃখপ্রবাহঃ ॥ ৮৬

অন্বয়। অত্র (এই) মলরাশৌ (মলসমূহ-পরিপূর্ণ) গেহে (গৃহে) সুরপদ ইব (ইহা স্বর্গসদৃশ এই প্রকার বিবেচনা করিয়া) কলত্র-ক্ষেত্র-পুত্রানুষক্ত্যা (স্ত্রী, বিষয় এবং পুত্র প্রভৃতির প্রতি একান্ত অনুরাগের বশে) সুখমিতি (সুখ ভোগ করিব এই আশায়) ক্রিময়ঃ ইব (ক্রিমিসমূহের ন্যায়) যে (যাহারা) রমন্তে (আসক্ত হইয়া থাকে) তেষাং (তাহাদিগের) মোক্ষপ্রসঙ্গঃ (মুক্তির সম্ভাবনা) নৈব [ভবতীতি শেষঃ = হইতে পারে না], অপিতু (কিন্তু) নিরয়গর্ভাবাসদুঃখপ্রসঙ্গঃ (নরক এবং গর্ভে বাসজনিত দুঃখধারা) [ভবতীতি শেষঃ = হইয়া থাকে] ॥ ৮৬

অনুবাদ। এই মলরাশিপূর্ণ গৃহকেই স্বর্গসদৃশ বিবেচনা করিয়া—স্ত্রী,বিষয় এবং পুত্রগণের প্রতি একান্ত আসক্তিবশতঃ ক্রিমি-সদৃশ যে সকল ব্যক্তিগণ প্রীতি অনুভব করে, তাহাদের মোক্ষের সম্ভাবনা নাই। প্রত্যুত, (বারংবার) নরক এবং গর্ভবাসজনিত দুঃখ-প্রবাহ (তাহাদের বিরত হয় না) ॥ ৮৬

যেষামাশা নিরাশা স্যাৎ দারাপত্যধনাদিষু।
তেষাং সিধ্যতি নান্যেষাং মোক্ষাশাভিমুখী গতিঃ ॥ ৮৭

অন্বয়। দারাপত্যধনাদিষু (পত্নী পুত্র এবং অর্থ প্রভৃতিতে) যেষাং (যাহাদের) নিরাশা (নৈরাশ্যই) আশা (আশার স্থলাভিষিক্ত), তেষাং (তাহাদিগেরই) মোক্ষাশাভিমুখী (মোক্ষের দিকে অনুকূল) গতিঃ (যাত্রা) সিধ্যতি (সিদ্ধ হয়) ; অন্যেষাং (অপর ব্যক্তিগণের) ন সিধ্যতি (সিদ্ধ হয় না) ॥ ৮৭

অনুবাদ। পত্নী, পুত্র এবং অর্থ প্রভৃতি ভোগ্যবস্তুসমূহে নিরাশাই যাঁহাদের আশার স্থলাভিষিক্ত হয়, তাঁহাদেরই মুক্তির দিকে অনুকূল গতি সিদ্ধ হয়, অপরের হয় না ॥ ৮৭

সৎকর্ম্মক্ষয়পাপ্মনাং শ্রুতিমতাং সিদ্ধাত্মনাং ধীমতাং
নিত্যানিত্যপদার্থশোধনমিদং যুক্ত্যা মুহুঃ কুর্ব্বতাম্।
তস্মাদুত্থমহাবিরক্ত্যসিমতাং মোক্ষৈককাঙ্ক্ষাবতাং
ধন্যানাং সুলভং প্রিয়াদি-বিষয়েষ্বাশালতাচ্ছেদনম্ ॥৮৮

অন্বয়। সৎকর্ম্মক্ষয়পাপ্মনাং (সাধুকার্য্যের অনুষ্ঠান দ্বারা যাহাদের পাপ ক্ষয় হইয়াছে) শ্রুতিমতাং (যাহারা বেদার্থগ্রহ করিয়াছে) সিদ্ধাত্মনাং (যাহাদের আত্মা যোগবলে সমাধি-সিদ্ধি লাভ করিয়াছে) মুহুঃ (বারংবার) ইদং (এই পূর্ব্বোক্ত প্রকার) নিত্যানিত্যপদার্থশোধনং (এই প্রকার বস্তু নিত্য এবং এই প্রকার বস্তু অনিত্য এই ভাবে বিচার) যুক্ত্যা (যুক্তি দ্বারা) কুর্ব্বতাং (করিয়া থাকেন) তস্মাৎ (সেই নিত্যানিত্য বিচার হইতে) উত্থ-মহাবিরক্ত্যসিমতাং (উত্থিত তীব্রবৈরাগ্যরূপ অসি যাহারা সংগ্রহ করিতে পারিয়াছে) মোক্ষৈককাঙ্ক্ষাবতাং (একমাত্র মুক্তিকেই যাহারা অভিলাষ করে)

ধন্যানাং (সেই ভাগ্যবান্ পুরুষগণেরই) প্রিয়াদি-বিষয়েষু (কান্তা প্রভৃতি ভোগ্য-বস্তুসমূহে) আশালতাচ্ছেদনং (আশারূপ লতার উচ্ছেদ) সুলভং (সুলভ) [ভবতীতি শেষঃ = হইয়া থাকে] ॥ ৮৮

অনুবাদ। সাধুকার্য্যের অনুষ্ঠানের দ্বারা যাঁহাদের [পূর্ব্ব এবং বর্ত্তমান জন্মার্জ্জিত] পাপের ক্ষয় হইয়াছে, যাঁহারা বেদের অধ্যয়ন করিয়াছেন, যাঁহারা (প্রাণায়ামাদি দ্বারা)' সমাধি-সিদ্ধি লাভ করিতে পরিয়াছেন, যাঁহারা সর্ব্বদাই যুক্তির সাহায্যে নিত্য এবং অনিত্য বস্তুর বিবেক-জ্ঞান লাভ করিয়া থাকেন, যাঁহারা সেই বিবেক-জ্ঞান হইতে উদিত তীব্র বৈরাগ্যরূপ অসি সংগ্রহ করিতে পারিয়াছেন, এবং যাঁহারা একমাত্র মুক্তিরই কামনা করিয়া থাকেন, সেই সকল ধন্য মানবগণেরই কান্তা পুত্র প্রভৃতি ভোগ্য বিষয়সমূহে আশালতার উচ্ছেদ সুলভ হইয়া থাকে ॥ ৮৮

সংসার-মৃত্যো র্বলিনঃ প্রবেষ্টুং
দ্বারাণি চ ত্রীণি মহান্তি লোকে
কান্তা চ জিহ্বা কনকঞ্চ তানি
রুণদ্ধি যস্তস্য ভয়ং ন মৃত্যোঃ ॥ ৮৯

অন্বয়। বলিনঃ (বলবান্) সংসারমৃত্যোঃ (সংসাররূপ মৃত্যুর) প্রবেষ্টুং (প্রবেশ করিবার) কান্তা (প্রিয়তমা) জিহ্বা (রসনা) কনকঞ্চ (এবং সুবর্ণ) ত্রীণি (এই তিনটি) মহান্তি (বৃহৎ) দ্বারাণি (দ্বারস্বরূপ) [ভবন্তি ইতি শেষঃ = হইয়া থাকে]। যঃ (যে ব্যক্তি) তানি (সেই তিনটি দ্বারকে) রুণদ্ধি (রুদ্ধ করিয়া থাকে) তস্য (সেই ব্যক্তির) মৃত্যোঃ (মৃত্যু হইতে) ন ভয়ং (ভয় নাই) ॥ ৮৯

অনুবাদ। বলবান্ সংসার-রূপ মৃত্যুর (মনুষ্য-শরীরে) প্রবেশ করিবার জন্য কান্তা, রসনা এবং সুবর্ণ এই তিনটি বস্তুই সুপ্রশস্ত দ্বার-স্বরূপ হইয়া থাকে। যিনি এই তিনটি দ্বারকে রুদ্ধ করিতে পারেন (অর্থাৎ) এই তিনটি বস্তুর প্রতি আসক্তি পরিত্যাগ করিতে পারেন, তাঁহার আর মরণের ভয় থাকে না ॥ ৮৯

মুক্তিশ্রীনগরস্য দুর্জ্জয়তরং দ্বারং যদস্ত্যাদিমং
তস্য দ্বে অররে ধনং চ যুবতী তাভ্যাং পিনদ্ধং দৃঢ়ম্।
কামাখ্যার্গলদারুণা বলবতা দ্বারং তদেতৎ ত্রয়ং
ধীরো যস্তু ভিনত্তি সোঽর্হতি সুখং ভোক্তুং বিমুক্তিশ্রিয়ম্ ॥৯০

অন্বয়। মুক্তিশ্রীনগরস্য (মুক্তি-লক্ষ্মী যে নগরে বিদ্যমান আছেন, সেই নগরের) দুর্জ্জয়তরং (অতিশয় দুর্জ্জয়) আদিমং (প্রথম) যৎ (যে) দ্বারং (একটি দ্বার) অস্তি (বিদ্যমান আছে)। তস্য (সেই দ্বারের) ধনং (অর্থ) যুবতী চ (এবং যুবতী) দ্বে (এই দুইটি) অররে (কপাট); তাভ্যাং (সেই দুইখানি কপাট দ্বারা) বলবতা (অতিশয় প্রবল) কামাখ্যার্গলদারুণা (কাম নামক যে কাষ্ঠময় অর্গল তাহা দ্বারা) দ্বারং (ঐ দ্বার) দৃঢ়ং (দৃঢ়ভাবে) পিনদ্ধং (আবৃত রহিয়াছে)। তদেতৎ ত্রয়ং (সেই তিনটি বস্তু অর্থাৎ যুবতী অর্থ এবং কামকে) যঃ (যে) ধীরঃ (ধীর ব্যক্তি) ভিনত্তি (ভেদ করিতে পারে), সঃ (সেই ব্যক্তি) বিমুক্তিশ্রিয়ং (মোক্ষলক্ষ্মীকে) সুখং (সুখে) ভোক্তুং (ভোগ করিতে) অর্হতি (সমর্থ হয়)॥ ৯০

অনুবাদ। যে নগরীতে মোক্ষ-লক্ষ্মী বাস করেন, তাহার প্রথম দ্বারটি অতিশয় দুর্জ্জয়। কারণ, ধন এবং যুবতী এই দুইটি (ভোগ্য বস্তুই) সেই দ্বারের দুইখানি কপাট; সেই কপাট দুইখানির দ্বারা এবং কামরূপ কাষ্ঠময় অর্গলের সাহায্যে ঐ দ্বার সুদৃঢ়ভাবে আবদ্ধ রহিয়াছে। এই তিনটি বস্তুকে যে ধীর ব্যক্তি ভেদ করিতে পারিয়াছেন, তিনিই মোক্ষলক্ষ্মীকে ভোগ করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন॥ ৯০

আরূঢ়স্য বিবেকাশ্বং তীব্রবৈরাগ্য-খড়্গিনঃ।
তিতিক্ষা-বর্ম্ম-যুক্তস্য প্রতিযোগী ন দৃশ্যতে॥ ৯১

অন্বয়। বিবেকাশ্বং (বিবেকরূপ অশ্বে) আরূঢ়স্য যে ব্যক্তি আরোহণ করিয়াছে) তীব্রবৈরাগ্য-খড়্গিনঃ (তীব্র বৈরাগ্যরূপ অসি যাহার আছে) তিতিক্ষা-বর্ম্ম-যুক্তস্য (এবং সহনশীলতারূপ বর্ম্ম যে ব্যক্তি পরিধান করিয়াছে, সেই ব্যক্তির) প্রতিযোগী (প্রতিদ্বন্দ্বী) ন দৃশ্যতে (দৃষ্ট হয় না)॥ ৯১

অনুবাদ। যে ব্যক্তি বিবেকরূপ অশ্বে আরোহণ করিয়াছেন,

তীব্র বৈরাগ্যরূপ অসি যাঁহার অধিকৃত, এবং যিনি তিতিক্ষারূপ বর্ম্ম পরিধান করিয়াছেন, তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী দেখিতে পাওয়া যায় না ॥ ৯১

বিবেকজাং তীব্রবিরক্তিমেব
মুক্তের্নিদানং প্রবদন্তি সন্তঃ।
তস্মাদ্‌বিবেকী বিরতিং মুমুক্ষুঃ
সম্পাদয়েৎ তাং প্রথমং প্রযত্নাৎ ॥ ৯২

অন্বয়। সন্তঃ (সাধুগণ) বিবেকজাং (সদসদ্‌বিচার হইতে প্রসূত) তীব্র-বিরক্তিমেব (তীব্র বৈরাগকেই) মুক্তেঃ (মোক্ষের) নিদানং (মূলকারণ) প্রবদন্তি (বলিয়া থাকেন) ;তস্মাৎ (সেই কারণে) বিবেকী (বিবেকসম্পন্ন) মুমুক্ষুঃ (মোক্ষার্থী) প্রযত্নাৎ (যত্নের দ্বারা) তাং (সেই বৈরাগ্যকেই) প্রথমং (প্রথমতঃ) সম্পাদয়েৎ (সম্পাদন করিবেন) ॥ ৯২

অনুবাদ। সৎ এবং অসদ্‌বস্তুর বিচার হইতে প্রসূত তীব্র বৈরাগ্যকেই সাধুগণ মুক্তির মূল কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। সেইজন্য বিবেকসম্পন্ন মোক্ষার্থী প্রযত্নের দ্বারা প্রথমতঃ সেই বৈরাগ্যকেই সম্পাদিত করিবেন ॥ ৯২

পুমানজাতনির্ব্বেদো দেহবন্ধং জিহাসিতুম্‌।
ন হি শক্নোতি নির্ব্বেদো বন্ধভেদো মহানসৌ ॥৯৩

অন্বয়। অজাতনির্ব্বেদঃ (যাহার বৈরাগ্যের উদয় হয় নাই, এইরূপ) পুমান্‌ (পুরুষ) দেহবন্ধং (দেহরূপ বন্ধনকে) জিহাসিতুং (উচ্ছিন্ন করিবার ইচ্ছা করিতেও) ন শক্নোতি (সমর্থ হয় না) ; হি (যেহেতু) অসৌ (এই) নির্ব্বেদঃ (বৈরাগ্যই) মহান্‌ (প্রবল) বন্ধভেদঃ (বন্ধন ভেদ করিবার উপায়) ॥ ৯৩

অনুবাদ। যাহার বৈরাগ্য হয় নাই, সেই পুরুষ দেহরূপ বন্ধনকে ছিন্ন করিবার ইচ্ছাও করিতে পারে না। এই বৈরাগ্যই বন্ধন ভেদ করিবার মহান্‌ উপায় ॥ ৯৩

বৈরাগ্যরহিতা এব যমালয় ইবালয়ে।
ক্লিশ্নন্তি ত্রিবিধৈস্তাপৈর্ম্মোহিতা অপি পণ্ডিতাঃ ॥ ৯৪

অন্বয়। বৈরাগ্যরহিতা এব (যাহাদের বৈরাগ্য উদিত হয় নাই, তাহারাই) পণ্ডিতা অপি (পণ্ডিত হইলেও) মোহিতাঃ (মোহপরবশ হইয়া) ত্রিবিধৈঃ তাপৈঃ (তিন প্রকার তাপের দ্বারা) ক্লিশ্নন্তি (ক্লেশপ্রাপ্ত হইয়া থাকে)॥ ৯৪

অনুবাদ। যাহারা বৈরাগ্যহীন, তাহারা পণ্ডিত হইলেও মোহ-পরবশ হইয়া আধ্যাত্মিক আধিভৌতিক এবং আধিদৈবিক এই ত্রিবিধ তাপের দ্বারা ক্লেশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ৯৪

শমাদিসাধন-নিরূপণম্।

শমোদমস্তিতিক্ষোপরতিঃ শ্রদ্ধা ততঃ পরম্।
সমাধানমিতি প্রোক্তং ষড়েবৈতে শমাদয়ঃ ॥ ৯৫

অন্বয়। শমঃ (শম) দমঃ (দম) তিতিক্ষা, (সহিষ্ণুতা) উপরতিঃ (সন্ন্যাস) শ্রদ্ধা (বিশ্বাস) ততঃ পরং (তাহার পর) সমাধানং (সমাধি) ইতি (ইহা) প্রোক্তং (কথিত হইয়াছে) এতে (এই) শমাদয়ঃ (শম প্রভৃতি উপায়) ষড়্ এব (ছয়টিই) [ভবন্তীতি শেষঃ=হইয়া থাকে]॥ ৯৫

অনুবাদ। শম, দম, তিতিক্ষা, সন্ন্যাস শ্রদ্ধা এবং তৎপরে সমাধান [কথিত হইয়া থাকে]; এই শমাদি [উপায়] ছয়টিই [হইয়া থাকে]॥ ৯৫

শমঃ।

একবৃত্ত্যৈব মনসঃ স্বলক্ষ্যে নিয়তস্থিতিঃ।
শম ইত্যুচ্যতে সদ্ভিঃ শমলক্ষণবেদিভিঃ ॥ ৯৬

অন্বয়। মনসঃ (অন্তঃকরণের) স্বলক্ষ্যে নিজের লক্ষ্য বস্তুতে) এক-বৃত্ত্যা (একটি বৃত্তির দ্বারা) এব (ই) নিয়তস্থিতিঃ (অচঞ্চল ভাবে অবস্থানই)

শমলক্ষণবেদিভিঃ (শমের লক্ষণ যাঁহারা জানেন এই প্রকার) সদ্ভিঃ (সাধুগণ কর্ত্তৃক) শমঃ (শম) ইতি (এই বলিয়া) উচ্যতে (উক্ত হইয়া থাকে) ॥ ৯৬

অনুবাদ। ধ্যেয় বস্তুতে একাকার বৃত্তির দ্বারাই চিত্তের নিয়ত অবস্থিতিই শম ; এইরূপ শমলক্ষণবিৎ সাধুগণ নির্দ্দেশ করেন ॥ ৯৬

উত্তমো মধ্যমশ্চৈব জঘন্যশ্চেতি চ ত্রিধা। *
নিরূপিতো বিপশ্চিদ্ভিঃ তত্তল্লক্ষণবেদিভিঃ ॥ ৯৭

অন্বয়। তত্তল্লক্ষণ-বেদিভিঃ (বিশেষ-লক্ষণজ্ঞ) বিপশ্চিদ্ভিঃ (পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক) উত্তমঃ (উত্তম) মধ্যমঃ (মধ্যম) জঘন্যশ্চ (এবং জঘন্য) ইতি (এইরূপে) স শমঃ (সেই শম) ত্রিধা (ত্রিবিধ) নিরূপিতঃ (নির্ণীত হইয়া থাকে) ॥ ৯৭

অনুবাদ। বিশেষ-লক্ষণজ্ঞ পণ্ডিতগণ এই শম তিন প্রকার, এইরূপ নিরূপণ করিয়া থাকেন ; যথা—উত্তম, মধ্যম এবং অধম ॥ ৯৭

স্ববিকারং পরিত্যজ্য বস্তুমাত্রতয়া স্থিতিঃ।
মনসঃ সোত্তমা শান্তির্ব্রহ্মনির্ব্বাণলক্ষণা ॥ ৯৮

অন্বয়। স্ববিকারং (নিজ বিকারকে) পরিত্যজ্য (পরিত্যাগ করিয়া) বস্তুমাত্রতয়া (কেবল বস্তুস্বরূপে) মনসঃ (অন্তঃকরণের) যা স্থিতিঃ (যে অবস্থান) সা (তাহাই) উত্তমা (উৎকৃষ্ট) ব্রহ্মনির্ব্বাণলক্ষণা (পরব্রহ্মলয় স্বরূপা) শান্তিঃ (শম) [উচ্যতে ইতি শেষঃ = কথিত হয়] ॥ ৯৮

অনুবাদ। নিজ বিকারকে [একেবারে] পরিত্যাগ করিয়া কেবল পরমার্থবস্তু-স্বরূপে চিত্তের যে অবস্থান, তাহাই উত্তম শম ; তাহাই ব্রহ্মনির্ব্বাণস্বরূপ ॥ ৯৮

প্রত্যক্-প্রত্যয়-সন্তান-প্রবাহ-করণং ধিয়ঃ।
যদেষা মধ্যমা শান্তিঃ শুদ্ধসত্ত্বৈকলক্ষণা ॥ ৯৯

অন্বয়। ধিয়ঃ (অন্তঃকরণের) যৎ (যে) প্রত্যক্-প্রত্যয়-সন্তান-প্রবাহ-করণং (বাহ্য বস্তু ব্যতিরেকে কেবল সেই আভ্যন্তর বস্তুকে অবলম্বন করিয়া ধারাবাহিক একাকার পরিণামরূপ প্রত্যয়সমূহের সৃষ্টি) এষা (ইহাই) শুদ্ধ-

* জঘন্য ইতি চ ত্রিধা ইতি বা পাঠঃ।

সত্ত্বৈক লক্ষণা (বিশুদ্ধসত্ত্বস্বরূপ) মধ্যমা (মধ্যম) শান্তিঃ (শম) [উচ্যতে ইতি শেষঃ = কথিত হইয়া থাকে] ॥ ৯৯

অনুবাদ। (বাহ্য বস্তুর সম্পর্ক একেবারে পরিত্যাগ করিয়া) মনের আভ্যন্তর বস্তুতে যে একজাতীয় প্রত্যয়সমূহের ধারা সম্পাদন, তাহাই মধ্যম শান্তি বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে; ইহার নাম বিশুদ্ধ সত্ত্ব ॥৯৯

বিষয়-ব্যাপৃতিং ত্যক্ত্বা শ্রবণৈকমনঃস্থিতিঃ।
মনসশ্চেতরা শান্তিঃ মিশ্রসত্ত্বৈকলক্ষণা ॥ ১০০

অন্বয়। বিষয়ব্যাপৃতিং (বিষয়ান্তরে সঞ্চারকে) ত্যক্ত্বা (পরিত্যাগ করিয়া) শ্রবণৈকমনঃস্থিতিঃ (বেদান্তবাক্যের শ্রবণে মনের স্থিরতা) মনসঃ (অন্তঃকরণের) ইতরা শান্তিঃ (অধম শম) মিশ্রসত্ত্বৈকলক্ষণা (ইহা মিশ্রসত্ত্ব-স্বরূপ) [কথ্যতে ইতি শেষঃ = কথিত হইয়া থাকে] ॥ ১০০

অনুবাদ। বাহ্যবিষয়সমূহে সঞ্চার পরিত্যাগপূর্ব্বক বেদান্ত বাক্যের দ্বারা আত্মার স্বরূপ শ্রবণরূপ বিষয়ে চিত্তের যে স্থিরতা, তাহাই চিত্তের মধ্যম শম; ইহারই নাম মিশ্র সত্ত্ব ॥ ১০০

প্রাচ্যোদীচ্যাঙ্গ-সদ্ভাবে শমঃ সিধ্যতি নান্যথা।
তীব্রা বিরক্তিঃ প্রাচ্যাঙ্গমুদীচ্যাঙ্গং দমাদয়ঃ ॥ ১০১

অন্বয়। প্রাচ্যোদীচ্যাঙ্গ-সদ্ভাবে (পূর্ব্ববর্ত্তী এবং পরবর্ত্তী অঙ্গের সদ্ভাব হইলেই) শমঃ (শম) সিধ্যতি (সিদ্ধ হইয়া থাকে) অন্যথা (অন্যপ্রকারে) ন (সিদ্ধ হয় না) তীব্রা (তীব্র) বিরক্তিঃ (বৈরাগ্য) প্রাচ্যাঙ্গং (পূর্ব্ববর্ত্তী অঙ্গ) দমাদয়ঃ (দম প্রভৃতিই) উদীচ্যাঙ্গম্ (উত্তরবর্ত্তী অঙ্গ) ॥ ১০১

অনুবাদ। প্রাচ্য এবং উদীচ্য (অর্থাৎ পূর্ব্ববর্ত্তী এবং পশ্চাদ্-বর্ত্তী) অঙ্গের সদ্ভাব হইলেই এই শম সিদ্ধি লাভ করে। তীব্র বৈরাগ্যই ইহার পূর্ব্ববর্ত্তি অঙ্গ এবং দম প্রভৃতি (বক্ষ্যমাণ উপায়-গুলিই) পরবর্ত্তি [অঙ্গ হইয়া থাকে] ॥ ১০১

কামঃ ক্রোধশ্চ লোভশ্চ মদো মোহশ্চ মৎসরঃ।
ন জিতাঃ ষড়িমে যস্য * তস্য শান্তি র্ন সিধ্যতি ॥ ১০২

অন্বয়। কামঃ (কাম) ক্রোধঃ (কোপ) লোভঃ (লোভ) মদঃ (মদ)

* ষড়িমে যেন ইতি বা পাঠঃ।

মোহঃ (মোহ) মৎসরশ্চ (এবং মৎসর) ইমে (এই) ষট্ (ছয়টি) যস্য (যে ব্যক্তির) ন জিতাঃ (বশীকৃত হয় নাই) তস্য (তাহার) শান্তিঃ (শম) ন সিধ্যতি (সিদ্ধ হয় না) ॥ ১০২

অনুবাদ। কাম, ক্রোধ, লোভ, অভিমান, মোহ এবং পরগুণ-বিদ্বেষ এই ছয়টি (রিপু) যাহার বশীকৃত হয় নাই, তাহার শান্তি সিদ্ধ হয় না ॥ ১০২

শব্দাদি-বিষয়েভ্যো যো বিষবন্ন নিবর্ত্ততে।
তীব্রমোক্ষেচ্ছয়া ভিক্ষুস্তস্য * শান্তি র্ন বিদ্যতে ॥ ১০৩

অন্বয়। যঃ (যে) ভিক্ষুঃ (সন্ন্যাসী) তীব্রমোক্ষেচ্ছয়া (মুক্তিতে উৎকট অভিলাষ নিবন্ধন) বিষবৎ (বিষসদৃশ) শব্দাদি-বিষয়েভ্যঃ (শব্দাদি-ভোগ্যবস্তু-সমূহ হইতে) ন নিবর্ত্ততে (নিবৃত্ত হয় না) তস্য (তাহার) শান্তিঃ (শম) ন বিদ্যতে (হইতে পারে না) ॥ ১০৩

অনুবাদ। মোক্ষে তীব্র অভিলাষ বশতঃ যে সন্ন্যাসী বিষসদৃশ শব্দাদি ভোগ্যবস্তু হইতে নিবৃত্ত হয় না, তাহার শান্তি হইতে পারে না ॥ ১০৩

যেন নারাধিতো দেবো যস্য নো গুর্ব্বনুগ্রহঃ।
ন বশ্যং হৃদয়ং যস্য তস্য শান্তির্ন সিধ্যতি ॥ ১০৪

অন্বয়। যেন (যে ব্যক্তি-কর্ত্তৃক) দেবঃ (দেবতা) ন আরাধিতঃ (উপাসিত হয় নাই) যস্য (যাহার উপর) গুর্ব্বনুগ্রহঃ (গুরুর কৃপা নাই) যস্য (যাহার) হৃদয়ং (অন্তঃকরণ) ন বশ্যং (বশীভূত হয় নাই) তস্য (সেই ব্যক্তির) শান্তিঃ (শম) ন সিধ্যতি (সিদ্ধ হইতে পারে না) ॥ ১০৪

অনুবাদ। যে দেবতার আরাধনা করে নাই, যাহার উপর গুরুর কৃপা নাই এবং যাহার অন্তঃকরণ বশীভূত হইবার নহে, সেই ব্যক্তির কখনই শম সিদ্ধ হয় না ॥ ১০৪

---

* ভিক্ষোঃ ইতি বা পাঠঃ।

মনঃপ্রসাদ-সাধনম্।

মনঃপ্রসাদসিদ্ধ্যর্থং সাধনং শ্রূয়তাং বুধৈঃ।
মনঃপ্রসাদো যৎসত্ত্বে যদভাবে ন সিধ্যতি॥ ১০৫

অন্বয়। যৎসত্ত্বে (যাহা বিদ্যমান থাকিলে) মনঃপ্রসাদঃ (চিত্তের প্রসন্নতা) [ভবতীতি শেষঃ = হইয়া থাকে], যদভাবে (যাহার অভাব হইলে) ন সিধ্যতি (মনঃপ্রসাদ সিদ্ধ হয় না); মনঃপ্রসাদসিদ্ধ্যর্থং (মনের প্রসন্নতা-সিদ্ধির জন্য) সাধনং (সেই সাধন) বুধৈঃ (পণ্ডিতগণ-কর্ত্তৃক) শ্রূয়তাম্ (শ্রুত হউক)॥ ১০৫

অনুবাদ। যাহা হইলে চিত্তের প্রসন্নতা হয়, [এবং] যাহার অভাবে [চিত্তের প্রসন্নতা] হয় না, চিত্তের প্রসন্নতা সম্পাদনের সেই সাধন [কি, তাহা] পণ্ডিতগণ শ্রবণ করুন॥ ১০৫

ব্রহ্মচর্য্যমহিংসা চ দয়া ভূতেষ্ববক্রতা।
বিষয়েষ্বতিবৈতৃষ্ণ্যং শৌচং দম্ভবিবর্জ্জনম্॥ ১০৬

অন্বয়। ব্রহ্মচর্য্যং (মৈথুনবর্জ্জন), অহিংসা (প্রাণিহিংসা-বর্জ্জন), ভূতেষু (জীবগণের প্রতি) দয়া (করুণা), অবক্রতা (সরলতা), বিষয়েষু (বিষয়-সমূহে) অতিবৈতৃষ্ণ্যং (অত্যন্ত বিতৃষ্ণা), শৌচং (বাহ্য এবং আভ্যন্তর শুচিতা) দম্ভবিবর্জ্জন (দাম্ভিকতা পরিহার)॥ ১০৬

অনুবাদ। মৈথুন-বর্জ্জন, প্রাণিহিংসা-পরিত্যাগ, জীবসমূহে করুণা, সরলতা, ভোগ্যবস্তুসমূহে অতিশয় বৈরাগ্য, বাহ্য এবং আভ্যন্তর শৌচ, অদাম্ভিকতা॥ ১০৬

সত্যং নির্ম্মমতা স্থৈর্য্যমভিমানবিবর্জ্জনম্।*
ঈশ্বরধ্যানপরতা ব্রহ্মবিদ্ভিঃ সহ স্থিতিঃ॥ ১০৭

অন্বয়। সত্যং (মিথ্যাব্যবহার পরিত্যাগ), স্থৈর্য্যং (স্থিরতা), অভিমান-বিবর্জ্জনং (অভিমান পরিহার), ঈশ্বরধ্যানপরতা (ঈশ্বর-চিন্তাভ্যাস), ব্রহ্মবিদ্ভিঃ (ব্রহ্মজ্ঞব্যক্তিগণের) সহ (সহিত) স্থিতিঃ (অবস্থান)॥ ১০৭

---

* অভিমান বিসর্জ্জনমিতি বা পাঠঃ।

অনুবাদ। মিথ্যা-ব্যবহার-বর্জ্জন, স্থিরতা, অভিমানত্যাগ, ঈশ্বরচিন্তাভ্যাস, ব্রহ্মবিদ্‌গণের সহিত অবস্থান ॥ ১০৭

জ্ঞানশাস্ত্রৈকপরতা সমতা সুখদুঃখয়োঃ।
মানানাসক্তিরেকান্তশীলতা চ মুমুক্ষুতা ॥ ১০৮

অন্বয়। জ্ঞানশাস্ত্রৈকপরতা (অধ্যাত্মশাস্ত্রের অনুশীলন), সুখদুঃখয়োঃ (সুখে বা দুঃখে) সমতা (অবিচলভাবে স্থিতি), মানানাসক্তিঃ (সম্মানে অনাসক্তি), একান্তশীলতা (নির্জ্জনবাসপ্রিয়তা), মুমুক্ষুতা চ (এবং মুক্তি-লাভের ইচ্ছা) ॥ ১০৮

অনুবাদ। অধ্যাত্মশাস্ত্রের অনুশীলন, সুখে বা দুঃখে চঞ্চল না হওয়া, সম্মানে অনাসক্তি, নির্জ্জনবাস-রতি মোক্ষলাভের ইচ্ছা ॥ ১০৮

যস্যৈতদ্‌বিদ্যতে সর্ব্বং তস্য চিত্তং প্রসীদতি।
নত্বেতদ্ধর্ম্মশূন্যস্য প্রকারান্তরকোটিভিঃ ॥ ১০৯

অন্বয়। যস্য (যাহার) এতৎ (এই) সর্ব্বং (সকল) বিদ্যতে (বিদ্যমান আছে), তস্য (তাহার) চিত্তং (অন্তঃকরণ) প্রসীদতি (প্রসন্ন হয়) ; এতদ্ধর্ম্ম-শূন্যস্য (এই কয়টি ধর্ম্ম যাহার নাই তাহার) প্রকারান্তরকোটিভিঃ (অন্য কোটি উপায়ের দ্বারাও) [ন প্রসীদতি ইতি শেষঃ = অন্তঃকরণ প্রসন্ন হয় না] ॥ ১০৯

অনুবাদ। এই সকল ধর্ম্ম যাহার বিদ্যমান আছে, তাহারই অন্তঃকরণ প্রসন্ন হইয়া থাকে, যাহার কিন্তু এই কয়টি ধর্ম্ম নাই, তাহার অন্য কোটি উপায়ের দ্বারাও অন্তঃকরণ প্রসন্ন হইতে পারে না ॥ ১০৯

ব্রহ্মচর্য্যম্।

স্মরণং দর্শনং স্ত্রীণাং গুণকর্ম্মানুকীর্ত্তনম্।
সমীচীনত্বধীস্তাসু প্রীতিঃ সম্ভাষণং মিথঃ ॥ ১১০
সহবাসশ্চ সংসর্গঃ অষ্টধা মৈথুনং বিদুঃ।
এতদ্‌বিলক্ষণং ব্রহ্মচর্য্যং চিত্তপ্রসাদকম্ ॥ ১১১

অন্বয়। স্ত্রীণাং (রমণীগণের) স্মরণং (চিন্তা) দর্শনং (বিলোকন

গুণকর্ম্মানুকীর্ত্তনং (গুণ ও কর্ম্মের প্রশংসা) তাসু (তাহাদের উপর) সমীচীনত্বধীঃ (চারুতা-বোধ) প্রীতিঃ (ভালবাসা) মিথঃ (অন্যোন্য) সম্ভাষণং (আলাপ) সহবাসঃ (একত্রবাস) সংসর্গঃ (সঙ্গম) অষ্টধা (এই অষ্টপ্রকারই) মৈথুনং (মৈথুন) বিদুঃ (ইহা অভিজ্ঞব্যক্তিগণ বুঝিয়া থাকেন); এতদ্‌বিলক্ষণং (এই কয়টির বিপরীত আচরণ) ব্রহ্মচর্য্যং (ব্রহ্মচর্য্যই) চিত্তপ্রসাদনং (চিত্তের প্রসন্নতার কারণ)॥ ১১০—১১১

অনুবাদ। রমণীগণের চিন্তা অবলোকন এবং গুণ ও কর্ম্মের প্রশংসা, তাহাদিগকে রমণীয় বলিয়া বোধ করা, তাহাদের প্রতি প্রেম, এবং অনুরাগপূর্ব্বক পরস্পর সম্ভাষণ, তাহাদের সহিত একত্র অবস্থান এবং সঙ্গম এই অষ্টপ্রকার ব্যবহারকেই (পণ্ডিতগণ) মৈথুন বলিয়া বিবেচনা করিয়া থাকেন। এই কয়টির পরিবর্জ্জনই ব্রহ্মচর্য্য, (ব্রহ্মচর্য্যই) চিত্তের প্রসন্নতার হেতু [হইয়া থাকে]॥ ১১০—১১১

অহিংসা।

অহিংসা বাঙ্‌মনঃকায়ৈঃ প্রাণিমাত্রাপ্রপীড়নম্‌।
স্বাত্মবৎ সর্ব্বভূতেষু কায়েন মনসা গিরা॥ ১১২

অন্বয়। বাঙ্‌মনঃকায়ৈঃ (বাক্য মনঃ এবং শরীরের দ্বারা) প্রাণিমাত্রাপ্রপীড়নং (জীবমাত্রকেই কোন প্রকার পীড়ন না করা) কায়েন (দেহ দ্বারা) মনসা (মনের দ্বারা) গিরা (বাক্যের দ্বারা) সর্ব্বভূতেষু (সকল প্রাণীতেই) স্বাত্মবৎ (নিজের আত্মার ন্যায়) [ব্যবহরণমিতিশেষঃ=ব্যবহার করাই] অহিংসা (অহিংসা)॥ ১১২

অনুবাদ। বাক্য মনঃ এবং দেহের দ্বারা কোন প্রাণীকেই ক্লেশ প্রদান না করা এবং শরীর, মনঃ এবং বাক্যের দ্বারা সকল জীবের প্রতিই নিজের আত্মার ন্যায় ব্যবহার করাই অহিংসা॥ ১১২

দয়া-বক্রতে।

অনুকম্পা দয়া সৈব প্রোক্তা বেদান্তবাদিভিঃ।
করণত্রিতয়েষ্বেকরূপতাঽবক্রতা মতা ॥ ১১৩

অন্বয়। [যা লোকে = যাহা জগতে] অনুকম্পা (অনুকম্পা) [ইতি প্রসিদ্ধা = বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে] বেদান্তবাদিভিঃ (বেদান্তব্যাখ্যাতৃপণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক) সৈব (তাহাই) দয়া প্রোক্তা (দয়া বলিয়া কথিত হইয়াছে) ; করণত্রিতয়েষু (কর্ম্মেন্দ্রিয়ে জ্ঞানেন্দ্রিয়ে এবং অন্তরিন্দ্রিয়ে) একরূপতা (এক ভাবে বৃত্তিই) অবক্রতা (অবক্রতা বলিয়া) মতা (সম্মত হইয়া থাকে) ॥ ১১৩

অনুবাদ। [লোকে যাহা] অনুকম্পা [বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে], বেদান্তশাস্ত্রের ব্যাখ্যাতৃগণ তাহাকেই দয়া বলিয়া থাকেন। কর্ম্মেন্দ্রিয় জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং অন্তরিন্দ্রিয়ের দ্বারা একই প্রকার ব্যবহার (অর্থাৎ মনে একরূপ চক্ষু প্রভৃতিতে আর একরূপ এবং বাক্য প্রভৃতিতে অন্য-রূপ ব্যবহার, যাহা খল ও কুটিল ব্যক্তির অভ্যস্ত, তাহার একেবারেই বর্জ্জন অর্থাৎ যেরূপ অন্তরে, বাহিরেও সেইরূপ ব্যবহারই) অবক্রতা বলিয়া বিবেচিত হয় ॥ ১১৩

বৈতৃষ্ণ্যম্।

ব্রহ্মাদিস্থাবরান্তেষু বৈরাগ্যং বিষয়েষ্বনু।
যথৈব কাকবিষ্ঠায়াং বৈরাগ্যং তদ্ধি নির্ম্মলম্ ॥ ১১৪

অন্বয়। যথৈব (যে প্রকারে) কাকবিষ্ঠায়াং (কাকের বিষ্ঠার উপর) তথা (সেইরূপ) ব্রহ্মাদিস্থাবরান্তেষু (ব্রহ্মলোক হইতে স্থাবর পর্য্যন্ত) বিষয়েষু (ভোগ্যবস্তুসমূহে) বৈরাগ্যং (বিরক্তিঃ) অনু (ই) যৎ (যাহা) তৎ (তাহাই) নির্ম্মলং (বিমল) বৈরাগ্য (বৈরাগ্য হি (প্রসিদ্ধ আছে) ॥ ১১৪

অনুবাদ। কাকের বিষ্ঠাতে যেরূপ বিরক্তি থাকে, ব্রহ্মলোক হইতে স্থাবর পর্য্যন্ত ভোগ্যবস্তু মাত্রেই সেইরূপ বৈরাগ্যই, নির্ম্মল বৈরাগ্য (বা বৈতৃষ্ণ্য বলিয়া বিবেচিত হয়) ॥ ১১৪

শৌচম্।

বাহ্যমাভ্যন্তরং চেতি দ্বিবিধং শৌচমুচ্যতে।
মৃজ্জলাভ্যাং কৃতং শৌচং বাহ্যং শারীরিকং স্মৃতম্ ॥* ১১৫

অন্বয়। বাহ্যম্ (বাহ্য) আভ্যন্তরং চ (এবং আভ্যন্তর) শৌচং (শৌচ) দ্বিবিধং (দুই প্রকার) উচ্যতে (কথিত হইয়া থাকে); মৃজ্জলাভ্যাং (মৃত্তিকা ও জলের দ্বারা সম্পাদিত) শারীরিকং (শরীর সম্বন্ধে) শৌচং (শৌচ) বাহ্যং (বাহ্য বলিয়া) স্মৃতম্ (ধর্ম্মশাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে) ॥ ১১৫

অনুবাদ। শৌচ দুই প্রকার কথিত হইয়াছে; যথা বাহ্য এবং আভ্যন্তর। মৃত্তিকা এবং জলের দ্বারা যে শৌচ হয়, তাহাই বাহ্য শৌচ বলিয়া স্মৃতিশাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে ॥ ১১৫

অজ্ঞান-দূরীকরণং মানসং শৌচমান্তরম্।
অন্তঃশৌচে স্থিতে সম্যগ্ বাহ্যং নাবশ্যকং নৃণাম্ ॥ ১১৬

অন্বয়। মানসং (মনের) শৌচং (শৌচই) আন্তরং (আন্তর শৌচ) [তাহাই] অজ্ঞান-দূরীকরণং (অজ্ঞানের নিরাকরণ) [ভবতীতি শেষঃ= হইয়া থাকে] অন্তঃশৌচে (অন্তঃশৌচ) সম্যক্ (সম্যক্‌প্রকারে) স্থিতে (সিদ্ধ হইলে) নৃণাং (মনুষ্যগণের) বাহ্যং (বাহ্য) শৌচং (শৌচ) ন আবশ্যকং (আবশ্যক হয় না) ॥ ১১৬

অনুবাদ। মনের বিশুদ্ধতাই আন্তর শৌচ, তাহাও অজ্ঞানকে দূর করা ছাড়া অন্য কিছু নহে। অন্তঃশৌচ অর্থাৎ মনের বিশুদ্ধি সম্যক্‌প্রকারে সিদ্ধ হইলে মনুষ্যগণের আর বাহ্যশৌচ আবশ্যক হয় না ॥ ১১৬

দম্ভঃ।

ধ্যানপূজাদিকং লোকে দ্রষ্টর্য্যেব করোতি যঃ।
পারমার্থিক-ধীহীনঃ স দম্ভাচার উচ্যতে।
পুংসস্তথাহনাচরণ মদম্ভিত্বং বিদুর্বুধাঃ ॥ ১১৭

---

* শারীরকমিতি বা পাঠঃ।

অন্বয়। দ্রষ্টরি (দেখিবার লোক বিদ্যমান থাকিলে) এব (ই) লোকে (সংসারে) যঃ (যে ব্যক্তি) ধ্যানপূজাদিকং (ধ্যান ও পূজা প্রভৃতি) করোতি (করিয়া থাকে) পারমার্থিক-ধীহীনঃ (শ্রদ্ধাহীন) সঃ (সেই ব্যক্তি) দম্ভাচারঃ (দম্ভাচার বলিয়া) উচ্যতে (কথিত হইয়া থাকে)। পুংসঃ (পুরুষের) তথা অনাচরণং (সেইরূপ আচার না করাকেই) বুধাঃ (পণ্ডিতগণ) অদম্ভিত্বং (অদম্ভিত্ব বলিয়া) বিদুঃ (জানিয়া থাকেন)॥ ১১৭

অনুবাদ। দেখিবার লোক বিদ্যমান থাকিলে (কেবল দেখাইবার জন্যই) এই সংসারে যে ব্যক্তি ধ্যান ও পূজা প্রভৃতির অনুষ্ঠান করিয়া থাকে, সেই শ্রদ্ধাবিহীন ব্যক্তিকেই দম্ভাচার বলা যায়। এই প্রকার দম্ভাচার পরিত্যাগ করাকেই পণ্ডিতগণ অদম্ভিত্ব বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন॥ ১১৭

সত্যম্।

যৎ স্বেন দৃষ্টং সম্যক্ চ শ্রুতং তস্যৈব ভাষণম্।
সত্যমিত্যুচ্যতে ব্রহ্ম সত্যমিত্যভিভাষণম্॥ ১১৮

অন্বয়। স্বেন (নিজে) যৎ (যাহা) দৃষ্টং (দেখিয়াছে) সম্যক্ চ (এ[বং] সমীচীনভাবে) শ্রুতং (শুনিয়াছে), তস্য এব (তাহারই) ভাষণং (কথন[কে]) সত্যম্ ইতি (সত্য বলিয়া) উচ্যতে (কথিত হইয়া থাকে); ব্রহ্ম (ব্রহ্মই) সত[্যম্] (সত্য) ইত্যভিভাষণং (এই প্রকার সর্ব্বদা মুখে বলাও) সত্যমিত্যুচ্যতে (স[ত্য] বলিয়া কথিত হইয়াছে)॥ ১১৮

অনুবাদ। যাহা স্বয়ং দেখিয়াছে বা ভাল করিয়া (বিশ্ব[স্ত] ব্যক্তির নিকটে) শুনা গিয়াছে, তাহারই কথনকে সত্য বলা যায় এ[বং] সর্ব্বদা "ব্রহ্মই সত্য" এই প্রকার উক্তিকে ও সত্য বলা যায়॥১১৮

নির্ম্মমতা।

দেহাদিষু স্বকীয়ত্ব-দৃঢ়বুদ্ধি-বিসর্জ্জনম্।
নির্ম্মমত্বং স্মৃতং যেন কৈবল্যং লভতে বুধঃ॥ ১১৯

অন্বয়। দেহাদিষু (দেহ প্রভৃতি বস্তুতে) স্বকীয়ত্ব-বুদ্ধি-বিসর্জ্জনং (ইহা আমার এই প্রকার বুদ্ধিকে হইতে না দেওয়াই) নির্ম্মমত্বং (নির্ম্মমতা বলিয়া) স্মৃতং (স্মৃতিশাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে); যেন (যে নির্ম্মমতার দ্বারা) বুধঃ (পণ্ডিত ব্যক্তি) কৈবল্যং (নির্ব্বাণ) লভতে (লাভ করিয়া থাকেন)॥ ১১৯

অনুবাদ। দেহ প্রভৃতি বস্তুতে ইহা আমার এই প্রকার বুদ্ধিকে না হইতে দেওয়াই স্মৃতিশাস্ত্রে নির্ম্মমত্ব বলিয়া উক্ত হইয়াছে; এই নির্ম্মমত্ব দ্বারা পণ্ডিত ব্যক্তি নির্ব্বাণ লাভ করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন॥ ১১৯

স্থৈর্য্যম্।

গুরুবেদান্তবচনৈর্নিশ্চিতার্থে দৃঢ়স্থিতিঃ।
তদেকবৃত্ত্যা তৎস্থৈর্য্যং নৈশ্চল্যং ন তু বর্ষ্মণঃ॥ ১২০

অন্বয়। গুরুবেদান্তবচনৈঃ (গুরুর এবং বেদান্তের বচনসমূহের দ্বারা) নিশ্চিতার্থে (যাহা নিশ্চিত হইয়া থাকে সেই বস্তুতে) তদেকবৃত্ত্যা (তাহাতে চিত্তকে একাগ্রভাবে সংলগ্ন করিয়া) যা (যে) দৃঢ়স্থিতিঃ (অকম্পিতভাবে অবস্থান) তৎ (তাহাই) স্থৈর্য্যং (স্থৈর্য্য), বর্ষ্মণঃ (দেহের) নৈশ্চল্যং (নিশ্চলতাই) ন তু [স্থৈর্য্যমিত্যুচ্যতে ইতি শেষঃ = স্থৈর্য্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয় না]॥ ১২০

অনুবাদ। গুরুর উপদেশ এবং বেদান্তবচনসমূহ দ্বারা যে বস্তু নির্ণীত হয়, সেই বিষয়ে চিত্তের একাগ্রতার সহিত সর্ব্বদা অবস্থান (অর্থাৎ ধ্যান করাই) স্থৈর্য্য; কেবল শরীরকে নিশ্চল করিয়া রাখাই স্থৈর্য্য হইতে পারে না॥ ১২০

অভিমান-বিসর্জ্জনম্।

বিদ্যৈশ্বর্য্যতপোরূপকুলবর্ণাশ্রমাদিভিঃ।
সঞ্জাতাহংকৃতেস্ত্যাগ স্ত্বভিমানবিসর্জ্জনম্॥ * ১২১

অন্বয়। বিদ্যৈশ্বর্য্যতপোরূপকুলবর্ণাশ্রমাদিভিঃ (বিদ্যা, ঐশ্বর্য্য, তপস্যা,

* সঞ্জাতাহংকৃতিত্যাগঃ ইতি বা পাঠঃ।

শরীরের সৌন্দর্য্য, বংশ এবং আশ্রম প্রভৃতির দ্বারা) সঞ্জাতাহংকৃতেঃ ত্যাগঃ (উৎপন্ন হইয়া থাকে যে অহংকার তাহারই পরিত্যাগ) অভিমানবিসর্জ্জনং (অভিমান বিসর্জ্জন)॥ ১২১

অনুবাদ। বিদ্যা, ঐশ্বর্য্য, সৌন্দর্য্য, তপস্যা, বর্ণ এবং আশ্রম প্রভৃতির দ্বারা যে অহংকার উৎপন্ন হয়, একেবারে তাহাকে পরিত্যাগ করাই অভিমান-বিসর্জ্জন (বলিয়া শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে)॥ ১২১

ঈশ্বরধ্যানম্।

ত্রিভিশ্চ করণৈঃ সম্যগ্ হিত্বা বৈষয়িকীং ক্রিয়াম্।
স্বাত্মৈকচিন্তনং যত্তদীশ্বরধ্যানমীরিতম্॥ ১২২

অন্বয়। ত্রিভিঃ (তিন প্রকার) করণৈঃ (ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অর্থাৎ কর্ম্মেন্দ্রিয়, জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং অন্তরিন্দ্রিয় দ্বারা) বৈষয়িকীং (বিষয়-সম্বন্ধিনী) ক্রিয়াং (ক্রিয়াকে) সম্যক্ (সম্যক্ প্রকারে) হিত্বা (পরিত্যাগ করিয়া) যৎ (যে) স্বাত্মৈকচিন্তনং (নিজের আত্মার ধ্যান) তৎ (তাহাই) ঈশ্বরধ্যানং (ঈশ্বর-ধ্যান বলিয়া) ঈরিতং (কথিত হইয়া থাকে)॥ ১২২

অনুবাদ। ত্রিবিধ করণের দ্বারা যত প্রকার বৈষয়িক ব্যাপার হইয়া থাকে; তাহা সকলই পরিত্যাগ করিয়া, নিজের আত্মাকে অনন্যভাবে চিন্তা করাকেই ঈশ্বরধ্যান বলিয়া (আচার্য্যগণ) নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন॥ ১২২

ব্রহ্মবিৎসহবাসঃ।

ছায়েব সর্ব্বদা বাসো ব্রহ্মবিদ্ভিঃ সহ স্থিতিঃ॥ ১২৩

অন্বয়। ছায়া ইব (ছায়ার ন্যায়) সর্ব্বদা (সকল সময়েই) ব্রহ্মবিদ্ভিঃ (ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তিগণের) সহ স্থিতিঃ (সহ অবস্থানই) বাসঃ (ব্রহ্মবিৎ-সহবাস) [উচ্যতে ইতি শেষঃ = উক্ত হইয়া থাকে]॥ ১২৩

অনুবাদ। ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষগণের সহিত সর্ব্বদা ছায়ার ন্যায় যে অবস্থান তাহাকেই ব্রহ্মবিৎ সহবাস বলা যায়॥ ১২৩

জ্ঞান-নিষ্ঠা।

যদ্‌যদুক্তং জ্ঞানশাস্ত্রে শ্রবণাদিক্রমেষু যঃ।
নিরতঃ কর্ম্মধীহীনঃ জ্ঞাননিষ্ঠঃ স এব হি॥ ১২৪

অন্বয়। জ্ঞানশাস্ত্রে (বেদান্তাদি জ্ঞানশাস্ত্রে) যদ্ যদ্ উক্তং (যাহা কিছু বলা হইয়াছে) শ্রবণাদিক্রমেষু (সেই সেই শ্রবণ-মননাদিক্রমে) কর্ম্মধীহীনঃ (কর্ম্মবুদ্ধিকে একেবারে পরিত্যাগ করিয়া) যঃ (যে ব্যক্তি) নিরতঃ (ব্যাপৃত হইয়া থাকে), স এব হি (সেই ব্যক্তিই) জ্ঞাননিষ্ঠঃ (জ্ঞাননিষ্ঠ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়)॥ ১২৪

অনুবাদ। শ্রবণ মনন ও নিদিধ্যাসন বিষয়ে বেদান্তশাস্ত্রে যাহা কিছু বলা হইয়াছে, তদনুসারে ঐ শ্রবণাদিতে যে ব্যক্তি কর্ম্ম বুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া ব্যাপৃত হইয়া থাকে, তাহাকেই জ্ঞাননিষ্ঠ বলা যায়॥ ১২৪

সমত্বম্।

ধনকান্তাজ্বরাদীনাং প্রাপ্তিকালে সুখাদিভিঃ। *
বিকারহীনতৈব স্যাৎ সুখদুঃখসমানতা॥ ১২৫

অন্বয়। ধনকান্তাজ্বরাদীনাং (অর্থ, রমণী বা জ্বর প্রভৃতি রোগাদির) প্রাপ্তিকালে (প্রাপ্তিসময়ে) সুখাদিভিঃ (সুখ বা দুঃখ প্রভৃতি দ্বারা) বিকারহীনতা (নির্ব্বিকারতা) এব (ই) সুখদুঃখসমানতা (সুখ-দুঃখ-সমত্ব) স্যাৎ (বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে)॥ ১২৫

* প্রাপ্তকালে ইতি বা পাঠঃ।

অনুবাদ। ধন, কান্তা কিংবা জ্বর প্রভৃতির প্রাপ্তিকালে অন্তঃকরণে কোন প্রকারে বিকার না হইতে দেওয়াকে সুখ-দুঃখ-সমানতা বলা যায়॥ ১২৫

মানানাসক্তিঃ।

শ্রেষ্ঠং পূজ্যং বিদিত্বা মাং মানয়ন্তু জনা ভুবি।
ইত্যাসক্ত্যা বিহীনত্বং মানানাসক্তিরুচ্যতে॥ ১২৬

অন্বয়। মাং (আমাকে) শ্রেষ্ঠং (শ্রেষ্ঠ) পূজ্যং (পূজনীয়) বিদিত্বা (বিবেচনা করিয়া) ভুবি (পৃথিবীতে) জনাঃ (জনসমূহ) মানয়ন্তু (সম্মানিত করুক) ইতি (এই প্রকার) আসক্ত্যা বিহীনত্বং (আসক্তিকে পরিত্যাগ করা) মানানাসক্তিঃ (মানে অনাসক্তি) উচ্যতে (বলিয়া কথিত হইয়া থাকে)॥ ১২৬

অনুবাদ। আমাকে পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ এবং পূজ্য বোধ করিয়া জনসমূহ সম্মানিত করুক, এই প্রকার আসক্তির পরিত্যাগই মানে অনাসক্তি বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে॥ ১২৬

একান্তশীলতা।

সচ্চিন্তনস্য সংবাধো বিঘ্নোঽয়ং নির্জ্জনে ততঃ।
স্থেয়মিত্যেক এবাস্তি চেৎ সৈবৈকান্তশীলতা॥ ১২৭

অন্বয়। অয়ং (এই) সংবাধঃ (জনপূর্ণস্থান) সচ্চিন্তনস্য (ব্রহ্মচিন্তার পক্ষে) বিঘ্নঃ (ব্যাঘাতকর) ততঃ (সেইজন্য) নির্জ্জনে (জনশূন্য স্থানে) স্থেয়ং (বাস করিতে হইবে) ইতি (এই প্রকার সংকল্প করিয়া) চেৎ (যদি) এক এব অস্তি (একাকীই [কেহ] অবস্থান করিতে থাকে), সা এব (তাহাই) একান্তশীলতা (একান্তশীলতা বলিয়া) [কথ্যতে ইতি শেষঃ=কথিত হইয়া থাকে]॥ ১২৭

অনুবাদ। জনপূর্ণস্থান ব্রহ্মচিন্তার পক্ষে ব্যাঘাত করে, সুতরাং

নির্জ্জনেই অবস্থান করিতে হইবে ; এই প্রকার সংকল্প করিয়া যদি কেহ একাকী বাস করে ; তাহা হইলে (তাহার সেইরূপ বাসকেই) একান্ত শীলতা বলা যায় ॥ ১২৭

মুমুক্ষুত্বম্।

সংসারবন্ধনির্ম্মুক্তিঃ কদা ঝটিতি মে ভবেৎ।
ইতি যা সুদৃঢ়া বুদ্ধি রীরিতা সা মুমুক্ষুতা ॥ ১২৮

অন্বয়। কদা (কোন্ সময়ে) ঝটিতি (শীঘ্র) মে (আমার) সংসারবন্ধনির্ম্মুক্তিঃ (সংসার-বন্ধন হইতে মোক্ষ হইবে) ইতি (এই প্রকার) যা (যে) সুদৃঢ়া (সুস্থির) বুদ্ধিঃ (ভাবনা), সা (তাহাই) মুমুক্ষুতা (মোক্ষকামনা) ঈরিতা (বলিয়া কথিত হইয়া থাকে) ॥ ১২৮

অনুবাদ। সত্বর কোন্ সময়ে এই সংসার-বন্ধন হইতে আমার মোক্ষলাভ হইবে, এই প্রকার যে সুদৃঢ় ভাবনা, তাহাই মুমুক্ষুতা বলিয়া কথিত হইয়া থাকে ॥ ১২৮

দমঃ।

ব্রহ্মচর্য্যাদিভির্ধর্ম্মৈ র্বুদ্ধের্দোষনিবৃত্তয়ে।
দণ্ডনং দম ইত্যাহু র্মনসঃ শান্তিসাধনম্ ॥ * ১২৯

অন্বয়। দোষনিবৃত্তয়ে (কামাদি দোষসমূহকে বিধ্বস্ত করিবার জন্য) ব্রহ্মচর্য্যাদিভিঃ (ব্রহ্মচর্য্য প্রভৃতি) ধর্ম্মৈঃ (ধর্ম্মের দ্বারা) মনসঃ (হৃদয়ের) শান্তিসাধনং (শান্তির উপায় স্বরূপ) দণ্ডনং (দণ্ডপ্রদান অর্থাৎ নিয়ন্ত্রণকে) দমঃ (দম) ইতি (এই নামের দ্বারা) আহুঃ (পণ্ডিতগণ নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন) ॥১২৯

অনুবাদ। (কাম ক্রোধ প্রভৃতি) দোষ নিবৃত্তি করিবার জন্য ব্রহ্মচর্য্য প্রভৃতি ধর্ম্মের দ্বারা মনের শান্তিবিধানের উপায়স্বরূপ

---

* দমশব্দার্থকোবিদাঃ ইতি বা পাঠঃ।

যে দণ্ডন (অর্থাৎ নিয়ত করিয়া রাখা), তাহাই (পণ্ডিতগণ) দম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন॥ ১২৯

তত্তদ্‌বৃত্তিনিরোধেন বাহ্যেন্দ্রিয়বিনিগ্রহঃ।
যোগিনো দম ইত্যাহুর্মনসঃ শান্তিসাধনম্॥ ১৩০

অন্বয়। তত্তদ্‌বৃত্তিনিরোধেন (সেই সেই বৃত্তিনিরোধ দ্বারা) বাহ্যেন্দ্রিয়-বিনিগ্রহঃ (বহিরিন্দ্রিয়ের সম্যক্‌রূপে যে নিগ্রহ) [তমেব = তাহাকেই] যোগিনঃ (যোগীরা) মনসঃ (মনের) শান্তিসাধনম্ (শান্তির উপায়রূপ) দমঃ ইতি (দম এই নামে) আহুঃ (নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন)॥ ১৩০

অনুবাদ। বাহ্যেন্দ্রিয় সমূহের সেই সেই বৃত্তি নিরোধদ্বারা বহিরিন্দ্রিয়ের যে সম্যক্‌রূপে নিগ্রহ, [তাহাকেই] যোগীরা চিত্তের শান্তিবিধানের উপায়স্বরূপ দম এই নামে অভিহিত করিয়া থাকেন॥ ১৩০

ইন্দ্রিয়েম্বিন্দ্রিয়ার্থেষু প্রবৃত্তেষু যদৃচ্ছয়া।
অনুধাবতি তান্যেব মনো বায়ুমিবানলঃ॥ ১৩১

অন্বয়। ইন্দ্রিয়ার্থেষু (শব্দ স্পর্শ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়সমূহে) ইন্দ্রিয়েষু (ইন্দ্রিয়সমূহ) প্রবৃত্তেষু (প্রবৃত্ত হইলে) যদৃচ্ছয়া (স্বভাববশতঃ) অনলঃ ইব (অগ্নি যেমন) বায়ুং (বায়ুকে) [অনুগমন করে সেইরূপ] মনঃ (অন্তঃকরণও) তানি এব (সেই ইন্দ্রিয়সমূহকেও) অনুধাবতি (অনুসরণ করিয়া থাকে)॥ ১৩১

অনুবাদ। ইন্দ্রিয়গণ ইন্দ্রিয়ভোগ্য শব্দ স্পর্শ প্রভৃতি বিষয়-সমূহে প্রবৃত্ত হইলে, অগ্নি যেমন বায়ুর অনুসরণ করে, সেইরূপ অন্তঃকরণও স্বভাবের বশে সেই ইন্দ্রিয়গণেরই অনুসরণ করিয়া থাকে॥ ১৩১

ইন্দ্রিয়েষু নিরুদ্ধেষু ত্যক্ত্বা বেগং মনঃ স্বয়ম্।
সত্যভাবমুপাদত্তে প্রসাদস্তেন জায়তে॥ ১৩২

অন্বয়। ইন্দ্রিয়েষু (ইন্দ্রিয়সমূহ) নিরুদ্ধেষু (নিরুদ্ধ হইলে) মনঃ

(অন্তঃকরণ) স্বয়ং (নিজেই) বেগং (বেগকে) ত্যক্ত্বা (পরিত্যাগ করিয়া) সত্যভাবং (সত্যস্বরূপ ব্রহ্মে অবস্থিতিকে) উপাদত্তে (প্রাপ্ত হইয়া থাকে) তেন (তাহা দ্বারাই) প্রসাদঃ (চিত্তের প্রসন্নতা) জায়তে (উৎপন্ন হইয়া থাকে) ॥ ১৩২

অনুবাদ। ইন্দ্রিয়গণ নিরুদ্ধ হইলে, অন্তঃকরণ (বাহ্য বিষয়ে প্রবৃত্ত হইবার) বেগ নিজেই পরিত্যাগ করিয়া, সত্যস্বরূপ আত্মাতে অবস্থানপ্রাপ্ত হইয়া থাকে, তাহাতেই চিত্তের প্রসন্নতা উৎপন্ন হয় ॥ ১৩২

প্রসন্নে সতি চিত্তেঽস্য মুক্তিঃ সিধ্যতি নাঽন্যথা।
মনঃপ্রসাদস্য নিদানমেব
নিরোধনং যৎ সকলেন্দ্রিয়াণাম্।
বাহ্যেন্দ্রিয়ে সাধু নিরুধ্যমানে
বাহ্যার্থভোগো মনসো নিবর্ত্ততে ॥* ১৩৩

অন্বয়। যৎ (যাহা) সকলেন্দ্রিয়াণাং (সকল ইন্দ্রিয়ের) নিরোধনং (নিরোধকরিবার হেতু) [তৎ = তাহাই] মনঃপ্রসাদস্য (অন্তঃকরণের প্রসন্নতার) নিদানম্ এব (মূল কারণই) [ভবতীতি শেষঃ = হইয়া থাকে]; বাহ্যেন্দ্রিয়ে (বহিরিন্দ্রিয়) সাধু (সম্যগ্‌ভাবে) নিরুধ্যমানে (নিরুদ্ধ হইলে) মনসঃ (অন্তঃকরণের) বাহ্যার্থভোগঃ (বাহ্যবস্তুর উপভোগ) নিবর্ত্ততে (নিবৃত্ত হইয়া থাকে); চিত্তে (মনঃ) প্রসন্নে সতি (প্রসন্ন হইলে) অস্য (সাধকের) মুক্তিঃ (মোক্ষ) সিধ্যতি (সিদ্ধ হইয়া থাকে) অন্যথা ন (অন্য প্রকারে নহে) [মোক্ষ হইতে পারে না) ॥ ১৩৩

অনুবাদ। যাহা সকল ইন্দ্রিয়ের নিরোধ করিবার হেতু, তাহাই অন্তঃকরণের প্রসন্নতার প্রতি কারণ হইয়া থাকে। বহিরিন্দ্রিয় সম্যগ্‌রূপে যদি নিরুদ্ধ হয়, তাহা হইলেই অন্তঃকরণেরও বাহ্যার্থের প্রতি আভিমুখ্য বা ভোগ নিবৃত্ত হইয়া থাকে। এইরূপে চিত্ত যদি প্রসন্ন হয়, তাহা হইলেই মুক্তি সিদ্ধ হয়, অন্যথা হয় না ॥ ১৩৩

* বিযুজ্যতে ইতি বা পাঠঃ।

তেন স্বদৌষ্ট্যং পরিমুচ্য চিত্তং
শনৈঃ শনৈঃ শান্তিমুপাদদাতি।
চিত্তস্য বাহ্যার্থবিমোক্ষমেব
মোক্ষং বিদুর্মোক্ষণলক্ষণজ্ঞাঃ ॥ ১৩৪

অন্বয়। তেন (সেই দমের দ্বারা) চিত্তং (অন্তঃকরণ) স্বদৌষ্ট্যং (নিজের দুষ্ট স্বভাব) পরিমুচ্য (পরিত্যাগ করিয়া) শনৈঃ শনৈঃ (ধীরে ধীরে) শান্তিং (শান্তিকে) উপাদদাতি (প্রাপ্ত হইয়া থাকে)। মোক্ষণলক্ষণজ্ঞাঃ (মোক্ষের লক্ষণ যাঁহারা জানেন, তাঁহারা) চিত্তস্য (অন্তঃকরণের) বাহ্যার্থবিমোক্ষং (বাহ্যার্থ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করাকে) এব (ই) মোক্ষং (মোক্ষ) বিদুঃ (বলিয়া বুঝিয়া থাকেন)॥ ১৩৪

অনুবাদ। সেই দমের দ্বারা অন্তঃকরণ নিজের দুষ্টস্বভাব পরিত্যাগ করিয়া, ক্রমে ধীরে ধীরে শান্তিকে প্রাপ্ত হইয়া থাকে। মোক্ষের লক্ষণজ্ঞ ব্যক্তিগণ বাহ্যার্থ হইতে চিত্তের মোক্ষকেই মোক্ষ বলিয়া বুঝিয়া থাকেন॥ ১৩৪

দমং বিনা সাধু মনঃপ্রসাদ-
হেতুং ন বিদ্মঃ সুকরং মুমুক্ষোঃ।
দমেন চিত্তং নিজদোষজাতং
বিসৃজ্য শান্তিং সমুপৈতি শীঘ্রম্ ॥ ১৩৫

অন্বয়। দমং (দমকে) বিনা (ছাড়িয়া) মুমুক্ষোঃ (মোক্ষার্থী ব্যক্তির) সুকরং (অনায়াসলভ্য) মনঃপ্রসাদহেতুং (চিত্তপ্রসন্নতার কারণ) সাধু (সম্যক্‌প্রকারে) ন বিদ্মঃ (আমরা জানি না)। দমেন (দমের দ্বারাই) চিত্তং (অন্তঃকরণ) নিজদোষজাতং (স্বীয় দোষসমূহকে) বিসৃজ্য (পরিত্যাগ করিয়া) শীঘ্রং (সত্বর) শান্তিং (শান্তিকে) সমুপৈতি (প্রাপ্ত হইয়া থাকে)॥ ১৩৫

অনুবাদ। দম ব্যতিরেকে মোক্ষার্থী ব্যক্তির অন্য কোন প্রকার অনায়াসলভ্য চিত্তপ্রসাদের হেতু সম্যগ্‌ভাবে হইতে পারে, ইহা

আমরা জানি না। দমের দ্বারা চিত্ত দোষসমূহকে পরিত্যাগ করিয়া শীঘ্র শান্তিকে প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ১৩৫

প্রাণায়ামাদ্ভবতি মনসো নিশ্চলত্বং প্রসাদো
যস্যাপ্যস্য প্রতিনিয়তদিগ্‌দেশকালাদ্যবেক্ষ্য।
সম্যগ্‌দৃষ্ট্যা ক্বচিদপি তয়া নো দমো হন্যতে তৎ
কুর্য্যাদ্‌ ধীমান্ দমমনলসশ্চিত্তশান্ত্যৈ প্রযত্নাৎ ॥ ১৩৬

অন্বয়। প্রতিনিয়তদিগ্‌দেশকালাদি (শাস্ত্রবিহিত নিয়ত দিক্, নিয়ত কাল এবং নিয়ত দেশ প্রভৃতি) অবেক্ষ্য (ভাল করিয়া পর্য্যবেক্ষণ করিয়া) প্রাণায়ামাৎ (প্রাণায়াম করিলে) যস্য (যাহার) মনসঃ (মনের) নিশ্চলত্বং (নিশ্চলতা) [ভবতীতি শেষঃ=হইয়া থাকে]; অস্য (এই ব্যক্তির) ক্বচিদপি (কোনও ভোগ্যবস্তুতে) তয়া (সেই পূর্ব্বকথিত) সম্যগ্‌দৃষ্ট্যা (ইহা পরম সুন্দর এই প্রকার বুদ্ধির উদয় হইলে) প্রসাদঃ (চিত্তের প্রসন্নতা) ন [ভবতীতি=হইতে পারে না]; তৎ (সেইজন্য) অদমঃ (দম যাহার সিদ্ধ হয় নাই এই প্রকার ব্যক্তি) হন্যতে (সিদ্ধি হইতে স্খলিত হইতে পারে); [অতএব=এই কারণেই] ধীমান্ (সুবোধ ব্যক্তি) অনলসঃ (আলস্য রহিত হইয়া), প্রযত্নাৎ (যত্নের সহিত) চিত্তশান্ত্যৈ (চিত্তের শান্তির জন্য) দমং (দমকেই) কুর্য্যাৎ (করিবে) ॥ ১৩৬

অনুবাদ। শাস্ত্রের নির্দ্দেশানুসারে নিয়ত দিক্, দেশ ও কালাদি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া প্রাণায়াম করিলে যে ব্যক্তির [সময়বিশেষে] চিত্তের নিশ্চলত্ব হয়, দৈববশাৎ উপগত কোন ভোগ্য বস্তুতে চারুতা-বুদ্ধির উদয় হইলে, সেই ব্যক্তির [দমসিদ্ধি হয় নাই বলিয়া] চিত্তের প্রসাদ হইতে পারে না; সেই জন্য [ইহা স্থির যে] যাহার দমসিদ্ধি হয় নাই, [তাহার প্রাণায়ামাদি হঠযোগের সিদ্ধি হইলেও] সমাধি-পথ হইতে স্খলন হয় এবং বিনাশও হইতে পারে; এই কারণে [বাহ্য হঠযোগাদির উপর একান্ত নির্ভর না করিয়া] সুবোধ ব্যক্তি প্রযত্নের সহিত আলস্য পরিহারপূর্ব্বক মনের শান্তির জন্য দমকে অভ্যাস করিয়া থাকেন ॥ ১৩৬

সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাং গতিনিগ্রহেণ
ভোগ্যেষু দোষাদ্যবমর্শনেন।
ঈশপ্রসাদাচ্চ গুরোঃ প্রসাদা-
চ্ছান্তিং সমায়াত্যচিরেণ চিত্তম্॥ ১৩৭

অন্বয়। সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাং (সকল ইন্দ্রিয়ের) গতিনিগ্রহেণ (যথেষ্ট বিষয়ে প্রবৃত্তির নিরোধ দ্বারা) ভোগ্যেষু (ভোগ্যবস্তুসমূহে) দোষাদ্যবমর্শনেন (দোষ বিচার দ্বারা) ঈশপ্রসাদাৎ (ভগবানের অনুগ্রহের দ্বারা) গুরোঃ (শ্রীগুরু-দেবের) প্রসাদাৎ (অনুগ্রহ দ্বারা) অচিরেণ (অল্পকালের মধ্যেই) চিত্তং (অন্তঃকরণ) শান্তিং (শান্তিকে) সমায়াতি (প্রাপ্ত হইয়া থাকে)॥ ১৩৭

অনুবাদ। সকল ইন্দ্রিয়েরই যথেষ্ট বিষয়ে প্রবৃত্তির নিরোধের দ্বারা, ভোগ্য বস্তু মাত্রেই দোষোদ্ভাবন দ্বারা পরমেশ্বরের কৃপায় এবং শ্রীগুরুদেবের অনুগ্রহে অল্পকালের মধ্যেই চিত্ত শান্তিকে প্রাপ্ত হইয়া থাকে॥ ১৩৭

তিতিক্ষা।

আধ্যাত্মিকাদি যদ্ দুঃখংপ্রাপ্তং প্রারব্ধবেগতঃ।
অচিন্তয়া তৎসহনং তিতিক্ষেতি প্রচক্ষতে॥ ১৩৮

অন্বয়। প্রারব্ধবেগতঃ (প্রারব্ধ কর্ম্মের গতিবশতঃ) যৎ (যাহা কিছু) আধ্যাত্মিকাদি (আধ্যাত্মিক ও আধিদৈবিক প্রভৃতি) দুঃখং (দুঃখ) প্রাপ্তং (উপস্থিত হয়), অচিন্তয়া (সে বিষয়ে কোন প্রকার চিন্তা না করিয়া) তৎসহনং (তাহা সহ্য করাই) তিতিক্ষা (তিতিক্ষা এই শব্দের অর্থ) প্রচক্ষতে [পণ্ডিতগণ] (বলিয়া থাকেন)॥ ১৩৮

অনুবাদ। প্রারব্ধকর্ম্মের বেগবশতঃ আধ্যাত্মিক প্রভৃতি যে কোন দুঃখ উপস্থিত হইলে, কোন প্রকার চিন্তা না করিয়া তাহার সহনই তিতিক্ষা—এই প্রকার বিজ্ঞব্যক্তিগণ বলিয়া থাকেন॥ ১৩৮

রক্ষা তিতিক্ষাসদৃশী মুমুক্ষো-
 র্ন বিদ্যতেঽসৌ পবিনা ন ভিদ্যতে।
যামেব ধীরাঃ কবচীয়বিঘ্নান্*
 সর্ব্বাংস্তৃণীকৃত্য জয়ন্তি মায়াম্॥ ১৩৯

অন্বয়। মুমুক্ষোঃ (মোক্ষাভিলাষী ব্যক্তির) তিতিক্ষা-সদৃশী (তিতিক্ষার সমান) রক্ষা (অন্য কোন রূপ রক্ষা) ন বিদ্যতে (বিদ্যমান নাই); অসৌ (এই তিতিক্ষা) পবিনা (বজ্রের দ্বারা) ন ভিদ্যতে (ভিন্ন হইতে পারে না); যাং (যাহাকে) এত্য (প্রাপ্ত হইয়া) ধীরাঃ (ধীরগণ) সর্ব্বান্ (সকল) কবচীয়-বিঘ্নান্ (দেহ প্রভৃতির রক্ষা সম্বন্ধে যত প্রকার বিঘ্ন হইতে পারে, সেই সকলকে) তৃণীকৃত্য (উপেক্ষা করিয়া) মায়াং (সংসারের মায়াকে) জয়ন্তি (জয় করেন)॥ ১৩৯

অনুবাদ। মোক্ষার্থিব্যক্তির তিতিক্ষার ন্যায় রক্ষা আর নাই। তিতিক্ষা বজ্রের দ্বারাও ভিন্ন হয় না। এই তিতিক্ষার দ্বারা ধীর ব্যক্তিগণ দেহরক্ষার যাবতীয় বিঘ্নকে উপেক্ষা করিয়া মায়াকে জয় করিতে সমর্থ হন॥ ১৩৯

ক্ষমাবতামেব হি যোগসিদ্ধিঃ
 স্বারাজ্যলক্ষ্মীসুখভোগসিদ্ধিঃ।
ক্ষমাবিহীনা নিপতন্তি বিঘ্নৈ-
 র্বাতৈর্হতাঃ পর্ণচয়া ইব দ্রুমাৎ॥১৪০

অন্বয়। ক্ষমাবতাং (ক্ষমাশীল ব্যক্তিগণের) এব (ই) যোগসিদ্ধিঃ (সমাধি-সিদ্ধি) [ভবতি=হইয়া থাকে]; স্বারাজ্যলক্ষ্মীসুখভোগসিদ্ধিঃ [চ] (এবং স্বর্গ-সাম্রাজ্যের লক্ষ্মী দ্বারা যত প্রকার সুখভোগ হইতে পারে, তাহারও সিদ্ধি) [ভবতি=হইয়া থাকে]; বাতৈঃ (বায়ুসমূহ দ্বারা) হতাঃ (তাড়িত) পর্ণচয়াঃ (পত্রসমূহ) দ্রুমাদিব (যেমন বৃক্ষ হইতে) নিপতন্তি (পতিত হয়), ক্ষমাবিহীনাঃ (ক্ষমাহীন জনগণও) [তথা=সেইরূপ] বিঘ্নৈঃ (বিঘ্নসমূহের দ্বারা) নিপতন্তি (যোগমার্গ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া থাকে)॥ ১৪০

অনুবাদ। যাঁহারা ক্ষমাশীল, তাঁহাদেরই যোগসিদ্ধি হয় এবং

---

* কবচীব বিঘ্নান্ ইতি বা পাঠঃ।

তাঁহারাই স্বর্গসাম্রাজ্যলক্ষ্মীর লাভ নিবন্ধন সকল প্রকার সুখ ভোগ করিতে সমর্থ হন। যাহারা ক্ষমাশীল নহে, তাহারাই বায়ুসমূহের দ্বারা আহত পত্রসমূহ যেমন বৃক্ষ হইতে পতিত হয়, সেইরূপ (যোগমার্গ হইতে) পতিত হইয়া থাকে॥ ১৪০

তিতিক্ষয়া তপো দানং যজ্ঞস্তীর্থং ব্রতং শ্রুতম্।
ভূতিঃ স্বর্গোঽপবর্গশ্চ প্রাপ্যতে তত্তদর্থিভিঃ॥ ১৪১

অন্বয়। তত্তদর্থিভিঃ (সেই সেই ফল কামনা যাহারা করে, তাহারা) তিতিক্ষয়া (ক্ষমার প্রভাবেই) তপঃ (তপস্যা) দানং (দান) যজ্ঞঃ (যাগ-হোম প্রভৃতি) তীর্থং (বারাণসী প্রভৃতি তীর্থক্ষেত্র) ব্রতং (চান্দ্রায়ণাদি ব্রত) শ্রুতং (বিদ্যা) ভূতিঃ (ঐশ্বর্য্য) স্বর্গঃ (স্বর্গ) অপবর্গশ্চ (এবং অপবর্গ) প্রাপ্যতে (প্রাপ্ত হইয়া থাকে)॥ ১৪১

অনুবাদ। তত্তৎফলকামী ব্যক্তিগণ এক তিতিক্ষার দ্বারাই তপস্যা, দান, যজ্ঞ, তীর্থ, ব্রত, বিদ্যা, ঐশ্বর্য্য এবং অপবর্গ পর্য্যন্তও লাভ করিতে পারে॥ ১৪১

ব্রহ্মচর্য্যমহিংসা চ সাধূনামপি চার্হণম্।*
পরাক্ষেপাদিসহনং তিতিক্ষোরেব সিধ্যতি॥ ১৪২

অন্বয়। ব্রহ্মচর্য্য (ব্রহ্মচর্য্য) অহিংসা (হিংসা পরিত্যাগ) সাধূনাং (সাধুগণের) অর্হণং (পূজন) অপিচ (এবং) পরাক্ষেপাদিসহনং (পরের তিরস্কার প্রভৃতির সহন) তিতিক্ষোঃ এব (তিতিক্ষাশীল ব্যক্তিরই) সিধ্যতি (সিদ্ধ হইয়া থাকে)॥ ১৪২

অনুবাদ। ব্রহ্মচর্য্য, অহিংসা, সাধুগণের সেবা এবং পরের নিকট হইতে লব্ধ তিরস্কার প্রভৃতির সহন, তিতিক্ষাশীল ব্যক্তিরই সিদ্ধ হইয়া থাকে॥ ১৪২

সাধনেষ্বপি সর্ব্বেষু তিতিক্ষোত্তমসাধনম্।
যত্র বিঘ্নাঃ পলায়ন্তে দৈবিকা অপি ভৌতিকাঃ॥ ১৪৩

অন্বয়। সর্ব্বেষু (সকল) সাধনেষু (সাধনের মধ্যে) তিতিক্ষা (সহ

* সাধূনামপ্যগর্হণম্ ইতি বা পাঠঃ।

শীলতাই) উত্তমসাধনং (উৎকৃষ্ট সাধন) ; যত্র (যে তিতিক্ষা সিদ্ধ হইলে) দৈবিকাঃ (দৈব) ভৌতিকা অপি (এবং ভৌতিক) বিঘ্নাঃ (বিঘ্নসমূহ) পলায়ন্তে (পলায়ন করিয়া থাকে) ॥ ১৪৩

অনুবাদ। সকল প্রকার [মোক্ষ] সাধনের মধ্যে সহিষ্ণুতাই অত্যুৎকৃষ্ট সাধন ; (কারণ) এই তিতিক্ষা-বিষয়ে সিদ্ধিলাভ হইলে দৈবিক এবং ভৌতিক সকল প্রকার বিঘ্নই (সাধককে ছাড়িয়া) পলায়ন করিয়া থাকে ॥ ১৪৩

তিতিক্ষোরেব বিঘ্নেভ্য স্ত্বনিবর্ত্তিতচেতসঃ।
সিধ্যন্তি সিদ্ধয়ঃ সর্ব্বা অণিমাদ্যাঃ সমৃদ্ধয়ঃ ॥ ১৪৪

অন্বয়। বিঘ্নেভ্যঃ (বিঘ্নসমূহ হইতে) অনিবর্ত্তিতচেতসঃ (বাধাপ্রাপ্ত হইয়াও যাহার চিত্ত মোক্ষমার্গ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করে না, এই প্রকার) তিতিক্ষোঃ এব (সহিষ্ণু ব্যক্তিরই) সর্ব্বাঃ (সকল প্রকার) অণিমাদ্যাঃ (অণিমাদি) সমৃদ্ধয়ঃ (সমৃদ্ধিরূপ) সিদ্ধয়ঃ (সিদ্ধিকয়টিই) সিধ্যন্তি (সিদ্ধ হইয়া থাকে) ॥ ১৪৪

অনুবাদ। বিঘ্নসমূহের উদয় হইলেও, মোক্ষপথ হইতে যাহার চিত্ত বিনিবৃত্ত হয় না, এইরূপ তিতিক্ষাশীল ব্যক্তিরই অণিমাদি ঐশ্বর্য্য নামে প্রসিদ্ধ সিদ্ধিসমূহ প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে ॥ ১৪৪

তস্মান্মুমুক্ষোরধিকা তিতিক্ষা
সম্পাদনীয়েপ্সিতকার্য্যসিদ্ধয়ে।
তীব্রা মুমুক্ষা চ মহত্যুপেক্ষা
চোভে তিতিক্ষা-সহকারিকারণম্ ॥১৪৫

অন্বয়। ঈপ্সিতকার্য্যসিদ্ধয়ে (অভিলষিত কার্য্য অর্থাৎ মোক্ষ সিদ্ধির জন্য) তস্মাৎ (সেই কারণে) মুমুক্ষোঃ (মোক্ষকাম ব্যক্তির) অধিকা (অধিক) তিতিক্ষা (সহিষ্ণুতা) সম্পাদনীয়া (সম্পাদনীয় অর্থাৎ সম্পাদন করা উচিত) ; তীব্রা (উৎকট) মুমুক্ষা (মুক্তির ইচ্ছা) চ (এবং) মহতী (প্রবল) উপেক্ষা বৈরাগ্য) উভে (এই দুইটিই) তিতিক্ষা-সহকারিকারণম্ (তিতিক্ষার সহকারি কারণ হইয়া থাকে) ॥ ১৪৫